খুন বা অখুন।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

শ্রীবিনোদবিহারী শীল-সম্পাদিত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।
শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১১১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

১ম, বৈশাখ, ১৩১৪ সাল।

খুন বা অখুন।

ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস।

শ্রীবিনোদবিহারী শীল-সম্পাদিত।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।
শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১১১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

১লা বৈশাখ, ১৩১৪ সাল।

প্রথম খণ্ড।

খুন বা অখুন।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাল্কি।

একদিন প্রত্যুষে কলিকাতার বিডন গার্ডেন নামক উদ্যানে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিক হইতে লোক বাগানের ভিতর ছুটিতেছে। হুজুগে কলিকাতায় সামান্য হুজুগ হইলেই, এক স্থানে লোক সমবেত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাত শত লোক বিডন গার্ডেনে জমিয়া গেল। আশে পাশের ছাদে কত নরনারী উঠিল।

এই জনতার ভিতর দুই দশটা পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ী দেখা যাইতেছে,—জোড়াসাঁকোর থানার ইনেস্পক্টর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিয়ৎক্ষণ পরে সুপারিণ্টেণ্ড সাহেবও উপস্থিত হইলেন।

সকলেই সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ব্যাপার কি?" কিন্তু কেহই এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিতেছে না। ব্যাপার যে, কি হইয়াছে, তাহা কেহই ঠিক জানে না,—পুলিশও কাহাকে ব্যাপার স্থলের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে দিতেছে না।

অতি প্রত্যুষে একজন পাহারাওয়ালা বাগানের ভিতর আসিয়া, বাগানের মধ্যে ঝোপের পার্শ্বে একখানি পাল্কি দেখিতে পায়। পাল্কিখানি পড়িয়া আছে,—বেহারা নাই,—নিকটে অন্য কেহ লোকও নাই। এমন কি বাগানে সে সময়ে কোন লোকই ছিল না।

পাহারাওয়ালা কোন দিকে কাহাকে দেখিতে না পাইয়া, কেহ নিকটে আছে কিনা দেখিবাব জন্য, চীৎকার করিয়া বলিল, "কই হায়,—কোন আদমি কো পাল্কী।" কিন্তু তাহার চীৎকারের কেহই উত্তর দিল না।

পাল্কির দুই দিকেরই দরজা বন্ধ ছিল,—পাল্কিতে কেহ আছে কিনা দেখিবার জন্য পাহারাওয়ালা ঘড় ঘড় শব্দে একটা দরজা খুলিয়া ফেলিল, তৎপরে "রামজী তত্তযান" বলিয়া চারিপদ সরিয়া দাঁড়াইল।

সে পাল্কিমধ্যে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিল। সমস্ত পাল্কি রক্তে রক্তময়। পাল্কিমধ্যে যে বিছানা ছিল, তাহা রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে,—সেই রক্তমাখা বিছানার উপর একটী দেড় বা দুই বৎসর বয়সের কন্যা নিদ্রিত রহিয়াছে।

পাহারাওয়ালা ছুটিয়া গিয়া থানায় সম্বাদ দিল,—সম্বাদ পাইবামাত্র ইন্স্পেক্টর সদলে বিডন গার্ডেনে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন বালিকা বা শিশু তখনও নিদ্রিত রহিয়াছে।

ইন্স্পেক্টর তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন তাঁহার ভয় হইল,—তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন

বিডেন গার্ডেনের নিকটেই ডাক্তার ছিলেন, তিনি সত্বর আসিয়া শিশুর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কোনরূপ মাদক দ্রব্য ইহাকে কেহ খাওয়াইয়াছে,—শীঘ্র ইহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিন,—নতুবা জীবনের ইহার আশঙ্কা আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর সত্বর গাড়ী করিয়া শিশুকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন,—তৎপরে পাল্কিতে যাহা যাহা ছিল তাহা—একে একে দেখিতে লাগিলেন।

তিনি পাল্কিমধ্যে একখানি সুন্দর রেশমী সাড়ী পাইলেন, আরও দেখিলেন, একটী পুরুষের রেশমি সার্ট,—একখানি সুন্দর ছড়ি,—একখানা হস্তিদন্তের বাঁটযুক্ত ক্ষুদ্র শাণিত ছোরা, সমস্তই রক্তে মাখা।

বিছানাটা পাল্কি হইতে টানিয়া বাহির করিলে, একছড়া বহু মূল্যবান হার তাহার ভিতর হইতে পতিত হইল,—হারের একদিক ছিন্ন,—ধনীর গৃহের স্ত্রীলোকে ব্যতীত এত মূল্যবান হার সাধারণ স্ত্রীলোক কখনও ব্যবহার পরিতে পারে না।

পাল্কি দেখিয়া সকলেই স্পষ্ট বুঝিলেন যে, এই পাল্কিমধ্যে এক লোমহর্ষণকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। পাল্কিতে যে সকল দ্রব্য পাওয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পাল্কিতে একটী স্ত্রীলোক ছিলেন,—একটী পুরুষও যে,—হয় পাল্কিতে ছিলেন,—বা পাল্কির নিকট আসিয়াছিলেন,—তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

এই পাল্কিতে কি হইয়াছে,—রক্ত দেখিলে খুনই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়,—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি ঘটিয়াছে,—তাহা বুঝিবার উপায় নাই! শিশুটী কাহার কন্যা,—তাহার জননীই

বা কে, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই! পাল্কিখানি ভাড়াটিয়া পাল্কি নহে,—ভাড়াটিয়া হইলে, পাল্কির গায় নম্বর লিখিত থাকিত,—সুতরাং—এই পাল্কি এই বাগানে কাহারা আনিয়াছিল,—তাহাত জানিবার উপায় নাই!

কমিসনার, সুপারিণ্টেণ্ড, ইন্স্পেক্টর সকলেই বুঝিলেন যে, ব্যাপার সহজ নহে,—এ রহস্য ভেদ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।

তবে শিশু আছে,—সাড়ী, জামা, ছড়ি, ছোরা আছে,—সূত্রের অভাব নাই;—এই সকল সূত্র ধরিয়া, এ রহস্য ভেদ করা নিতান্ত কঠিন হইবে না।

পুলিশ পাল্কি সহ সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া থানায় প্রস্থান করিলেন। জনতার লোক বহুক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া, এ বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিল,—তৎপরে ক্রমে ক্রমে জনতার লোক একে একে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খুকুমণি।

"ওগো দাই,—খুকিটীকে এই দিকে আন দেখি।"

কলিকাতা পুলিশের প্রধান ডিটেক্টিভ রায় বাহাদুর,—তাঁহার সুদক্ষতার জন্যই তিনি সরকার হইতে এ উপাধি পাইয়াছেন। উপাধি লাভ হইতে তাঁহার নাম চাপা পড়িয়া গিয়াছে,—তিনি রায় বাহাদুর নামে খ্যাত হইয়াছেন।

যখন কোন ব্যাপারের কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না,—তখন সেই সময়ে রায় বাহাদুরের ডাক পড়িত,—সেই

সকল দুষ্কর দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইত,—সকলেই জানিত,—কঠিন ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে হইলে,—রায় বাহাদুর ব্যতীত সে কার্য্য সাধনে আর কাহারও সাধ্য নাই।

রায় বাহাদুর নিজ আফিসের ঘরে টেবিলের উপব পা ছড়াইয়া চিন্তিত মনে বসিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পা গুটাইয়া লইয়া ডাকিলেন, "ও গো দাই, খুকিটীকে এইদিকে আন দেখি।"

বিডন গার্ডেনেব ব্যাপার রায় বাহাদুরের হস্তে আসিয়াছে, প্রায় দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে,—এ সম্বন্ধে কেহই কিছু করিতে পারেন নাই। পাল্কি, সাড়ী, সার্ট, ছোরা, ছড়ি, খুকি,—এ সকলের একটীবও কোন সন্ধান হয় নাই?

খুকিটী হাসপাতালের চিকিৎসায় বাঁচিয়া গিয়াছে। দুধেব সহিত কে তাহাকে সামান্য পবিমাণ আফিম খাওয়াইয়াছিল, আব একটু বেশী হইলে, সে বাঁচিত না,—সুতরাং তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখাই উদ্দেশ্য,—তাহাকে প্রাণে মারিবার ইচ্ছা ছিল না। ইহা একরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত,—আর কিছুই কেহ জানিতে পারে নাই। কলিকাতা পুলিশের অন্যান্য রথীগণ পরাভব স্বীকার করায়, ব্যাপার অবশেষে রায় বাহাদুরের হস্তে আসিয়াছে।

খুকি পুলিসের হস্তেই লালিতপালিত হইতেছে। তাহাব লালনপালনের ভাব কমিশনার সাহেব এক দায়েব উপর দিয়াছেন,—দাই ভাল মাহিনা পাইতেছে,—কোন কিছুরই

অভাব নাই,—সরকারি টাকা,—সুতরাং সে খুকিকে খুব যত্নেই রাখিয়াছে।

এই দাইকে রায় বাহাদুর খুকি আনিতে বলিলেন।

দাই খুকিকে কোলে লইয়া, রায় বাহাদুরের সম্মুখে আনিল। রায় বাহাদুর হাস্যমুখী খুকিকে লইয়া, আদর করিয়া, তাঁহার সম্মুখে টেবিলে বসাইয়া দিলেন। তাহার খেলার জন্য একটা সুন্দর কাগজ-চাপা তাহার হাতে দিলেন। খুকি তাহা দুই হস্তে ধরিয়া মুখে দিল।

রায় বাহাদুর তাহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়ে, মনে মনে বলিলেন, "এমন সোণারচাঁদ খুকি বাপু গরীবের ঘরে হয় না। অথচ বড় লোকের ঘরের একটা মেয়ে হারাইল, কেহ এ পর্য্যন্ত একবার খোঁজ পর্য্যন্ত করিল না! সংসার অদ্ভুত স্থান। ইহার মা নিশ্চয় মারা গিয়াছে! মায়ের প্রাণ,—হাজার খারাপ হইলেও,—মায়ের প্রাণ,—সে মারা না গেলে,—নিশ্চয়ই মেয়ের সন্ধান লইত। অনেকানেক রহস্য ভেদ করিয়াছি,—এ বয়সে,—অনেক দেখিয়াছি,—কিন্তু এ ব্যাপারটা দেখিতেছি, সকলকে হারাইয়াছে! কি আপদেই পড়িলাম।"

খুকি কথা কহিতে এখনও শিখে নাই,—কেবল মধুর অস্ফুট শব্দ করিত। তাহার হাত হইতে কাগজ-চাপা পড়িয়া গেলে, সে এক মিষ্ট শব্দ করিয়া উঠিল,—রায় বাহাদুর তাহার গবেষণা বন্ধ করিয়া, সত্বর তাহার হাতে কাগজচাপা তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "খুকুমণি! খুকুমণি! এই যে,—এই যে, দেও মুখে,—তুমি কার খুকুমণি,—আমার?"

খুকি আবার কাগজ-চাপা লইয়া খেলা আরম্ভ করিল। তখন রায় বাহাদুর দাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাই! এ কাহার মেয়ে বলিয়া বোধ হয়?"

দাই বলিল, "দারোগা বাবু! তা কেমন করিয়া বলি? তবে এমন সোণারচাঁদ,—ছোট লোকের ঘরে হয় নি।"

"কিছু বলে?"

"ওমা! দেড় বছরের বাছা,—ও কি বল্‌বে?"

"তবে উপায়?"

দাই হাসিয়া বলিল, "দারোগা বাবু খুব লোক,—তবে আপনি আছেন কি জন্যে! মায়ের বাছা,—মায়ের কাছে দিয়ে পাঠান।"

রায় বাহাদুর দীর্ঘনিশ্বাশ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দাই। তাইতো ভাবিতেছি,—খুকুমণি! খুকুমণি! তুমি কি বল? তুমি যদি কথা কহিতে পারিতে,—তাহা হইলে, সম্ভবমত জনকত সংসারের ভার সংসার হইতে দূর হইত। খুকুমণি! তুমি যখন কথা কহিতে শিখিবে,—ততদিন আমি এ মোকদ্দমার কিনারা করিতে না পারায়, বরিতরফ হইয়া যাইব।"

দাই বলিয়া উঠিল, "কি বলেন, দারোগা বাবু?"

রায় বাহাদুর ঘোর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর কি বলেন? একটা খেঁই খুঁজিয়া পাইতেছি না! আর বলি আমার মাথা!"

দাই রায় বাহাদুরের কথায় হাসিতে লাগিল,—বলিল "খুকি কে নিয়ে যাব?"

রায় বাহাদুর মুখ বিকৃত করিয়া হতাশস্বরে বলিলেন,

"কাজেই! ইহার চাঁদপানা মুখ দেখিলে, আমার মামলার কিনারা হইবে না।"

এই বলিয়া রায় বাহাদুর খুকির মুখের নিকট তাঁহার মুখ লইয়া মুখভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও খুকুমণি,—তুমি কার মেয়ে,—আমার খুকুমণি—আমার খুকুমণি?"

খুকুমণি হা হা করিয়া মধুরহাসি হাসিয়া উঠিল। রায় বাহাদুরের মুখ ভঙ্গি দেখিয়া, তিনি হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া, হাসিতে হাসিতে দাই খুকীকে কোলে তুলিয়া লইয়া পালাইল।

রায় বাহাদুর চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া, কড়ির দিকে চাহিয়া শীশ দিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

বহুক্ষণ রায় বাহাদুর নীরবে বসিয়া রহিলেন,—তৎপরে টেবিলের দক্ষিণদিকের দেরাজ টানিয়া, একখানি ছোরা বাহির করিলেন। এ সেই ছোরা!

কিয়ৎক্ষণ ছোরাখানি নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি বলিলেন, "বাবু,—তুমি কাহার হস্ত শোভা করিয়াছিলে? কথা কহিতে যদি পারিতে, তাহা হইলে আমাদের এত কর্ম্মভোগ হইত না। সন্ধানে জানিলাম,—তুমি দিল্লিতে প্রস্তুত হইয়াছ—দিল্লির লোকে বলে হাজার হাজার এমন ছোরা প্রতিবৎসরে বিক্রয় হয়,—এখানি কে কোন দোকান হইতে কিনিয়াছে—কিরূপে বলিব?

তাহা হইলেই এইখানে দাঁড়ি পড়িল। আচ্ছা থাক, তুমি এইখানে।”

তিনি ছোরা দেরাজে রাখিয়া, ছড়িখানি টানিয়া বাহির করিলেন। বলিলেন, “বাপু, হে ছড়ি,—তুমি ছোরা হইতে কতক ভাল,—যেহেতু তোমার গায়ে দোকানের ছাপ ছিল, দোকানদার বলে, “কে কিনিয়াছে, ঠিক বলিতে পারি না, তবে বোধ হয়, একজন ইহুদি।” কি মুস্কিল।

তিনি বামহস্তে দেরাজ হইতে সার্টটী বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন,—“গলা বার,—হাত তের,—সুতরাং যুবাপুরুষের জন্য,—বয়স বাইশ তেইশ,—রোগা নয়,—মোটাও নয়,—দুহাবা,—কিন্তু মহাত্মাটী কে? কলিকাতার এক কোণ হইতে অন্য কোণের দোকানে দোকানে গিয়াছি,—সকলেই বলে,—এ সেলাই তাহাদের কাহারও নহে,—কোন পাড়া গাঁয়ের। ওরে,—পেঁড়োর মোশরা,—ভারতবর্ষে কি এক দুইটা পাড়াগাঁ আছে যে, যাব আর দরজিটাকে ধরিব। থাক উপস্থিত।”

এই বলিয়া, তিনি সার্টটী রাখিয়া, সাড়ীখানি বাহির করিলেন, “সাড়ী,—বাপু তোমারও ঠিক জামার অবস্থা! এ সাড়ী এ দেশে কেহ পরে না,—কলিকাতার কোন দোকানে বিক্রয় হয় না। সিংহল দেশেই কেবল এ সাড়ী প্রস্তুত হয়,—সেই দেশেই বিক্রয় হয়। এ বৃদ্ধবয়সে সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া, কি লঙ্কায় যাইতে হইবে?”

কাপড়খানি দেরাজে বন্ধ করিয়া, রায় বাহাদুর টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া, উর্দ্ধমুখ হইয়া বলিলেন, “তাহার পর

ধোপার দাগ পর্য্যন্ত নাই! সকল দোকানদারেই বলে,—এ কাপড়,—এ সার্ট নূতন,—আন্‌টাটকা নূতন,—বোধ হয়, কেবল একবার মাত্র কেহ ইহা পরিয়াছে! তবে তো আমার মোকদ্দমার সব কাজই হইল।”

“অন্যান্য ব্যাপারে সূত্র পাইলাম না,—কোন কিছু পাইলাম না বলিয়া, দুঃখ করিতে হয়,—এ ব্যাপারে একটা নয়, চার চারিটা জিনিষ,—যথা, ছড়ি, ছোরা, সাড়ী, সার্ট উপস্থিত রহিয়াছে,—কেবল ইহাই নহে,—একটা জলজীয়ন্ত খুকি পাওয়া গিয়াছে,—একখানা ৪ হাত লম্বা, আড়াই হাত প্রস্থ পাল্কি পাওয়া গিয়াছে,—আর এই দুই মাস কাটিয়া গেল,—ইহার একটা বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতে পারিলাম না। আমাদের যে বাহিরের লোকে আকাট মূর্খ—কেবল ঘুষে পোক্ত বলে,—তাহা মিথ্যা নহে। কলিকাতা সহরে বিডন গার্ডেনে কত পাহাবাওয়ালার মধ্যে এই সব রাখিয়া গেল,—কেহ জানিল না,—খুন হইল,—রাহাজানি হইল,—গুমি হইল,—না আমার, সপিণ্ডকরণ হইল,—তাহার কিছুই বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিতেছি না,—ধিক্! মৃত্যুই ভাল।”

এই বলিয়া, রায় বাহাদুর বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বহুক্ষণ তিনি গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন,—সহসা বলিয়া উঠিলেন, “একটা সূত্র চোখের উপর বহিয়াছে, আব আমি সেটা দেখিয়াও দেখিতেছি না।”

তিনি আবার দাইকে ডাকিলেন,—সে খুকিকে কোলে করিয়া, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তিনি বলিলেন, “খুকি এইখানে থাকুক,—আমি খুকির

সঙ্গে খেলা করিব,—তুমি অর্দ্ধঘণ্টা পরে আসিয়া, ইহাকে লইয়া যাইও।”

দাই কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—সে রায় বাহাদুরের কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিল যে, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে,—এরূপ লোকের কাছে খুকিকে একলা রাখিয়া যাওয়া উচিত কিনা,—তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। তবে রায় বাহাদুর ডিটেক্‌টিভ বিভাগের বড় বাবু,—হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা,—সে তাঁহার কথার উপর কথা কহিতে পারিল না। ধীরে ধীরে কোন কথা না কহিয়া, সে ঘর ত্যাগ করিয়া গেল।

খুকির গলায় একটী ছোট মাদুলী ছিল,—দাই যাইবামাত্র তিনি সেই মাদুলীটী খুলিয়া লইলেন,—খুকির হস্তে একখানি বিস্কুট দিয়াছিলেন,—খুকি বিস্কুট লইয়াই ব্যস্ত ছিল। মাদুলী কে লইতেছে না লইতেছে, দেখিল না।

রায় বাহাদুর ছুরি দিয়া, মাদুলীর একদিক খুলিয়া ফেলিলেন,—তাহার ভিতর হইতে এক টুকরা ছোট কাগজ বাহির করিয়া, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিলেন। তৎপরে যেখানকার কাগজ সেইখানে রাখিয়া, মাদুলী ঠিক করিয়া, খুকির গলায় পরাইয়া দিলেন।

দাইকে ডাকিয়া, খুকিকে তাহার নিকট দিয়া, তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এরূপ গুরুতর সমস্যায় রায় বাহাদুর এ পর্য্যন্ত আর কখনও পড়েন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাবাঠাকুরের আস্তানা।

খড়দহে এক বাবাঠাকুরের আস্তানা আছে, কাহারও ছেলে হইয়া না বাঁচিলে, লোকে এই বাবাঠাকুরের পূজা দিত। বাবাঠাকুর মৃতবৎসার একমাত্র সহায় ছিলেন। রায় বাহাদুর খড়দহে এই বাবাঠাকুরের পুরোহিতের সন্ধানে আসিলেন।

পুরোহিতকে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার বাহির করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। পুরোহিত বৃদ্ধ,—দেখিলে ভক্তি হয়।

রায় বাহাদুর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, নিকটে বসিয়া বলিলেন, "আপনার নিকট একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম।"

"কি বলুন ?"

"আপনার এখানে অনেকে পূজা দিতে আইসে ?"

"অনেক।"

"সকলকেই কি আপনি মাদুলী দেন,—সকলেই কি মাদুলীর জন্য আইসে ?"

"না,—অনেকে বাড়ীতেই মানসিক করে,—ছেলে হইলে, এখানে বাবার কাছে আসিয়া, চুল দিয়া পূজা দিয়া, চলিয়া যায়।"

"তবে মাদুলী কাহারা লয় ?"

"খুব কম,—যাহাদের ছেলে হইয়া, কিছুতেই বাঁচে না,—তাহারাই মাদুলী চায়।"

"আমার একটী আত্মীয়া, আপনার এখান হইতে একটী মাদুলী লইয়াছিলেন।"

"হবে।"

"তাহার একটী মেয়ে হইয়াছিল,—সেই মেয়েটী চুরি গিয়াছে।"

"বটে! কে চুরি করিয়াছে?"

"তাহাই আমি সন্ধান করিতেছি।"

"আপনার আত্মীয়টী কে?"

"আপনার তাহার কথা মনে হইতে পারে।"

"সম্ভব—মাদুলী—সকলে লয় না,—কত দিন হইবে।"

"এই বছর দুই——"

"কোথায় বাড়ী?"

রায় বাহাদুর মহা মুস্কিলে পড়িলেন। সত্বর বস্ত্র মধ্য হইতে সাড়ীখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি,—এই কাপড়খানি তাহার পরা ছিল কিনা?"

কাপড়খানি দেখিয়াই পুরোহিত মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ—হাঁ—এ কাপড় আমার ঠিক মনে আছে! এ রকম কাপড় এ দেশে পাওয়া যায় না,—তাহাই আমার ঠিক মনে আছে।"

"তাহা হইলে তাহার এই কাপড় পরা ছিল—না?"

"হাঁ,—দুই বৎসরের উপর হইল,—তাঁহারা আসিয়াছিলেন, ঠিক মনে পড়িয়াছে,—ছেলে হইয়া হইয়া মরিয়া যায় বলিয়া, আমি তাঁহাকে মাদুলী দিয়াছিলাম।"

"তাঁহার সঙ্গে আর কে ছিল?"

"তাঁহার স্বামী—আর একটা হিন্দুস্থানী চাকরাণী!"

"হাঁ—ঠিক হইয়াছে,—আমার আত্মীয়ই বটে! অনেক

দিন হইতে তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইতেছি না,—তাঁহারা এখন কোথায় আছেন জানেন?"

"মনে পড়িয়াছে,—তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের ঠিকানা দিয়া গিয়াছিলেন,—আমার খাতায় লেখা আছে—বসুন,—দেখি।"

এই বলিয়া তিনি ভিতরে গিয়া একখানা খাতা লইয়া আসিলেন। অনেকক্ষণ পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "এই পাইয়াছি—অমরেন্দ্রনাথ রায়, ১২ নং দর্জ্জিপাড়া—তাহা হইলে তাঁহার একটী মেয়ে হইয়াছিল। ছেলে হইলে তাঁহারা পূজা দিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন,—সে বারেও আমাকে যথেষ্ট দিয়া গিয়াছিলেন।"

"তাঁহারা বড় লোক——"

"তাহা দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম।"

"তাঁহাদের আর আপনি কোন সন্ধান পান নাই।"

"না,—তাঁহাদের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম,—আপনি বলিলেন বলিয়া মনে পড়িল।"

"তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হয়—আপনাকে সম্বাদ দিব।"

এই বলিয়া রায় বাহাদুর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পার্শেল।

গৃহে না ফিরিয়া রায় বাহাদুর প্রথমেই ১২ নং দর্জ্জিপাড়ার সন্ধানে চলিলেন।

সেই বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন বাড়ীর দ্বারে কুলুপ বন্ধ, উপরে লিখিত, "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে।"

খড়দহে গিয়া তাঁহার হৃদয় আশায় পূর্ণ হইয়াছিল,—ভাবিয়াছিলেন এত দিনে কতক পথ পাওয়া গিয়াছে,—এক্ষণে এই বাড়ী বন্ধ দেখিয়া বিরক্তে ভ্রুকুটি করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "ভারি যন্ত্রণায়ই পড়িলাম। শেষ এই বয়সে গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া, গাধার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল।"

পার্শ্বের বাড়ীর রোয়াকে দুই তিনজন ভদ্রলোক বসিষা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন দেখিয়া, তিনি তাঁহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "এই বাড়ীতে আমার একটী আত্মীয় ছিলেন, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন জানেন?"

"অমরেন্দ্র বাবু?"

"হাঁ,—আমি জানিতাম তিনি এই বাড়ীতেই আছেন।"

"তিনি দুই মাসের উপর হইল, এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।"

দুই মাসের উপর বিডন গার্ডেনে পাল্কি পাওয়া গিয়াছিল, সে তারিখ তাঁহার নোট বহিতে লিখিত আছে,—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে তাঁহারা ঠিক উঠিয়া গিয়াছেন, বলিতে পারেন?"

"তা ঠিক মনে নাই! কে কাহার অত খবর রাখে?"

"কোথায় গিয়াছেন জানেন?

"অমরেন্দ্র বাবু পশ্চিমে থাকেন,—তিনি দিনকতকের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, আবার পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছেন।"

"পশ্চিমে কোথায় থাকেন জানেন কি?"

"তার খবর লই নাই। শুনিয়াছি দিল্লি থাকেন।"

"তাঁহাদের কাছে একটা হিন্দুস্থানী দাসী ছিল কি?"

"মহাশয়,—আপনি এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? কলিকাতা সহরে কে কাহার বিশেষ খবর রাখে? একজন হিন্দুস্থানী দাসী ছিল বটে!"

ইহাদের আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা বিবেচনা করিয়া, রায় বাহাদুর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চিন্তিতমনে বিডন ষ্ট্রীট পোষ্ট আফিসে আসিলেন। পোষ্ট মাষ্টারের সম্মুখে নিজ নামের কার্ডখানি ধরিলে, তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, "আসুন—আসুন—ভিতরে আসুন।"

রায় বাহাদুর ভিতরে গিয়া পোষ্ট মাষ্টারের পার্শ্বস্থ চেয়ার খানি টানিয়া লইয়া বসিলেন, তৎপরে বলিলেন, "একটা সামান্য অনুসন্ধানের জন্য আপনার নিকট আসিলাম।"

"বলুন—কি জানিতে চাহেন?"

"১২ নং দর্জ্জিপাড়ায় অমরেন্দ্রনাথ রায় বলিয়া একটী ভদ্র-লোক ছিলেন,—তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন,—আমাদের—তাঁহাকে একটু দরকার হইয়াছে——"

পোষ্ট মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন, "তহবিল তসরূপ—জাল—"

"না—তাহা নহে।"

"তবে লোকটা কি করিয়াছে—"

"পরে জানিতে পারিবেন—এখন না জানাই ভাল—"

"না—না—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না। জানি—এ সকল বলিবার নিয়ম আমাদের নাই।"

"দেখুন দেখি ইনি এখান হইতে যাইবার সময় আপনাদের ডাক ঘরে তাঁহার ঠিকানার পবিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন কিনা ?"

"সম্ভব এখনই দেখিতেছি।"

এই বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার উঠিয়া একটী সেল্ফ হইতে কতক-গুলি কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন,—অবশেষে বলিলেন, "হা,—তিনি তাহার ঠিকানা পরিবর্ত্তনের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রায় দুই মাস আগে।"

"হা—ঠিকই হইয়াছে। কোথায় তাহার চিঠিপত্র পাঠাইতে লিখিয়াছেন ?"

"খাটরা মহল্লা—দিল্লি।"

"তাঁহার পত্রখানা আমি পাইতে পারি ?"

"অবশ্য আপনি রসিদ দিয়া লইলে আমি দিতে বাধ্য।"

"রসিদ অবশ্যই দিব।"

পোষ্ট মাষ্টার তাঁহার হস্তে চিঠিখানি দিলে, রায় বাহাদুর তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া সাবধানে নিজ নোট বইয়ে রাখিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ইহাতেই কাজ হইবে,—বিরক্ত করিলাম, কিছু মনে করিবেন না,—সরকারী কাজ।"

পোষ্টমাষ্টার ত্রস্তে বলিলেন, "না—না—এ কথা বলিবেন না।"

রায় বাহাদুর বাসায় আসিয়া মনে মনে বলিলেন, "একেবারে অন্ধকারে ঘুরিতেছিলাম,—এখন কতক কিনারা পাইলাম। অন্ততঃ খুকির মা বাপের সন্ধান বোধ হয় হইল!"

তিনি গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে একটা সরু লম্বা ডাক পার্শেল ধরিয়া বলিল, "এই মাত্র ডাকওয়ালা এটা দিয়া গিয়াছে।"

পার্শেল!—পার্শেল তাঁহাকে কে পাঠাইল? তিনি দেখিলেন, পার্শেলটী প্রায় দেড়হস্ত লম্বা,—অথচ পাঁচ সাত আঙ্গুলের বেশী চওড়া নহে। ইহাতে কি আছে?

তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পার্শেলটী দেখিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, এটী বড়বাজারের ডাকঘরে গত কল্য ডাকে দেওয়া হইয়াছে! প্রেরকের নাম গয়াগঙ্গা গদাধর! ঠিকানা ১০১ নং বাঁশতলা গলি।

আশ্চর্য্য নাম!—মানুষের এরূপ নামও আছে,—তবে হিন্দুস্থানিদিগের নামের কোন ঠিকানা নাই,—তাহাদের যে কি নাম নাই,—তাহা বলা যায় না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রায় বাহাদুর পার্শেলটী খুলিতে আরম্ভ করিলেন।

মোমজামের নিম্নে কাঠের বাক্স। কাঠের বাক্সের একদিককার ডালা খুলিয়া তিনি দেখিলেন, বাক্সের ভিতর একটা কি দ্রব্য কাগজে জড়ান রহিয়াছে।

তিনি কাগজগুলি খুলিতে আরম্ভ করিলেন।

সহসা "বাপ্" বলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার হস্ত হইতে সেই দ্রব্য ভূমে পতিত হইল।

সে একখানি বিশুষ্ক হস্ত। ঠিক কনুই পর্য্যন্ত;—বোধ হয় রৌদ্রে এই ভয়াবহ হাত কেহ শুখাইয়া রাখিয়াছিল!

সেই হস্তের কব্জাতে লাল সূতায় একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজ, তাহাতে লিখিতঃ—

"রায় বাহাদুর মহাশয়।

"আপনি যাহাকে খুঁজিতেছেন,—তাহার কিয়দংশ আপনাকে পাঠাইলাম।

"গয়া-গঙ্গা গদাধর।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পার্শেলের অনুসন্ধান।

রায় বাহাদুর প্রায় বিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করিতেছেন, গোয়েন্দাগিরি করিয়া চুল পাকিয়া গিয়াছে;—কিন্তু এ পর্য্যন্ত এরূপ ভয়াবহ শুষ্ক হস্ত তিনি আর কখনও জীবনে দেখেন নাই।

তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া দুরাত্মাগণ এইহাত পাঠাইয়া দিয়াছে। ডাকে পার্শেল করিয়া পাঠাইয়াছে,—কি ভয়ানক!

তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বদমাইশ মাত্রেই তাঁহার নামে ডরাইত,—তিনি এই ব্যাপ্যারে বুঝিলেন যে, এখন তিনি তাঁহাদের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

তিনি আরও বুঝিলেন, এই ব্যাপারে একদল মহা বদমাইশ লোক আছে,—তাহারাই কাহাকে খুন করিয়া শিশুকে অজ্ঞান অবস্থায় পাল্কিতে রাখিয়া, গা ঢাকা দিয়াছে?

পূর্ব্বে তিনি মনে মনে বুঝিয়াছিলেন যে, এতদিন যে সকল রহস্য তিনি ভেদ করিয়াছেন,—এ ব্যাপার তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন;—এখন বুঝিলেন যখন বদমাইশগণ সকল খবরই রাখিতেছে;—তখন ইহা আরও কঠিনতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শক্তে শক্তে লড়াই! শেষে কি এ বয়সে তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইল।

তিনি শুষ্ক হস্ত তুলিয়া লইলেন। ইহাতে তাঁহার ন্যায় লোকেরও হাত কাঁপিল,—তিনি হাতখানি টেবিলের উপর রাখিলেন,—বহুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—পরে উহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিশেষ করিয়া দেখিলেন। তৎপরে পূর্ব্বে যেরূপ ইহা কাগজ জড়ান ছিল,—সেইরূপ কাগজে জড়াইলেন। ইহার উপর আর একখানি সাদা কাগজ জড়াইয়া তিনি হাত-দেরাজ মধ্যে বন্ধ করিলেন।

কাগজ কলম লইয়া তিনি দিল্লির পুলিশে এক পত্র লিখিলেন। খাটরা মহল্লায় অমরেন্দ্রনাথ রায় নামক কোন লোক বাস করেন কিনা,—যদি ঐরূপ লোক কেহ থাকেন, তবে তিনি কতদিন দিল্লি আছেন, কি করেন,—কিরূপ লোক, তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত সম্বাদ অনুসন্ধান করিয়া অনতিবিলম্বে যেন তাঁহাকে জানান হয়। কোন গুরুতর অনুসন্ধানের জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার নিকট একজন হিন্দুস্থানী দাসী ছিল কি না,—ইহার কোন কন্যা হইয়াছে কিনা—এ বিষয়েরও যেন অনুসন্ধান করা হয়। এইরূপ অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য দিল্লির পুলিশে অনুরোধ করিয়া রায় বাহাদুর পত্র লিখিলেন। তৎপরে স্বয়ং পত্র ডাকে দিতে চলিলেন।

নিজহস্তে পত্র ডাকে দিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন,— বাঁশতলার গলিতে আসিয়া দেখিলেন একশ এক নম্বরের বাড়ী আদৌ নাই। তিনি বাঁশতলার প্রত্যেক বাড়ীতে অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন,—গয়া-গঙ্গা গদাধরের নাম শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল, তাঁহাকে উন্মাদ স্থির করিল,— নিতান্ত ভদ্র বেশ ভূষা ছিল বলিয়া, কেহ তাঁহাকে প্রকাশ্যে উপহাস করিল না।

"আমার বোঝাই উচিত ছিল যে, বদমাইসেরা প্রকৃত নাম ঠিকানা দেয় নাই; তবে এটা স্থির ইহারা কলিকাতায়ই আছে,—তা না হইলে বড়বাজারের ডাকঘরে হাতখানা পার্শেল করিতে পারিত না। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তেরা—ইহার দেহের অন্যান্য অংশ কি করিল? হয়তো এইরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া কোন থানে লুখাইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে! কি ভয়ানক! মানুষ এতদূর ও হইতে পারে। অনেকানেক বদমাইশ দেখিয়াছি, এমন বদমাইশ আর দেখি নাই"!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি বড়বাজার পোষ্ট আফিসে আসিলেন। নিজ পরিচয় দিয়া পোষ্ট মাষ্টারকে পার্শেলের মোড়কটী দেখাইলেন,—বলিলেন, "আমি এই পার্শেলটী আমার নামে কে পাঠাইয়াছিল,—তাহারই অনুসন্ধান করিতেছি।"

পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন, "কেন,—প্রেরকের নামতো লেখাই আছে।"

"দেখিতেছেন কি নাম?"

"গয়া-গঙ্গা গদাধর?"

"বাঁশতলা গলিতে ১০১ নম্বর বাড়ী নাই,—তাহার পর,

বাঁশতলার গলির সব বাড়ীই অনুসন্ধান করিয়াছি,—নাম বলায় সকলে যে হাসিয়াছে,—তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন।”

পোষ্ট মাষ্টার বাবু হাসিয়া বলিলেন, “এখন তাহাই দেখিতেছি। গয়া-গঙ্গা গদাধর মানুষের নাম হয় না।”

“তাহা আমি জানি। তাহারা যাহা আমাকে পাঠাইয়াছে, তাহা আপনার শুনিয়া কাজ নাই। তাহারা মিথ্যা নাম ঠিকানা যে দিবে, ইহা বোঝাই উচিত। আমি সে সন্ধান করিতেছি না। কে এই পার্শেলটী ডাকঘরে দিয়াছিল, তাহাই আমি জানিতে চাহি।”

“এখানে এত পার্শেল আইসে যে, কে কোনটী দেয়, তাহা ঠিক রাখা বা বলা অসম্ভব—তবে পার্শেল ক্লার্ককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

“তাহাই করুন।”

পোষ্ট মাষ্টার বাবু পার্শেল ক্লার্ককে ডাকিয়া মোড়কটী দেখাইয়া বলিলেন, “এ পার্শেলটী কে দিয়াছিল মনে পড়ে?”

তিনি বলিয়া উঠিলেন, “খুব মনে পড়ে। কাল একটার সময় একটী স্ত্রীলোক এ পার্শেল ডাকে দিতে আইসে।”

„কেমন করিয়া মনে রাখিলে? কত পার্শেল আসিতেছে।”

“এই অদ্ভুত নামের জন্যে,—গয়া-গঙ্গা গদাধব নাম দেখিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়াছিলাম।”

“তাহার চেহারা কি রকম?”

“হিন্দুস্থানী বুড়ী,—খুব মোটা;—লাল একখানা কাপড় পরা ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কার নাম!” সে বলিল, “আমার মনিবের।”

"মানুষের এ নামও থাকে?"

"তার বাপ মাকে জিজ্ঞাসা করো,—না নেও বলো,—পোষ্ট মাষ্টারকে বলি।"

"এতে কি আছে?"

"আমার মনিবকে জিজ্ঞাসা করে এসো।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তাহা হইলে এই স্ত্রীলোক কড়া কড়া শুনাইতেছিল।"

"হা—কোন বড় গদির চাকরাণী বলিয়া আমি পার্শেলটী লইয়া তাহাকে রসিদ দিলাম—সে চলিয়া গেল।"

"যান,—ইহাতেই হইবে," বলিয়া, রায় বাহাদুর পোষ্ট আফিস হইতে বাহির হইলেন, পথে আসিয়া মনে মনে বলিলেন, "দলে স্ত্রীলোকও আছে। তাহাইতো ভাবিতেছিলাম, গুণবতী স্ত্রীলোক দলে না থাকিলে, এ সকল কার্য্য সম্ভব নহে। যখন মহাত্মারা কলিকাতায় আছেন,—তখন রায় বাহাদুরের মুষ্টির ভিতর শীঘ্রই আসিতে হইবে। অন্ততঃ আরও দুইটা সূত্র হাতে আসিয়াছে। তবে এ ব্যাপারে সূত্রের অভাব নাই। অন্য ব্যাপারে সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে হইয়াছে,—এই ব্যাপারে সূত্র অযাচিত ভাবে স্কন্ধে আসিয়া পড়িতেছে—সূত্র এক নম্বর পাল্কি,—দ্বিতীয় নম্বর সাড়ী,—তাহার পর সার্ট,—তাহার পর ছড়ি,—পরে ছোরা,—পরে হার,—পরে জীবন্ত খুকি—ক্রমে হাত হাসিয়া তাহাদের সহিত মিলিয়াছে—সূত্রের উপর সূত্র, শুষ্ক হাতে আব দুই সূত্র মিলিল—প্রথম হাতে যে রকম উল্কি রহিয়াছে, তাহাতে এ কোন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের হাত নহে। দ্বিতীয়,—গয়া-গঙ্গা গদাধর কোন গয়ার লোক ব্যতীত সহজে অন্যের মনে হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাৎ।

দশদিন পরে রায় বাহাদুর দিল্লি হইতে এই পত্র পাইলেন :—

"মহাশয়,—

আপনার পত্রানুযায়ী অমরেন্দ্রনাথ রায়ের সন্ধান লইয়াছি। তিনি অনেকদিন হইতে দিল্লিতে আছেন। তাঁহার পিতা কনট্রাকটারি কাজ করিয়া অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে একজন বড়লোক বলিয়া গণ্য। সকলেই তাঁহাকে খুব ভাল লোক বলিয়া জানে।

তাঁহার বাড়ীতে অনেক দাস দাসী,—সকলেই হিন্দুস্থানী।

তাঁহার কোন কন্যা কখনও হারায় নাই ;—অন্ততঃ তিনি এই কথা বলিলেন,—কিন্তু তাঁহাব ভাবে সন্দেহ হওয়ায়, আমরা গোপনে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম,—কিন্তু বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই—তবে কেহ কেহ বলে যে, তিনি কয়মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় গিয়াছিলেন,—যখন যান, তখন তাঁহার সঙ্গে তাঁহার এক বৎসর বয়স্কা এক কন্যা ছিল,—যখন তিনি ফিরিয়া আইসেন, তখন এই কন্যা তাঁহার সঙ্গে ছিল না। আমরা এ সম্বন্ধে আরও সন্ধান লইতেছি।"

রায় বাহাদুর বহুক্ষণ পত্র খানি সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কি করিবেন তাহা সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। এরূপ গোলযোগে ব্যাপারে তিনি আর কখনও পড়েন নাই।

এই সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একজন ভদ্র-লোক দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

রায় বাহাদুরের নিকট অনেক লোকই আসিয়া থাকে। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "এইক্ষণে ডাকিয়া দেও।"

একটী যুবা পুরুষ—বাঙ্গালী,—ভদ্রবেশ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মহাশয় নমস্কার,—অনেক দিন হইল আপনার নাম শোনা ছিল,—আলাপ ছিল না।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "বসুন,—মহাশয়ের নিবাস কি কলিকাতায়?"

"না—আমি দিল্লি থাকি।"

রায় বাহাদুর দিল্লির কথায়ই ভাবিতেছিলেন, একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দিল্লিতে থাকেন? অমরেন্দ্রনাথ রায় বলিয়া একটী ভদ্রলোককে চিনেন?"

"আমারই নাম অমরেন্দ্রনাথ রায়।"

"আপনার পিতাই কি কনট্রাকটারি করিতেন?"

"হা—সেই পর্য্যন্ত আমরা একরূপ দিল্লিবাসী হইয়া গিয়াছি।"

রায় বাহাদুর সাবধানী লোক,—সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করেন না,—অনেকক্ষণ ভদ্রলোকটীর মুখের দিকে বঙ্কিমনেত্রে দেখিতে লাগিলেন,—তাহার পর বলিলেন, "মহাশয়ের সহিত আলাপ হইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?"

"আপনি দিল্লির পুলিসকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন?"

"হা—তাহাদের উত্তরও পাইয়াছি।"

"তাহারা আপনাকে কি লিখিয়াছে শুনিতে পাই?"

"গোপনীয় অনুসন্ধান কাহাকে বলিবার আমাদের অনুমতি নাই।"

"আপনি আমার সন্ধান লইতেছিলেন?"

"হা—আপনি যখন শুনিয়াছেন, তখন বলিতে আপত্তি নাই।"

"আমার একটী কন্যা যথার্থই হারাইয়াছে।"

"কোথায়?"

"তাহা ঠিক বলিতে পারি না। আমরা এখান হইতে দিল্লি যাইতেছিলাম। সঙ্গে একটী হিন্দুস্থানি দাসী ছিল। গাড়ীতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম,—ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম গাড়ীতে দাসী নাই,—আমার কন্যাও নাই। সে কোন ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছিল,—তাহা বলিতে পারি না। অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম,—কিন্তু তাহার বা আমার কন্থার কোন সন্ধান পাই নাই। আপনারা কি সে কন্যার সন্ধান পাইয়াছেন?"

রায় বাহাদুর চিন্তিত হইলেন। এই লোকটা অপরিচিত, এ প্রকৃত অমরেন্দ্র রায় কিনা,—তাহা ঠিক বলা যায় না। সুতরাং সহসা ইহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে।

তিনি বলিলেন, "আমরা একটী কন্যা পাইয়াছি,—বটে, তবে আপনি যে ভাবে আপনার কন্যা হারাইয়াছে বলিতেছেন,—তাহার সহিত ইহার কথা মিলিতেছে না!"

"আমাকে এই কন্যা দেখাইলেই চিনিতে পারিব।"

"মহাশয় কিছু মনে করিবেন না। এখন কন্যা আপনাকে দেখাইতে পারি না, আপনার কন্যা পাইতে হইলে নিয়মিত দরখাস্ত করিতে হইবে। কমিশনার সাহেব অনুমতি দেন, আপনার যথার্থ কন্যা হয়,—আপনি পাইবেন।"

ভদ্রলোকটী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না ?"

রায় বাহাদুর গম্ভির ভাবে বলিলেন, "কি করিব—সরকারি কাজ সাবধান হইয়া করিতে হয়।"

"আপনি তাহা হইলে আমার মেয়ে আমাকে দিবেন না।"

"কমিশনার সাহেব হুকুম করিলেই দিব। আমার পরেব মেয়ে রাখিয়া লাভ কি ?"

"তাহাই হইবে ?" বলিয়া তিনি অতিশয় রাগত ভাবে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক।

লোকটা কোথায় যায় দেখিবার জন্য রায় বাহাদুর ব্যগ্র হইলেন,—কিন্তু তাঁহার কাপড় পরা ছিল না,—এ ভাবে রাজপথে একজনের অনুসরণ করা উচিত নহে ভাবিয়া, তিনি তাহার ভৃত্যকে বলিলেন, "এই যে লোকটা গেল,—যা ইহার সঙ্গে,—যেন দেখিতে না পায়। কোথায় যায় দেখিয়া আসিবি।"

ভৃত্য অমরেন্দ্র রায়ের পশ্চাৎ ছুটিল। রায় বাহাদুর দ্বারে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি গৃহ মধ্যে ফিরিতেছিলেন, এই সময়ে কে তাঁহাকে সম্বোধন করিল! তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন।

দেখিলেন, একটী সুপুরুষ বাঙ্গালী যুবক বয়স আন্দাজ

তিরিশ,—বেশভূষায় বিশেষ পারিপাট্য,—হাতে আংটী,—ঝকমক করিতেছে!

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আপনি কি আমার নিকট আসিয়াছেন?"

"হাঁ—চলুন ঘরে—বিশেষ কথা আছে।"

রায় বাহাদুর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বসিবার ঘরে আসিলেন। উভয়ে বসিলে রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রয়োজন বলুন।"

যুবক বলিলেন, "আমার নাম অমরেন্দ্রনাথ রায়——"

"রায় বাহাদুর নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি? কি?"

যুবকও তাঁহার ভাবে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন কেন? আপনি দিল্লির পুলিসকে আমার বিষয় অনুসন্ধান করিতে পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহারা সে পত্র আমাকে দেখাইয়াছেন, আমি তাহাই আপনার সঙ্গে—দেখা করিতে আসিয়াছি। আপনি আমার সম্বন্ধে কি জানিতে চাহেন বলুন?"

এই অত্যাদ্ভুদ ব্যাপারে রায় বাহাদুর নিতান্ত বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন, "এই পাঁচ মিনিট হইল না, এক অমরেন্দ্র রায় আসিয়া, মেয়ে না পাইয়া, তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গেল। আবার আর এক অমরেন্দ্রনাথ রায়! কে সত্য,—কে জাল!"

তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার দিল্লিতে থাকা হয়?"

"হাঁ—দিল্লিতে আমাকে সকলেই জানে?"

"আর কোন অমরেন্দ্রনাথ রায় দিল্লিতে আছেন?"

"কই—আমিতো—জানি না।"

"এইমাত্র আর একজন অমরেন্দ্রনাথ রায় আমার কাছে আসিয়াছিলেন।"

"সে কি—তিনি কে?"

"সেই টাই সমস্যা,—তিনিও বলিলেন যে, দিল্লি পুলিশে তাঁহার সন্ধান আমি লইয়াছিলাম,—তাহাই তিনি আমার কাছে আসিয়াছিলেন! এখন আপনিই বলুন তিনি কে?"

"আমি কিরূপে জানিব? নিশ্চয়ই কোন জুয়াচোর,—কোন বদমতলবে আমার নাম ধরিয়াছে!"

"কে জাল—কে সত্য স্থির করা কঠিন দাঁড়াইতেছে!"

"এ কথা আপনি বলিতে পারেন—চলুন আমার সঙ্গে দিল্লি,—তাহা হইলে সকলই প্রকাশ পাইবে!"

"তাহাতো যাইতেই হইবে দেখিতে পাইতেছি। এখন দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?"

"কি জিজ্ঞাসা করিবেন,—করুন! আমার গোপন করিবার কিছুই নাই।"

"আপনি ১২ নং দর্জ্জিপাড়ায় ছিলেন।"

"হা—ছিলাম।"

"আপনার কোন মেয়ে হারাইয়াছে?"

"না—আমার কোন মেয়ে হারায় নাই।"

"কাহার হারাইয়াছে?"

"কাহারও যে হারাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।"

"তবে কি হইয়াছে খুলিয়া বলুন। এ সহরে একটী মেয়ে পাওয়া গিয়াছে,—এ কাহার মেয়ে আমরা সন্ধান করিতেছি।"

"আপনাকে সকল খুলিয়া বলাই আবশ্যক দেখিতেছি।"

"নিশ্চয়ই।"

"আমার বাড়ীতে একটী দূর সম্পর্কীয়া বিধবা ছিলেন,—তাঁহার একটী দেড় বৎসর বয়স্কা কন্যা ছিল। তিনি ভোর রাত্রে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। একদিন আর দর্জ্জিপাড়ার বাড়ীতে ফিরিলেন না,—আমি গোপনে তাঁহার সন্ধান লইয়াছিলাম, কিন্তু কোন সন্ধান পাই নাই। লোক লজ্জার ভয়ে আর পুলিশে খবর দি নাই। মেয়েটী দেখিলে আমি বুঝিতে পারিব,—এই মেয়ে সেই মেয়ে কি না।"

রায় বাহাদুর সহজে মেয়ে দেখাইতে প্রস্তুত নহেন। বলিলেন, "কিছু মনে করিবেন না, যখন দুইজন অমরেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, আমি কিছুই করিতে পারি না। আপনি এখানে কোথায় আছেন?"

"আমি দর্জ্জিপাড়ায় একটী বন্ধুর বাড়ী আছি।"

"ঠিকানা রাখিয়া যান,—আমি কাল আপনাকে সম্বাদ দিব, আপনার সেই বিধবা আত্মীয়ার নাম কি?"

"তাহার নাম জানা কি নিতান্ত প্রয়োজন?"

"মহাশয়,—কেবল একটী কন্যা পাওয়া যায় নাই—খুব সম্ভব একটী খুন হইয়াছে,—সুতরাং এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানা আবশ্যক।"

"খুন হইয়াছে! কে খুন হইয়াছে?"

"এখন কিছুই বলিতে পারি না। কাল সাক্ষাত হইলে বোধ হয় সব বলিতে পারিব।"

"আপনি আমার সম্বন্ধে দিল্লিতে কি সম্বাদ লইবেন?"

"নিশ্চয়ই,—বুঝিতেই তো পারিতেছেন যে, ইহাব ভিতরে লোক আছে,—আপনি যদি প্রকৃত অমরেন্দ্র রায় হয়েন,—তাহা হইলে একজন জাল অমরেন্দ্র সাজিয়াছে!"

"এখন তো তাহাই মনে হইতেছে।"

"আপনার এই আত্মীয়াকে কেহ খুন করিতে পারে মনে করেন কি?"

"কেমন কয়িয়া বলিব?"

"কাহারও উপর সন্দেহ হয়?"

"না—এমন কাহারও কথা মনে পড়ে না।"

"তাহার সহিত কাহার প্রণয় ছিল বলিয়া বোধ হয়?"

"না—মহাশয় কখনও সে সন্দেহ হয় নাই।"

"ইহার নাম কি? বয়স কত।"

"নাম সুশীলা,—বয়স আঠার উনিশ।"

"এখন এই পর্য্যন্ত থাক,—পরে দেখা হইলে সমস্তই কথা বার্ত্তা হইবে।"

অগত্যা আগন্তুক ভদ্রলোক উঠিলেন। বলিলেন, "কাল দেখা করিতে আসিব কি?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমিই আপনাকে সম্বাদ দিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

অনুসরণ।

এবার রায় বাহাদুর ভৃত্যের উপর নির্ভর করিলেন না। আগন্তুক ভদ্রলোক বাড়ী হইতে বাহির হইবামাত্র, তিনি সত্বর বেশবিন্যাস করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

লোকটী যেরূপ ভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে যাইতেছিলেন,—তাহাতে—রায় বাহাদুরের ছদ্মবেশ না হইলে, তিনি ধরা পড়িতেন। তিনি দাঁড়ি গোঁপ লাগাইয়া হিন্দুস্থানি দরোয়ান হইয়াছিলেন।

কিন্তু, তাঁহার মনোবাঞ্ছা ও চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি লোকটীর সঙ্গে সঙ্গেই যাইতেছিলেন। লোকটী তাঁহার সম্মুখে প্রায় ৫০.৬০ হাত অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল।

সম্মুখে কেবল একখানা গাড়ীই রাস্তায় দণ্ডায়মান ছিল। লোকটী নিমিষ মধ্যে গাড়ীতে উঠিল,—অমনি গাড়ী তীরবেগে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। নিকটে আর গাড়ী ছিল না,—সুতরাং রায় বাহাদুর লোকটীর অনুসরণ করিতে পারিলেন না।

প্রথমে তিনি কতকটা ছুটিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকে পাগল ভাবিতেছে ভাবিয়া, তিনি এ বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করিলেন। ভাবিলেন লোকটা যে ঠিকানা দিয়াছে, সেই ঠিকানায় সন্ধান লইয়া দেখি? দুইজন লোকে অমরেন্দ্র রায় বলিয়া পরিচয় দিবার উদ্দেশ্য? এ জাল টিকিবে না। আমি দিল্লি গিয়া সন্ধান লইলেই জানিতে পারিব কে জাল কে সত্য।

তিনি ভদ্রলোকের নিকট যে ঠিকানা পাইয়াছিলেন,—সেই

ঠিকানায় দর্জ্জিপাড়ায় আসিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল। বাড়ীটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের,—তিনি বলিলেন, "অমরেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা আছে, তিনি একলা কলিকাতায় আসিলে, আমার এখানে আসিয়া থাকেন। কলিকাতায় আসিলে নিশ্চয়ই আমার বাড়ী আসিবেন। আপনি ভুল করিয়াছেন।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তাহার চেহারা কিরূপ?"

"তাহার চেহারা,—এই তাহার ছবিই আছে—আসুন দেখিবেন।"

এই বলিয়া তিনি রায় বাহাদুরকে বাটীর ভিতর লইয়া গিয়া, প্রাচীরে লম্বমান এক বড় ছবি দেখাইলেন।

"হইয়াছে," বলিয়া রায় বাহাদুর গমনে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, "মহাশয় অমরেন্দ্র বাবুকে খুঁজিতেছেন কেন?"

"একটু প্রয়োজন ছিল,—এমন কিছু বিশেষ দরকার নহে।"

"আপনার কোথায় থাকা হয়?"

"পুলিশে একটু চাকরি করি।"

তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "পুলিশ!"

"কেন—আপনার এত ভয়ের কারণ কি?"

"না—না—তাহাই বলিতেছি,—আপনি বোধ হয় বিডন গার্ডেনের—খুনের অনুসন্ধান করিতেছেন।"

"তাহার সহিত অমরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধ কি?"

"না—কিছু নয়।"

"আপনি এ সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু কিছু জানেন।"

"না—আমি কিছুই জানি না।"

"কলিকাতা সহরে একটা খুন হইয়াছে,—এ সম্বন্ধে যাঁহার জানা আছে,—পুলিশকে বলা উচিত। লোকে বলিতে চাহে না বলিয়াই, পুলিশকে সময় সময় অত্যাচারী হইতে হয়।"

"দোহাই আপনার,—আমি কিছুই জানি না।"

"না জানেন ভাল, পরে দেখা হইবে।"

এই বলিয়া রায় বাহাদুর সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এই—লোকটা খুনের ব্যাপার কিছু জানে, এত ভয় নির্দ্দোষী লোকের হয় না। এ সময়ে তাহাকে আর নাড়া চাড়া করিলে সে সাবধান হইয়া যাইবে, "এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।"

ইহার নাম তিনি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন। ইহার নাম অবিনাশ বাবু,—নিজের বাড়ী—কোম্পানী কাগজের দালালি করেন। পাড়ার দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেন যে, সকলেই তাঁহাকে ভাল লোক বলিয়া জানে।

রায় বাবাদুর গৃহে আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়াছে। সে ভদ্রলোকটীর সঙ্গে সঙ্গে বরাবর গিয়াছিল,—তিনি সিমলা ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন। সন্ধান লইয়া জানিয়াছে, সেই বাড়ীতে রাখাল বাবু বলিয়া একটী ভদ্রলোক বাস করেন।

রায় বাহাদুর নিজগৃহে আসিয়া বসিলেন, মনে মনে বলিলেন, "সূত্র সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে,—কিন্তু কার্য্য কিছুই হইতেছে না। অন্ততঃ এখন চারিটা লোক

পাওয়া গিয়াছে। এই চারিজন আর সুশীলাসুন্দরীর সন্ধান পাইলেই—ইহার একটা মীমাংসা হইবে।"

সেইদিন রায় বাহাদুর দিল্লিতে অমরেন্দ্র বাবুর সন্ধান লইবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরেই উত্তর আসিল, "অমরেন্দ্র বাবু দিল্লিতেই আছেন। কোথায়ও যান নাই।"

এই টেলিগ্রাফ পাইয়া রায় বাহাদুর আবার গভীর বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

তাঁহার নিকট প্রথম যে ভদ্রলোকটী আসিয়াছিলেন,—দর্জ্জিপাড়ায় অবিনাশ বাবুর বাটীতে তাহারই ছবি দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তিনিই অমরেন্দ্র বাবু,—অথচ দিল্লি হইতে লিখিতেছে তিনি দিল্লিতেই আছেন,—কোথায় যান নাই!

এরূপ দুর্ঘট বিপদে রায় বাহাদুর আর কখনও পতিত হন নাই। এরূপ রহস্যের উপর রহস্যও জড়িত হইতে তিনি আর কখনও দেখেন নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভয়াবহ ব্যাপার।

আরও দশ পনের দিন কাটিয়া গিয়াছে,—বিডন গার্ডেনের—ব্যাপারের কোনই কিনারা হয় নাই।

রাখাল বাবুর সিমলা ষ্ট্রীটের বাটীতে অনুসন্ধান করায় তিনি বলিয়াছেন,—অমরেন্দ্র বলিয়া কোন লোক তাহার বাটীতে

নাই, কখনও আসেন নাই। দিল্লির অমরেন্দ্র রায়কে তিনি আদৌ চিনেন না।

সুতরাং দুই অমরেন্দ্রেরই ঠিকানা হয় নাই,—রায় বাহাদুরও কয় দিন হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন কেহ তাহা জানে না।

তাঁহার বাড়ীতে কেবল তাঁহার ভৃত্য আছে। স্ত্রী পরিবার তিনি কলিকাতায় রাখিতেন না। তাহারা তাঁহার নিজ বসতবাটী বারাকপুরে থাকিতেন। সময় পাইলে, রায় বাহাদুর বাড়ী যাইতেন।

কয়দিন হইতে তিনি কলিকাতার বাসায় নাই,—বাড়ীতেও নাই। কোথায় গিয়াছেন, কাহাকেও বলিয়া যান নাই। চাকরকে বলিয়া গিয়াছেন,—বিশেষ সাবধানে থাকিবে। তিনি মনে মনে কেমন আপনা আপনিই বুঝিয়াছিলেন যে, একদল শক্ত লোক তাঁহার অনিষ্টের চেষ্টায় আছে। তবে আজীবন তিনি বদমাইশ ধরিয়া বেড়াইতেছিলেন,—ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না।

তিনি বাসা হইতে চলিয়া গেলে,—সে রাত্রে প্রায় আটটার সময় একটী হিন্দুস্থানি বয়স্থা স্ত্রীলোক তাঁহার বাড়ীর দ্বারে বসিয়া কাতরাইতেছিল,—দেখিলেই বোধ হয় তাহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে।

রায় বাহাদুরের ভৃত্য তাহার কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিল, সে অতিশয় কাতরাইয়া বলিল, "বাবা, আমাকে চাকরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল,—ভারি জ্বর,—চলিতে পারিতেছি না, থাইবার যায়গা নেই,—বাড়ীতে যদি স্থান দেও, এক কোণে

পড়িয়া থাকিব। কাল জ্বর ছাড়িলে চলিয়া যাইব—দোহাই বাবা আমার!"

এরূপ অবস্থায় এই স্ত্রীলোককে কি রকমে দরজা হইতে তাড়াইয়া দেয়। এক কোণে পড়িয়া থাকিবে বইতো নয়!

ভৃত্য বলিল, "এস,—এইখানে শুয়ে থাক।"

"বাবা! আমায় একটু ধরে নিয়ে চল, আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না।"

এই বলিয়া, সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল,—ভৃত্য রঙ্গমল তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে লইয়া, এক ঘরের কোণে শোয়াইয়া দিল। বলিল, "আর কিছু চাও?"

বৃদ্ধা বলিল, "না,—বাবা! কেবল একটু জল। কাল জ্বর ছাড়িলেই চলিয়া যাইব।"

রঙ্গমল তাহাকে এক ঘটী জল দিয়া,—নিজেও শয়ন করিতে প্রস্থান করিল।

পরদিবস অতি প্রাতে বিটের পাহারাওয়ালা রায় বাহাদুরের দরজা খোলা রহিয়াছে দেখিয়া, রঙ্গমলকে ডাকিতে লাগিল। কোন উত্তর না পাইয়া, সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। রায় বাহাদুরের বসিবার ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল যে, কে তাঁহার কাগজ-পত্র টেবিল ও দেরাজ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, ঘরময় ছড়াইয়া ফেলিয়াছে,—কোন জিনিষই কোন স্থানে নাই। স্পষ্টতই চোর প্রবেশ করিয়া, তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়া পালাইয়াছে।

সে তখন রঙ্গমলকে খুঁজিতে লাগিল। বাড়ীতে কেহ

নাই,—রঙ্গমলও নাই। সে থানায় খবর দিবার জন্য ছুটিতেছিল,—পার্শ্ববর্ত্তী ছোট গুদামঘরে কে গোঁঙ্গড়াই-তেছে শুনিয়া, সে সত্বর সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রঙ্গমল সেই ঘরে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে,—তাহার মুখ দিয়া ফেণা বাহির হইতেছে।

তখন সে উর্দ্ধশ্বাসে থানায় খবর দিতে ছুটিল।

দেখিতে দেখিতে পুলিশ কর্ম্মচারীগণ ছুটিয়া, রায় বাহা-দুরের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। পুলিশগৃহে,—বিশেষতঃ বদমাইসের দণ্ডকারী,—বদমাইশের ভীতিস্বরূপ রায় বাহাদুরের বাড়ীতে এই ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায়,—একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

রঙ্গমলকে তখনই হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অনেক কষ্টে সে প্রাণে বাঁচিল,—এইমাত্র। তাহার এ অবস্থা কে করিল,—কেন হইল,—তাহা সে জানে না। বৃদ্ধা হিন্দুস্থানি স্ত্রীলোককে যে বাড়ীতে স্থান দিয়াছিল,—তাহা বলিল,—সে স্ত্রীলোক কখন বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে,—তাহার সে কিছুই জানে না।

হাঁসপাতালের ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, ক্লোরাফর্ম্ম তাহার নাকে ধরিয়া, তাহাকে অজ্ঞান করিয়া, কেহ গুদামঘরে টানিয়া ফেলিয়া গিয়াছিল,—আর একটু তাহাকে না দেখিতে পাইলে, তাহার মৃত্যু হইত।

তাহার পর পুলিশ রায় বাহাদুরের বাড়ীতে আরও ভয়াবহ ব্যাপার দেখিলেন।

আর বাড়ীর কোন দ্রব্য চুরি যায় নাই বটে,—কিন্তু

বাড়ীতে যে দুই চারিজন লোক প্রবেশ করিয়াছিল,—তাহার স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে। অনেক স্থানে পায়ের দাগও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

সকলেই বুঝিলেন যে, বৃদ্ধাই কৌশলে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। সেই সুবিধায় রায় বাহাদুরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, বদমাইশগণ তাঁহার নিকট তাহাদের বিরুদ্ধজনক যে সকল প্রমাণ ছিল, তাহাই সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। রায় বাহাদুর না আসিলে, তাহারা কি লইয়া গিয়াছে,—তাহা জানিবার উপায় নাই।

তাঁহার শয়নগৃহে তাঁহার শয্যার উপর একখানা বড় কাগজে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি কে আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সেই ছবির কপালে লিখিত,—"রায় বাহাদুর।"

পদ নিম্নে লিখিত,—"সাবধান! ১৫ দিন মাত্র সময়।"

ছবির বুকে একখানি শাণিত ছোরাবিদ্ধ,—ছোরা বিছানায় প্রায় সম্পূর্ণ বসিয়া গিয়াছে। যে এই ছোরা এইরূপ ভাবে রাখিয়া গিয়াছে,—দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অতি সবলে ছোরা বিদ্ধ করিয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রঙ্গমল।

সকলেই বুঝিলেন রায় বাহাদুরের জীবন শঙ্কটাপন্ন। একদল দুর্ব্বৃত্ত লোক তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া,—এমন কি তাঁহাকে প্রাণে হত্যা করিয়া, তাঁহাকে সরাইয়া, তাহাদের পথের কণ্টক দুর করিবার চেষ্টা পাইতেছে।

তিনি কোথায় গিয়াছেন,—তাহার স্থিরতা নাই। কেহ তাহা জানে না,—তিনি জীবিত আছেন কিনা তাহারও স্থিরতা নাই! সহসা তাঁহার একেবারে নিরুদ্দেশ হইবার কারণ কি?

পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে ফিরিলেন। দুইজন বলবান বিশ্বাসী পাহারাওয়ালা রায় বাহাদুরের বাড়ী পাহারায় রহিল। কমিশনার সাহেব তিন চারিজন সুদক্ষ ইনেস্পেক্টারকে এই ব্যাপারের তদন্তে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু আরও দশ বার দিন কাটিয়া গেল, তাঁহারা ইহার কোন তদন্তই করিতে পারিলেন না। রায় বাহাদুর ফিরিলেন না,—তাঁহার কোন সম্বাদ নাই। তখন সকলই তাঁহার জন্য বিশেষ ভাবিত হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বস্ত বহুকালের ভৃত্য রঙ্গমল প্রভুব অন্তর্ধানে প্রাণে বিশেব কষ্ট পাইল। প্রভু কোথায় গিয়াছেন,—কে সেই বৃদ্ধা হিন্দুস্থানি স্ত্রীলোক,—কাহারা তাহাকে অজ্ঞান করিয়া পালাইয়াছিল,—সেই এ সকল অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। পাহারাওয়ালা দুইজনকে বলিল, "তোমরা সাবধানে থাক,—আমি বাবুর সন্ধানে যাইব।"

সেইদিন রঙ্গমলও বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হইল।

অনেক চেষ্টা করিয়া সে সিমলায় রাখাল বাবুর বাড়ী ভৃত্য হইল। কিন্তু সে, যে লোকের সন্ধানে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না। সে একদিন যে ব্যক্তির অনুসন্ধানে সিমলায় আসিয়াছিল, যাহাকে রাখাল বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল,—তাহাকে তথায় দেখিতে পাইল না। কিন্তু সে তাহাতেও হতাশ হইল না।

সেই বাড়ীর এক দাসীর সহিত ভাব করিয়া লইল। তাহাকে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী সে ভদ্রলোকটীকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?"

"কোন ভদ্রলোকটী?"

"এই দিন কুড়ী হইল, তাঁহাকে এই বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম, এক সময়ে আমি তাঁহার বাড়ী চাকরি করিয়াছিলাম।"

"তিনি কে,—তাঁহার নাম কি?"

"অমরেন্দ্র বাবু।"

যখন আগন্তুক রায় বাহাদুরকে নাম বলেন,—তখন রঙ্গমল তাহা শুনিয়াছিল।

দাসী বলিল, "ও—অমরেন্দ্র বাবু,—যিনি দিল্লিতে থাকেন?"

"হাঁ—হাঁ—তাঁহারই কথা বলিতেছি।"

"তিনি এ বাড়ীতে মোটে—একবেলা ছিলেন। সকালে আসিয়া বাহির হইয়া যান,—তাহার পর, ফিরিয়া আসিয়া, বাবুকে কি বলিয়া তখনই চলিয়া যান।"

"তিনি কোথায় গিয়াছেন? শোন নাই কি?"

"না—বোধ হয় তিনি দিল্লি ফিরিয়া গিয়াছেন।"

"তিনি কি কাজে আসিয়াছিলেন,—তাহাও শোন নাই ?"

"না,—তবে তিনি খুব বড় লোক! যাবার সময় চাকর বাকর সকলকে পাঁচ পাঁচ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়া ছিলেন, "আমি যে এ বাড়ীতে আসিয়াছিলাম,—তাহা কাহাকে বলিও না।"

"তাঁহার এ কথা বলিবার মানে কি ?"

"তাহা জানি না,—তুমি তাঁহার বিষয় এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?"

"তিনি আমার পুরোনো মণিব ছিলেন,—তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে ইচ্ছা হয়।"

"তুমি যদি তাঁহার আরও সন্ধান চাও তবে দর্জ্জিপাড়ায় অবিনাশ বাবুর কাছে সন্ধান লইও,—তাঁহার সঙ্গে দিল্লির বাবুর খুব ভাব।"

"কেমন করিয়া জানিলে।"

"আমাদের বাবু একদিন গিন্নিমাকে বল্‌ছিলেন,—তাহাই শুনিয়াছি।"

"আর কিছু শুনেছিলে ?"

"কি একটা পুলিশ হাঙ্গামা হয়েছে নাকি ?"

"বটে! আচ্ছা বাবু খুব ভাল লোক ?"

"হাঁ—খুব ভাল লোক।"

এই সময়ে দাসীকে কে ডাকিল, সে সত্বর অন্যত্র চলিয়া গেল। রঙ্গমল চিন্তিতমনে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

এ বাড়ীতে আর কোন সন্ধান পাইবার উপায় না দেখিয়া, সে সেইদিন কাহাকে কিছু না বলিয়া সে বাড়ী ত্যাগ করিল।

বাবু বাড়ী ফিরিয়াছেন কিনা, দেখিবার জন্য সে রাত্রে রায় বাহাদুরের বাড়ীর নিকট আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল বাড়ীর একটু দূরে একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ প্রাচীরের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহারা রায় বাহাদুরের বাড়ীর দিকে চাহিতেছে দেখিয়া, রঙ্গমলের তাহাদের উপর সন্দেহ হইল। সেও অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহাদের নিকটস্থ হইল।

এই সময়ে একখানা বাইসিকেল গাড়ী তথা দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সেই গাড়ীর লণ্ঠনের আলো স্ত্রীলোক ও পুরুষের মুখে পতিত হওয়ায়, রঙ্গমল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চুপ গাধা।

তাহার সহসা এইরূপ চীৎকারে স্ত্রীলোক পুরুষ উভয়েই চমকিত হইয়া তাহার দিকে ফিরিল। পুরুষটী নিজ জামার ভিতর হইতে নিমিষ মধ্যে একটী লৌহরুল বহির্গত করিয়া, তাহার মস্তকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল,—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই রুলটী বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া নিমিষ মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে পার্শ্বস্থ অন্ধকার গলির মধ্যে অন্তর্হৃত হইল। স্ত্রীলোকটীও অন্ধকারে অপরদিকে দ্রুতপদে ছুটিল।

যিনি বাইসিকেলে যাইতেছিলেন,—তিনিও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকটী যে দিকে গিয়াছিল,—সেই

দিকে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার গাড়ী চালাইলেন। যখন রঙ্গমলের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন,—তখন রুদ্ধকণ্ঠে তাহাকে বলিলেন, "চুপ্—গাধা!"

এই ব্যাপার এত শীঘ্র সংঘটিত হইল যে, রঙ্গমলের চীৎকারে তথায় লোক সমবেত হইবার পূর্ব্বেই—স্ত্রীলোক,—পুরুষ,—বাইসিকেল আরোহী তিন জনেই কোনদিকে অন্তর্হিত হইল যে, রঙ্গমল তাহা স্থির করিতে পারিল না।

প্রকৃত পক্ষে সে যাহাদের দেখিয়াছিল, তাহাদের যে আর দেখিতে পাইবে,—তাহা সে কখনও মনে করে নাই। যাহাদের সন্ধানে সে ঘুরিতেছিল,—তাহাদেরই সে রায় বাহাদুরের বাড়ীর দরজায় দেখিতে পাইল।

যদিও স্ত্রীলোক ও পুরুষটীর পূর্ব্বরূপ বেশ ছিল না,—তথাচ সে তাহাদের দেখিয়াই চিনিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটী যে রাত্রে তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া, তাহাদের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছিল,—তখন জীর্ণ শীর্ণ মলিন বেশ ছিল। এখন তাহার পরিধানে এক রঙ্গিন সুন্দর সাড়ী,—হাতভরা চুড়ী,—আঙ্গুলেও দুই তিনটা আংটী। তবে সেই মুখ,—রঙ্গমল তাহাকে জল দিবার সময়, তাহার মুখ দেখিয়াছিল। যন্ত্রণার ভাব দেখাইবার জন্য তখন সে মুখ নানারূপে বিকৃত করিতেছিল,—রঙ্গমল এখন বুঝিল, সে যাহাতে তাহার মুখ চিনিতে না পারে,—তাহারই জন্য মুখের এইরূপ ভাব করিতেছিল। তবুও সে তাহাকে বেশ চিনিয়াছে,—তাহার কখনই ভুল হয় নাই। বিশেষতঃ সে যদি সেই স্ত্রীলোক না হইবে,—তবে তাহার চীৎকারে পলাইবে কেন?

অপর ব্যক্তির এক্ষণে হিন্দুস্থানি বেশ,—মস্তকে বড় পাগড়ী,—পরিধানে রেশমী পাঞ্জাবী,—এ বেশের পরিবর্ত্তন সত্বেও রঙ্গমল তাহাকে চিনিল। এই ব্যক্তিই অমরেন্দ্র নামে পরিচয় দিয়া, রায় বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল।

সে উভয়কে সহসা দেখিয়া, এত বিস্মিত হইয়াছিল যে, আত্মসংযম করিতে সক্ষম হয় নাই। পাহারাওয়ালা,—পাহারাওয়ালা বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল।

এখন সে বুঝিল যে, সে ভালকাজ করে নাই,—নীরবে ইহাদের অনুসরণ করিলে, ইহারা কোথায় থাকে, সে অনায়াসে জানিতে পারিত,—পরে ইহাদের ধরা কঠিন হইত না।

তখন তাহার বাইসেকেল আরোহীর কথা মনে পড়িল। নিশ্চয়ই সেই লোক তাহাদের পশ্চাতে গিয়াছে। সে কি তাহাদের দলের লোক?

প্রথমে সেই লোক তাহাকে কি বলিয়াছিল,—তাহা সে ঠিক স্থির করিতে পারে নাই। এখন তাহার কথা তাহার মনে পড়িল। সে তাহাকে বলিয়াছিল, "চুপ,—গাধা!" কে সে লোক তবে? কি সেও ইহাদের দলের একজন। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "এ আর কেহ নহে,—বাবু বাবু! আমি যথার্থই গাধা—তাহাই তাঁহার গলার স্বর শুনিতে পাই নাই।"

এই কথা মনে হইবামাত্র, যে দিকে বাইসিকেল গিয়াছিল, সে উর্দ্ধশ্বাসে সেইদিকে ছুটিল, কিন্তু অনেক দূর ছুটিয়া গিয়াও, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না।

তখন সে হতাশচিত্তে গৃহের দিকে ফিরিল। গৃহের নিকট আসিয়া, বিস্মিতচিত্তে দেখিল, বাইসিকেল ধরিয়া একব্যক্তি রায় বাহাদুরের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইনিই কি তাহাকে "চুপ গাধা" বলিয়া স্ত্রীলোকের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সে দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া দেখিল—রায় বাহাদুর।

সে বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "বাবু!"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "হাঁ রঙ্গমল,—আমি জানিতাম তোমার বুদ্ধি আছে। ইহাদের দেখিয়া চুপ করিয়া অন্ধকারে সঙ্গে গিয়া ইহাদের আড্ডা দেখিয়া আসা উচিত ছিল। তুমি চেঁচাইয়া ওঠাতেই ইহারা সাবধান হইয়া পালাইয়াছে।"

রঙ্গমল বিস্মিতস্বরে বলিল, "ইহাদের দেখিয়া ইহাদের ধরিবার জন্য পাহারাওয়ালা ডাকিয়াছিলাম।"

"আমি না আসিয়া পড়িলে তোমার মাথা গুড়া হইত।"

"হা—রুল বাহির করিয়াছিল,—দেখিয়াছিলাম।"

"বাবু, আপনি জানেন না, আপনি না থাকায় বাড়ীতে কি কি হইয়াছে?"

"সব জানি——"

"জানেন!"

"হাঁ জানি—তোমাকে গাধা বানাইয়া গাঙ্গিয়ার মা——"

"গাঙ্গিয়ার মা? তাহার নাম গাঙ্গিয়ার মা——"

"গাঙ্গিয়ার মা?—তাহার নাম গাঙ্গিয়ার মা।"

"হাঁ—এ সব কথা, পরে হইবে—এখানে আমার নিকট কেহ আসিয়াছিল?"

"না,—আমি তাহা জানি না,—বাবু! এই সব ব্যাপারের

সন্ধান করিবার জন্য, আপনার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম,—বাড়ী ছিলাম না। সিমলায় রাখাল বাবুর বাড়ী চাকর হইয়াছিলাম।”

“বটে,—তুমিও গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করিয়াছিলে?”

এই সময়ে একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আসিয়া, রায় বাহাদুরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে নামিলেন,—অমরেন্দ্রনাথ রায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কি ভয়ানক।

তাহাকে দেখিয়া, রঙ্গমল বলিয়া উঠিল, “এই তো সেই বাবু!”

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ,—এই সেই বাবু।”

তৎপরে অমরেন্দ্র বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আপনার সন্ধান করিবার জন্য, রাখাল বাবুর বাড়ী আমার চাকর বেহারা হইয়া, গোয়েন্দাগিরি করিতেছিল!”

অমরেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন, “আপনার চাকরতো বটে!”

রায় বাহাদুর ভৃত্যকে গাড়ী হইতে দ্রব্যাদি নামাইয়া লইতে বলিয়া, অমরেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে লইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাহারাওয়ালাদ্বয় তাঁহার গলার শব্দ পাইয়া, দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। তিনি তাহাদের বলিলেন, “যাও,—তোমাদের ছুটি হইল,—আর এখানে তোমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই।”

তাঁহার বাড়ী তখনও সেই অবস্থায় ছিল,—তাহারা বলিল, "বদমাইশেরা সে দিন যাহা যাহা করিয়া গিয়াছে,—সাহেবের হুকুমে সব সেই রকম আছে,—একবার দেখিয়া লউন।"

"আর দেখিতে হইবে না,—পরে দেখিব। এখন তোমরা যাইতে পার।"

তাহারা সেলাম দিয়া প্রস্থান করিল। রঙ্গমলও অমরেন্দ্র বাবুর দ্রব্যাদি লইয়া, গৃহমধ্যে আনিয়া রাখিল।

গৃহের অবস্থা দেখিয়া, অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আপনার ঘর দেখি লুট করিয়াছে।"

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "লুট করিবার জন্য আসে নাই। হাত, ছোরা, ছড়ি, জামা, সাড়ী, সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল———"

"সব তাহা হইলে, লইয়া গিয়াছে?"

"তাহারা গাধা না হইলে, বুঝিত যে, আমি যখন এখানে নাই,—তখন তাহাদের বিরুদ্ধে যাহা প্রমাণ আমি এখানে কখনও রাখিয়া যাই নাই?"

"অন্য কেহ হইলে, তাহাদের সন্ধান করিতে পারিত না।"

"এ কথা ঠিক নহে,—তবে তাহারা যে খুব পাকা বদমাইশ,—অনেক বুদ্ধি ধরে,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

এই সময়ে রঙ্গমল বলিল, "বাবু! এই ঘরটা দেখুন।"

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "জানি,—তবে অমরেন্দ্র বাবুর দেখা আবশ্যক।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার শয়নগৃহে আসিলেন। অমরেন্দ্র বাবু, শয্যার উপর কাগজে অঙ্কিত মূর্ত্তি, তাহার হৃদয়ে আমূল ছোরা বিদ্ধ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক!"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "ভয়ানক নহে—বুজরুকি!"

"কেন,—কেন?"

"এই ছোরা ছবি দেখাইয়া—বদমাইশেরা আমাকে ভয় দেখাইতে চাহে!"

"এ সকল লোককে বিশ্বাস নাই।"

"লীলা খেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

"তাহা হইলে আপনি ইহাদের সন্ধান লইয়াছেন, ইহারা ধরা পড়িবে?"

"ঠিক যে সম্পূর্ণ সন্ধান পাইয়াছি, বা ইহাদের ধরিতে পারিব, তাহা এখনও বলিতে পারি না। পূর্ব্বাপেক্ষা আশা হইয়াছে,—আগে কেবল অন্ধকারে ঘুরিতেছিলাম,—এখন ভরসা হইয়াছে।"

"আপনি আসিতে বলিয়াছিলেন, বলিয়া আসিয়াছি।"

"আপনি সে দিন অমন ভাবে দিল্লী চলিয়া না গেলে, আমার সঙ্গে দেখা করিলে, আমাকে আর কষ্ট করিয়া দিল্লী যাইতে হইত না। তবে গয়ায় যাইতেই হইত।"

"কেন গয়ায় কি?"

"হাত খানা আমাকে পাঠাইয়া দিয়া বদমাইশগণ ইহার সঙ্গে একখানা পত্রও পাঠাইয়াছিল,—তাহার নিম্নে নাম সই করিয়াছিল, "গয়া গঙ্গা গদাধর।" এ কথা গয়ার লোকের কাছে যত চলিত, আর কাহারও নিকট তত চলিত নহে,—তাহাই ভাবিলাম, এ কোন গয়ার লোকের কাজ।"

"এই জন্য আপনার নাম এত খ্যাত। অন্য লোকের একথা আদৌ মনে হইত না।"

"গোয়েন্দাগিরিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ চিন্তা, অনুশীলন-শক্তিই, প্রধান অঙ্গ,—ইহা যাহার নাই, সে কখনই গোয়েন্দাগিরি কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারে না।"

"আপনি এ সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিয়াছেন, আমাকে বলিলে বাধিত হই।"

"বলিব বলিয়াইতো আপনাকে ডাকিয়া আনিয়াছি। আজ রাত হইয়াছে,—বিশ্রাম করুন। কাল এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে,—বিশেষতঃ যে সকল দ্রব্য আপনাকে দেখাইব মনে করিয়াছি, তাহার একটীও এখানে নাই। বড় আফিসের সাংসখানার বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম। আমার বাড়ী থাকিলে বেটারা লইয়া পলাইত।"

আহারাদির প্রযোজন ছিল না,—উভয়ই পূর্ব্বে আহারাদি করিয়াছিলেন,—সুতরাং উভয়েই শয়ন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অমরেন্দ্র বাবু অন্য গৃহে শয়নে উদ্যত হইলে, রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমি এই ছোরা ও ছবি সম্বন্ধে যত হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিলাম,—তত নহে। ইহারা আমাকে খুন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। আজ ইহাদের নোটিসের শেষ দিন, যাহার উপর আমাকে খুন করিবার ভার পড়িয়াছে, সে এখন এই বাড়ীতে লুকাইয়া আছে।"

অমরেন্দ্র বাবু লম্ফ দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সে কি—কি ভয়ানক!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

তাঁহারা শয়নগৃহে কথা কহিতেছিলেন। দ্বারের পার্শ্বে রঙ্গলালও দণ্ডায়মান ছিল। রায় বাহাদুর বলিলেন, "এই জন্যই আমি এত মৃদুস্বরে কথা কহিতেছি।"

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আপনার অসীম সাহস,—সে কোথায় লুকাইয়া আছে? তাহাকে এখনও ধৃত করিতেছেন না; সে এখনই আমাদের আক্রমন করিতে পারে।"

"ভয় নাই,—সব বন্দোবস্তই হইয়াছে। আমি এ বাড়ীতে আমার অনুপস্থিতিসময়ে যাহা যাহা হইয়াছিল,—তাহার সমস্ত সন্ধানই পাইয়াছিলাম। বিশ্বস্ত চর ও চেলা না থাকিলে, গোয়েন্দাগিরি করা যায় না,—আজ ইহাদের নোটিশের শেষ দিন, তাহাই আমিও বাড়ীটার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। একজন লোক এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ বাহিরে থাকিয়া পাহারা দিতেছিল। এই সময়ে আমার চাকর রঙ্গমল গোল করিয়া ওঠায়,—তাহারা দুইজনে দুই দিকে পলাইয়া যায়। আমি তাহাদের অনুসরণ করি,—তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

"তাহা হইলে হয়তো সে লোক বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে!"

"না,—যাইতে পারে নাই।"

"পাহারাওয়ালারাই বা তাহাদের আসিতে দিল কিরূপে?"

"অপদার্থ বলিয়া,—তাহাই দেখিলেন না,—তাহাদের বিদায় করিয়া দিলাম। বাবুরা দুইজনে নিজ মনে ভিতরের ঘরে বসিয়া

গাঁজা খাইতেছিলেন,—ইতিমধ্যে সেই লোক অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া আছে। তাহার পর বাহিরে গোল শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।"

"তাহা হইলে সে লোক এখনও এই বাড়ীতে আছে ?"

"নিশ্চয় আছে।"

"কিসে জানিলেন ?"

"আমার চরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল—

"আপনার চর,—কোথায় সে ?"

"দেখিতে চাহেন ?" এই বলিয়া রায় বাহাদুর শীশ দিলেন,—ডাকিলেন, "বাচ্চা !"

তাঁহারই খাটের নিম্ন হইতে এক ক্ষুদ্র বালক হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার অদ্ভুত বেশ,—একখানা ছিন্ন বস্ত্রের নানা রঙ্গের এক আলাখেল্লা—তাহার পরিধান,—মস্তকে বাউলের টুপি, হাতে একতারা। টুপির নিম্ন হইতে তাহার কোঁকড়া চুল সকল তাহার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে পড়িয়াছে,—তাহার সেই চুলের ভিতর হইতে তাহার গোল চক্ষু দুইটী—নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে।

অমরেন্দ্র বাবু ও রঙ্গমল উভয়েই এই অভূতপূর্ব্ব জীব দেখিয়া, বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাহাদের বিস্ময়ভাব দেখিয়া রায় বাহাদুর হাসিতে লাগিলেন,—বলিলেন, "দেখিলেন,—আমার চর।"

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এরূপ না হইলে, আপনি এত বদমাইশ শাসন করিতে পারিতেন না।"

"কতকটা বটে ! আমি এখান থেকে যাওয়া পর্য্যন্ত এই

বাচ্চা,—ইহার নাম আমি বাচ্চা রাখিয়াছি,—ইহার মা বাপ কেহ নাই, আমিই ইহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া ইহাকে মানুষ করিতেছি,—এ আমার বাড়ীর পাহারায় ছিল। তাহার পর কি করিয়াছে, ইহার মুখেই শুনুন।—বাচ্চা, সে লোক কোথায় ?”

বালক বলিল, “গুদামঘরে চাবিবন্ধ করিয়া দিয়াছি।—বাড়ীর সদর দরজায়ও চাবি দিয়াছি।”

রায় বাহাদুর বলিলেন, “শুনিলেন,—এ তাহাকে আটকাইয়া আমার ঘরে খাটের নীচে লুকাইয়াছিল। আমার পা টানিতেছিল জানিয়া সঙ্কেতে বুঝিয়াছিলাম, এ এইখানে লুকাইয়া আছে।”

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, “আপনার সমস্তই অদ্ভুত।”

“এখন ইহাকে ধরিতে হইবে,—তবে ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে।”

“যে খুন করিতে আসিয়াছে,—সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে।”

“আসুন এই ঘরে।”

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে সকলে আসিলেন। একটা আলমারি খুলিয়া রায় বাহাদুর চার পাঁচটী পিস্তল বাহির করিলেন, তাহাদের ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সব গুলিতে গুলি পুরিয়া নিজে একটী রাখিয়া, দুইটী অমরেন্দ্র বাবুকে দিলেন,—একটী রঙ্গমল লইল,—একটী বাচ্চা ধরিল।

অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ ছোকরা পিস্তল ছুড়িতে পারিবে।”

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, “তাহা না হইলে আমার চর হইল কিরূপে ?”

তিনি গুদামঘরের দুই পার্শ্বের ঘরের দরজার পার্শ্বে রঙ্গমল ও অমরেন্দ্রকে দাঁড় করাইলেন,—বলিলেন, "দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লুকাইয়া থাকুন,—যদি লোকটা কাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহার পায় গুলি করিবেন। প্রাণে মারিবার আবশ্যক নাই। এ সব লোককে ফাঁসি কাষ্ঠ হইতে রক্ষা করিলে মহাপাপ হইবে।"

অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করিবেন ?"

"এখনই দেখিতে পাইবেন। বাচ্চা গিয়া দরজা খুলিয়া দিবে।"

"তাহা হইলে উহাকেই প্রথম খুন করিবে।"

"ও আমাদের অপেক্ষা ছুটিতে পারে,—দরজা খুলিয়া দিয়াই ছুটিয়া পলাইবে।"

"যাহা ভাল বুঝিতেছেন,—করুন। আমার কিন্তু ভয় হইতেছে।"

"কোন ভয় নাই,—যাহা বলিলাম, করুন। দরজার পাশে লুকাইয়া পড়ুন।"

অমরেন্দ্র বাবু ও রঙ্গমল তাহাই করিলেন। বালক ও রায় বাহাদুর তথা হইতে সরিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জাল।

কাহারও বাড়ীতে সহজে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয় না। গৃহ মধ্যে খুনি আবদ্ধ। তাহার হস্তে কি অস্ত্র আছে তাহা কেহই জানেন না; তবে এটা স্থির, সে আটক পড়িয়াছে, পলাইতে পারে নাই।

হিংস্র ব্যাঘ্র জালে পড়িলে, তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলে, সকলের যেরূপ হৃদয় সবলে স্পন্দিত হয়, অমরেন্দ্র বাবুর হৃদয় তাহাপেক্ষাও কম্পিত হইতে লাগিল।

রঙ্গমল রায় বাহাদুরের বহুদিনের চাকর,—সেও কখনও এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার দেখে নাই। আজ এই গভীর রাত্রে এক ভয়াবহ আততায়ীর সহিত যুদ্ধ,—তাহাদের মধ্যে কে প্রাণ হারাইবে, কে রক্ষা পাইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। রঙ্গমল ভাবিল, বাবু এরূপ না করিয়া, কাল সকালে আরও লোক ডাকিয়া, ইহাকে ধরিলে ভাল করিতেন,—এ আজ কোনরূপেই পলাইতে পারিত না।

বাচ্চা ও রায় বাহাদুর কি করিতেছেন, তাহা তাহারা দেখিতে পাইল না। স্পন্দিতহৃদয়ে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, তাহারা দণ্ডায়মান রহিল।

সম্মুখে একটী দালান। তাহারই এক প্রান্তে গুদামঘর, দালানের দুইপার্শ্বে দুইটী ঘর,—এই দুই ঘরের দরজার আড়ালে অমরেন্দ্র ও রঙ্গমল দণ্ডায়মান।

দালানের পরে আর একটী বড় ঘর,—তাহার পর উঠান, উঠানের পর সদর দরজা।

সহসা বাচ্চা নিঃশব্দপদে গুদাম গৃহের চাবি খুলিয়া দিয়া, দরজায় সবলে এক ধাক্কা মারিয়া, চক্ষের নিমিষে উঠানের দিকে পলাইল।

তখন সকলের হৃদয় আরও সবলে কাঁপিতে লাগিল। কে গৃহ হইতে বাহির হয়—কে কি করে; অমরেন্দ্র বাবু অতি সাবধানে দরজার আড়ালে লুকাইত ভাবে দাঁড়াইলেন।

কিন্তু দশ মিনিট কাটিয়া গেল,—গৃহ হইতে কেহ বাহিব হইল না। অমরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই বালক ভুল করিয়াছে,—গৃহ মধ্যে কেহ নাই!"

আরও পাঁচ মিনিট কাটিল,—তিনি কি করিবেন,—এই-রূপ অবস্থায় কতক্ষণ অপেক্ষা করিবেন,—রায় বাহাদুর কি করিতেছেন, কিছুই জানিতে না পারিয়া, তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। একটু দরজা সরাইয়া, উঁকি মারিলেন,—অমনি এক ভয়াবহ শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। ভয়ে, আতঙ্কে অমরেন্দ্র বাবু সত্বর মুখ টানিয়া লইয়া, দরজার পার্শ্বে লুকাইলেন।

কি হইয়াছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে তাঁহার নাসিকায় বারুদের গন্ধ প্রবেশ করায়, তিনি বুঝিলেন যে, নিকটে কেহ বন্দুক বা পিস্তল ছুঁড়িয়াছে,—বুঝিলেন, রজমল ছুঁড়ে নাই, সুতরাং গুদামঘরে যে লোকটা ছিল, তাহারই এই কাজ।

সে গৃহমধ্যে আছে কি বাহির হইয়া গিয়াছে,—তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না।

বন্দুক আওয়াজের দুই মিনিট পরেই, তিনি উঠানে এক গুরুদ্রব্য পতনের শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলেন। তৎপরেই তাঁহাকে রায় বাহাদুর ডাকিয়া বলিলেন, "অমরেন্দ্র বাবু! এইদিকে আসুন,—কাজ মিটিয়াছে।"

তাঁহার গলার শব্দ পাইয়া, তিনি ও রঙ্গমল উভয়েই উঠানের দিকে ছুটিলেন। উঠানে গিয়া অমরেন্দ্র বাবু এক অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন।

দেখিলেন, সুকৌশলে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র জালের দড়ি রায় বাহাদুরের হস্তে রহিয়াছে। সেই জালের ভিতর পড়িয়া এক কৃষ্ণকায় ভীমমূর্ত্তি লোক জাল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু জাল এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, সে যত ছটফট করিতেছে, ততই তাহার দেহ জালের দড়িতে কঠিনরূপে বদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

বাচ্চা হাতকড়ি লইয়া, তাহার চারিদিকে লাফাইয়া বেড়াইতেছে,—সুবিধা পাইলেই, তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী লাগাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু এখনও সে সুবিধা পাইতেছে না। লোকটা জালে পড়িয়া, বন্য হিংস্রক জন্তুর ন্যায় বিকট শব্দ করিয়া লাফাইতেছে,—গড়াইতেছে,—জাল ছিঁড়িবার চেষ্টা পাইতেছে। হাত ছাড়াইয়া,—বালককে ও রায় বাহাদুরকে তাহার হস্তস্থ পিস্তলের গুলিতে মারিতে চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু তাহার হাত জালে

এমনই আটকাইয়া গিয়াছে যে, তাহার পিস্তল ছুঁড়িবার আর ক্ষমতা নাই। রায় বাহাদুর তাহার ভাব দেখিয়া, উচ্চ হাস্য করিতেছেন।

অমরেন্দ্র বাবু উপস্থিত হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেমন দেখিতেছেন?"

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোক কি ঘরে লুকাইয়া ছিল?"

"হাঁ,—এই সকল বদমাইশদের ধরিবার জন্য আমি স্বহস্তে এ জাল প্রস্তুত করিয়াছি,—দেখিতেছেন তো, কি অবস্থা হইয়াছে,—নতুবা ইহাকে ধরা সহজ হইত না। ধরিতে পারিলেও,—আমাদের দুই একজনকে প্রাণে মারিতে না পারুক,—আহত করিত।"

"এ কখন বাহির হইয়া আসিল,—কিরূপে ধরিলেন?"

"এ লোকটা দশ মিনিট কোন সাড়াশব্দ দেয় নাই,—যেমন সকলে অন্যমনস্ক হইবে,—তখনই এ বন্দুক ছুঁড়িবে,—হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে সকলে চমকাইয়া উঠিবে,—সেই অবসরে এ একেবারে সদর দরজা দিয়া পলাইবে,—এই মতলব করিয়াছিল।"

"এখনতো দেখিতেছি,—তাহাই। আমরা এ ঘর হইতে কখন বাহির হইয়া আসিয়াছিল,—তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই।"

"আমিও আপনার মত লুকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে,—ইহাকে দেখিতে পাইতাম না। অনুমানে ইহার মতলব বুঝিয়া, আমি আমার ব্রহ্মাস্ত্র জাল লইয়া, উঠানের এক

কোণে লুকাইয়াছিলাম। যেমন উঠানে আসিয়াছে,—অমনই মাথার উপর জাল ঘুরাইয়া, ইহার উপর ফেলিয়াছি,—তাহার পর যাহা হইয়াছে দেখিতেছেন।"

"আপনার অসীম ক্ষমতা।"

"এইরূপ না করিলে, ইহাকে ধরিতে গিয়া, প্রাণে মরিতে হইত।"

"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।"

তখন রায় বাহাদুর জালস্থিত লোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাপুহে! আমার এ জাল সেরূপ নহে,—দেখিতেছতো যত ছটফট করিতেছ,—ততই আটকাইয়া যাইতেছ,—আর গোলমাল করিও না,—বাচ্চাকে তোমার হাতে হাতকড়ি ও পায় বেড়ি পরাইয়া দিতে দেও। এখনও যদি গোল করতো শেষ আমাদিগকে তোমার উপর বলপ্রকাশ করিতে হইবে।"

লোকটা বোধ হয়, তাঁহার কথা শুনিতে পাইল না,—তখনও জাল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল,—তবে তাহার বল ও দম দুই ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল। রায় বাহাদুর বলিলেন, "রঙ্গমল! বড় চিমটা লইয়া আইস।"

সে ছুটিয়া গিয়া, এক লৌহ চিমটা আনিল। রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমি চিমটা দিয়া ইহাকে টানিয়া ধরিতেছি,—তোমরা ইহার হাত পা ধর।"

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাহার হাতে হাতকড়ি, পায় বেড়ী পড়িল। তখন রায় বাহাদুর জাল ছাড়াইয়া লইলেন। রঙ্গমল তাহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

রায় বাহাদুর রঙ্গমলকে বলিলেন, "ওকে বসিবার ঘরে লইয়া। দেখি মহাত্মা কে?"

রঙ্গমল তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল,—তবুও সে বল-প্রকাশ করায়, বাচ্চা পশ্চাৎ হইতে মহা বলে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিশ্রাম।

রায় বাহাদুরের গুদাম গৃহই লোকটার কারাগৃহ হইল। তাহাকে ভাল সুদৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া, রায় বাহাদুর সে রাত্রের জন্য সেই গৃহে রাখিয়া দিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ইহাকে আজ রাত্রেই জেলে পাঠাইয়া দেওয়া ভাল নহে?"

"না,—ইহার বিষয় নিশ্চিত জানা প্রথম কর্ত্তব্য। আজ অনেক রাত হইয়াছে,—পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছে,—আজ বিশ্রাম করা যাক,—কাল সব দেখা যাইবে।"

"ইহার নাম কি, কোথায় থাকে,—জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

"জালের ভিতর যেরূপ করিয়াছে,—তাহাতে ইহার আজ কথা কহিবার ক্ষমতা নাই,—কাল দেখা যাইবে।"

রঙ্গমলকে সেই গুদাম গৃহের দ্বারে শয়ন করিতে বলিয়া, রায় বাহাদুর ও অমরেন্দ্রনাথ শয়ন করিতে গেলেন। রঙ্গমল পিস্তল মাথার নীচে রাখিয়া শয়ন করিল। বাচ্চা সেই গুদাম গৃহের দরজায় ঠেসান দিয়া বসিল। এই অদ্ভুত বালকের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া যাওয়া কঠিন ব্যাপার! রায় বাহাদুর ইহাকে হাতে গড়িয়াছিলেন। এমন পাঁচ সাত রাত্রি বাচ্চা জাগিয়া থাকিতে পারিত। ইহার ন্যায় দৌড়াইতে, সাঁতার দিতে, গাছে উঠিতে, মানুষের বাড়ীর ছাদে উঠিতে আর কেহই জানিত না। বাচ্চা হাসিয়া, বানরদিগকেও এ বিষয়ে পরাস্ত করিতে পারিত। সে যখন পাহারায় রহিল,—তখন তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া, লোকটা যে পলাইতে পারিবে না,—তাহা রায় বাহাদুর বিশেষ জানিতেন।

পরদিবস অতি প্রাতে রায় বাহাদুর উঠিয়া, রঙ্গমলকে ডাকিলেন। দেখিলেন, বাচ্চা সেইরূপ দরজায় ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে। রঙ্গমলও সজাগ,—জাগ্রত।

তিনি বলিলেন, "বাচ্চা! তুমি আর খানিকক্ষণ এই খানে থাক,—তাহার পর আজ তোমার ছুট।"

বাচ্চা চক্ষু মিটি মিটি করিয়া, মৃদুহাস্য করিল মাত্র,—কোন কথা কহিল না।

রায় বাহাদুর রঙ্গমলকে তাঁহার দ্রব্যাদি আনিবার জন্য, সদর মালখানায় পাঠাইয়া দিলেন। তখনও অমরেন্দ্রনাথ ঘুমাইতেছিলেন,—তিনি তাঁহাকে ডাকিলেন না। নিজের গৃহের কাগজ পত্র গুছাইতে লাগিলেন। তিনি

খুকিকে পাঠাইয়া দিবার জন্যও একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বলিলেন, "তাহার কি করিলেন?"

"সে সেই অবস্থায়ই আছে।"

"তাহাকে সব জিজ্ঞাসা করুন?"

"এখন ঐ অবস্থায় থাকুক,—বড় সাহেবকে পত্র লিখিয়াছি,—তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে।"

"ইহাকে অনাহারে রাখা উচিত নহে।"

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "আপনার দয়া প্রশংসনীয়,—খাইতে দিব বই কি,—অনাহারে মারিলে লাভ কি? বঙ্গমল আসুক,—কিছু খাবার আনাইয়া দিতেছি। যখন ইহাকে ধরিতে পারিয়াছি,—তখন বোধ হয় আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না।"

এই সময়ে একটা বড় বাক্স লইয়া, রঙ্গমল ফিরিল। বাক্সটি টেবিলের উপর রাখিয়া, কিছু খাদ্যাদি আনিবার জন্য রায় বাহাদুর তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন, তৎপরে তিনি কাগজ পত্রগুলি নাড়িতে লাগিলেন,—তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি সে সকল কাগজ দেখিতেছিলেন না,—মনে মনে কি ভাবিতেছিলেন। তিনি অন্যমনস্ক আছেন দেখিয়া, অমরেন্দ্র বাবুও তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। এতদিন তিনি যে কষ্ট পাইতেছেন,—তাহা কি অবশেষে অবসান হইল,—মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন।

রঙ্গমল আহারাদি লইয়া আসিলে, রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "চলুন,—এইবার আমাদের বন্ধুকে আহারাদি

করান যাক,—আহারাদি করিলে, বন্ধু সন্তুষ্ট হইয়া, নিশ্চয়ই তাহার পরিচয় দিয়া, আমাদের উপকার করিবেন।”

অমরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তাঁহারা গিয়া দরজা খুলিলে দেখিলেন, লোকটা শুইয়া আছে,—তবে নিদ্রিত নহে;—জাগিয়া আছে। তাঁহাদের দেখিয়া, সে ব্যাকুলভাবে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। এখন ইহাকে দেখিলে বোধ হয় না যে, কাল রাত্রে এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ জালের সহিত করিয়াছিল।

লোকটাব বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ,—শরীরে অসীম বল,—কিন্তু মুখ দেখিলে, ইহাকে খুব চতুর বলিয়া বোধ হয় না।

রায় বাহাদুর বলিলেন, “বাপুহে! উঠ,—কিঞ্চিৎ জল-যোগ কর।”

লোকটা উঠিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ বাঁধা,—উঠিতে পারিল না। রায় বাহাদুর রঙ্গমলকে বলিলেন, “ইহার দড়ি খুলিয়া দেও,—এখন রস মরিয়াছে,—তাহাতে হাতে হাতকোড়ি, পায়ে বেড়ী রহিয়াছে,—পলাইতে পারিবে না।”

রঙ্গমল তাহার বন্ধন খুলিয়া দিয়া, তাহাকে বসাইয়া দিল। তাহার সম্মুখে খাবারগুলি ধরিবামাত্র, সে নিতান্ত ক্ষুধিতের ন্যায় সেই সকল আহারীয়,—আহার করিতে লাগিল। শেষ প্রায় এক ঘটী জল খাইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাবা।

সে স্থির হইয়া বসিলে, রায় বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখনতো বিশ্রাম লাভ করিয়াছ,—এখন তোমার নামটা শুনি।"

সে ফেল ফেল করিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "এই বাপু! বদমাইশি জুড়িলে, নিতান্ত কষ্ট না দিয়া ছাড়িবে না।"

তিনি সবলে তাহাব পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "কেন অনর্থক মারধর খাইবে,—শুনি নামটা কি?"

সে আবার সেই ভাবে চাহিয়া রহিল। তখন রায় বাহাদুর ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "বাপু! হাবা সাজিলে, আমাদের চোকে ধূলা দিতে পারিবে না,—এখনও ভাল বলিতেছি, পরে মুস্কিল ঘটিবে,—কেন মারা যাইবে।"

এবার সে বিকট শব্দ করিয়া উঠিল,—এক অনৈসর্গিক শব্দ তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমি অনেক বদমাইশ দেখিয়াছি।"

এই বলিয়া, তিনি তাহার পৃষ্ঠে আর এক পদাঘাত করিলেন। তখন সে কাতরে তাহার মুখ ও কাণ দেখাইল।

রায় বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, "কি আমার হাবা কালা রে!"

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "বোধ হইতেছে, লোকটা যথার্থই হাবা।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "এক এক বেটা এমনই বজ্জাত আছে যে, এমনই হাবা কালা সাজে যে, কিছুতেই তাহাদের ধরিবার উপায় নাই। সংসারে কত রকম বজ্জাতই আছে।"

তিনি লোকটার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কেন আর কষ্ট দেও,—অনেক কষ্ট দিয়াছ।"

তবুও সে কথা কহিল না। রায় বাহাদুর রঙ্গমলকে কাগজ ও পেন্সিল আনিতে বলিলেন, কাগজ পেন্সিল আনিলে, তিনি তাহার সম্মুখে কাগজ ধরিয়া বলিলেন, "লিখিতে পার্তো লেখ।"

সে ঘাড় নাড়িল। রায় বাহাদুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বদমাইশ! সকল পরিশ্রম পণ্ড করিল দেখিতেছি।"

অমরেন্দ্র বাবু আবার বলিলেন, "বোধ হইতেছে লোকটা যথার্থই হাবা ও কালা।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তাহা হইলেইতো আমাদের কাজ খুব হাসিল হইল। সমস্ত মাটি হইল!"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হয়তো আপনার বাচ্চা আগা গোড়া ভুল করিয়াছে—এ হয়তো বদমাইশদলের লোক নহে।"

"তাহা হইলে, আমার বাড়ী হরিনাম করিতে আসিয়াছিল,—আপনি কি তাহাই বলিতে চাহেন?"

"না,—না,—আমি তাহা বলি না।"

"যদি এ সত্যই হাবা কালা হয়, তাহা হইলে, আমি এখনই তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি,—তাহা হইলেও, এ যে খুন করিতে আসিয়াছিল,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এ যে গাধা নহে,—যথেষ্ট বুদ্ধি আছে,—তাহা ইহার পলাইবার চেষ্টার কায়দা দেখিয়াই স্পষ্ট বোঝা গিয়াছে। অন্য কেহ হইলে, ইহাকে ধরিতে পারিত না।”

কথা কহিতে কহিতে তিনি যে একটা অত্যাশ্চর্য্য কাজের আয়োজন করিতেছিলেন, তাহা আর কেহ জানিতে পারিল না।”

সহসা নিমিষ মধ্যে তিনি পকেট হইতে তাঁহার পিস্তল নির্গত করিয়া, লোকটার পশ্চাৎ দিকে গিয়া আওয়াজ করিলেন,—কিন্তু সে ইহাতেও চমকিত হইয়া উঠিল না। কেবল ধূমের দিকে চাহিল মাত্র।

রায় বাহাদুর হতাশ হইলেন,—বলিলেন, “বোধ হইতেছে যে, লোকটা যথার্থই কালা,—নতুবা অন্য লোক হইলে, হঠাৎ এই রকম শব্দ হইলে, নিশ্চয়ই চমকিত হইয়া উঠিত। আর যদি যথার্থই কালা না হয়, তাহা হইলে, ইহার বাহাদুরি আছে স্বীকার করি।”

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, “না,—লোকটা যথার্থই হাবা কালা।”

“যাহাই হউক,—ইহার পর ইহার সম্বন্ধে কি করা উচিত বিবেচনা করা যাইবে,—এখন ইহাকে হাজতে না পাঠাইয়া, আমার বাড়ীতেই আটক রাখিতে হইবে।”

এই বলিয়া, তিনি রঙ্গমলকে বলিলেন, “ইহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখ।”

তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া, রায় বাহাদুর বাহিরে আসিলেন। বাচ্চাকে একখানি চিঠি ও একটা টাকা দিয়া, বিদায়

করিয়া বলিলেন, "অমরেন্দ্র বাবু! এখন আহারাদি করা যাউক, পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবে।"

অমরেন্দ্র বাবু বিষণ্নস্বরে বলিলেন, "এ লোকটাকে এত কষ্টে ধরিয়াও দেখিতেছি, কোন কাজ হইল না। এ কোন কথা শুনিতেও পায় না,—বলিতেও পারে না।"

রায় বাহাদুর তাঁহার কথায় কোন উত্তর দিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রায় বাহাদুর ও অমরেন্দ্রনাথ।

আহারাদির পর, রায় বাহাদুর নিজ গৃহে নীরবে বসিয়া, ধূমপান করিতে লাগিলেন। অমরেন্দ্র বাবুও তাঁহার সম্মুখে নীরবে বসিয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর অন্যমনস্ক হইলে, কেহ তাঁহার সম্মুখে কোন কথা কহিতে সাহস করিত না। তিনি যখন চিন্তামগ্ন হইতেন, তখন এত গম্ভীর হইতেন যে, তখন তাঁহার সহিত কথা অসম্ভব হইত।

সহসা রায় বাহাদুর ধূমপান বন্ধ করিয়া বলিলেন, "এখন অমরেন্দ্র বাবু, আপনার কথা শোনা যাক,—আপনাকে অনর্থক এখানে রাখিয়া,—আপনার কার্য্য ও সময় নষ্ট করা উচিত নহে।"

"কি কথা শুনিতে চাহেন বলুন?"

"আমি খুকির মাদুলী পাইয়া, আপনার সন্ধান পাইয়াছিলাম। তাহার পর গয়ায় যাই,—গয়া হইতে আপনার সন্ধানে দিল্লি গিয়া শুনিলাম,—আপনি দিল্লিতে নাই,—দুই

চারিদিনে ফিরিবেন,—তাহাই আপনাকে আমার এখানে আসিবার জন্য লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। আপনি প্রথম দিন এখানে আসিয়া না চলিয়া গেলে,—এত কষ্ট পাইতে হইত না।"

"আপনি আমাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন?"

"এ সকল বিষয়ের সন্দেহ করাই প্রধান অঙ্গ,—বিশেষতঃ এখানে আসিয়া আর একজনও অমরেন্দ্র বলিয়া, পরিচয় দিয়াছিল ——"

"সেই লোকটাই বদমাইশ।"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই,—কে সে লোক আপনি মনে করেন?"

"ঠিক কিরূপে বলিব? তবে একজনকে সন্দেহ হয়।"

"কে সে?"

"আপনাকে আমার সকল ইতিহাস বলা আবশ্যক।"

"সেই জন্যই আপনাকে ডাকিয়াছি।"

"আমার পিতা পাঞ্জাবে রেলের কনট্রাকটারী কাজ করিতেন——"

"সে বিষয় সন্ধান লইয়া জানিয়াছি।"

"এখন আমাকে আর আপনার জাল বলিয়া সন্দেহ নাই?"

"না,—আপনার বাড়ীতে আপনার ছবি দেখিয়াছি,—এখানেও দর্জ্জিপাড়ায় অবিনাশ বাবুর বাড়ী আপনার ছবি দেখিয়াছিলাম,—তিনি অত ভয় না পাইলে, সন্দেহ অনেক আগেও মিটিত।"

"তিনি ভীরু লোক,—পুলিশ হাঙ্গামায় পড়িবেন, ভয়ে ঐ রকম করিয়াছিলেন।"

"এত ভয় কেন?"

"সব বলিতেছি,—শুনুন।"

"বলুন,—শোনাই প্রয়োজন।"

"আমার বাবার একজন অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনিই তাঁহার সকল বিষয়ে দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে তিনি কখনও তাঁহার ভৃত্য মনে করিতেন না,—নিজের বিশেষ বন্ধু বিবেচনা করিতেন,—তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারও করিতেন।"

"ইহার নাম?"

"বিপিনবিহারী বসু।"

"বলুন,—তাহার পর?"

"ইহাঁর একটী মাত্র পুত্র ছিল,—তাহার মার মৃত্যু হওয়ায়,—বাবা তাহাকে আমাদের বাড়ী তাঁহার নিজের ছেলের মত রাখেন। তখন আমার জন্ম হয় নাই,—সে মনে মনে জানিয়াছিল যে, সে বাবার পোষ্যপুত্র হইবে,—সমস্ত বিষয় সেই পাইবে। কিন্তু বাবার যথেষ্ট সম্পত্তি হওয়ায়, বাবার পূর্ব্ব স্ত্রী অকালে মৃত্যুমুখে পড়ায়,—তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাহার পর আমার জন্ম হয়।"

"বিপিন বাবুর ছেলের নাম?"

"তাহার নাম সুলোচন——"

"তাহার চেহারা——"

অমরেন্দ্র বাবু যথাসাধ্য সুলোচনের চেহারার বর্ণনা করিয়া

বলিলেন, "দশ বৎসরের অধিক তাহাকে দেখি নাই,—এখন তাহার চেহারা কিরূপ হইয়াছে বলিতে পারি না—"

"হইয়াছে—বলুন!"

"তাহার বয়স ষোল সতেরো হইতে না হইতে, সে দিল্লির যত বদমাইশের সহিত মিলিয়া, নিতান্ত কুচরিত্র হইয়া গেল। এই সময়ে বিপিন বাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। বাবা তাহার অত্যাচার অনেক সহ্য করিয়া তাহাকে শেষ বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সেই পর্য্যন্ত তাহাকে আমি আর দেখি নাই।"

"আপনার অপেক্ষা—সে কত বড়?"

"আট নয় বৎসরের বড়।"

"বলুন তাহার পর কি হইল।"

"তাহার বরাবরই আমার উপর হিংসা ছিল। আমার জন্ম হওয়ায় সে বাবার সমস্ত বিষয় পাইল না,—ইহার জন্য আমার উপর রাগ। প্রথম হইতেই সে সর্ব্বদা আমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত। এমন কি বিষ খাওয়াইয়া আমাকে মারিতেও চেষ্টা করিয়াছিল।"

"কখন—যখন বাড়ীতে ছিল?"

"হাঁ—ইহার জন্যই বাবা তাহাকে আরও বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তাহার পর তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছিলাম যত বদমাইশের দলে মিশিয়া নানা কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে।"

"আপনার—আর কোন অনিষ্ট হইয়াছিল?"

"আমি খুব সাবধানে থাকিতাম,—বড় কখনও কিছু জানিতে পারি নাই,—তবে সে নিকটে না আসিয়া তাহার সঙ্গী বদমাইশদের

দিয়া আমার যে নানা অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে—তাহা বুঝিতে পারিতাম।"

"এ সময়ে আপনার পিতা বাঁচিয়া ছিলেন ?"

"না—তাঁহার প্রায় সাত বৎসর মৃত্যু হইয়াছে—"

"প্রকাশ্য ভাবে কোন অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই ?"

"না—ঠিক জানিতে পারিতাম না,—তবে বুঝিতে পারিতাম সে আমার পরম শত্রু, নানা ভাবে আমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে—আমি খুব বিশেষ সাবধানে না থাকিলে, তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইতাম না।"

"তাহার পর কি হইল বলুন ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

"আমার স্ত্রীর দুইটী ছেলে হইয়া মরিয়া যাওয়ায় সে খড়দহের বাবা ঠাকুরের মানসিক করে। তাহাতে আমার একটী কন্যা হইয়া বাঁচিয়া থাকে। বাবা ঠাকুরের পূজা দিবার জন্য আমি স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকি। পূজা দেওয়া শেষ হইলে আমি দিল্লি রওনা হই।"

"সঙ্গে কে কে ছিল ?"

"একজন হিন্দুস্থানি,—দুইজন চাকর,—একটী দরোয়ান।"

"আর আপনার স্ত্রী ও কন্যা ?"

"হাঁ,—আমরা একখানা রিজার্ভ সেকেণ্ড ক্লাসে উঠি,—চাকর ও দরোয়ান থার্ড ক্লাসে যায়—"

"দাসী আপনাদের সঙ্গে ছিল ?"

"হাঁ,—তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়াছিলাম,—আমরা ঘুমাইয়া পড়িলে দাসী মেয়েটীকে লইয়া নিশ্চয়ই কোন ষ্টেশনে নামিয়া পড়িয়াছিল,—আমরা জাগিয়া তাহাকে ও মেয়েকে না দেখিতে পাইয়া, আমাদের মনের কি অবস্থা হইল বুঝিতে পারেন। আমি একরূপ অজ্ঞান অবস্থায় স্ত্রীকে লইয়া দিল্লিতে পৌঁছিলাম।"

"দাসীর ও মেয়ের সন্ধান করেন নাই কেন?"

"করি নাই—আমি জাগিয়া উঠিয়াই সমস্ত ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম,—কোন স্থানে কোন সন্ধান পাইলাম না। অধিকন্তু বিপদে পড়িলাম।"

"কি বিপদ?"

"দিল্লি পুলিশ অনুসন্ধান করিতে করিতে সম্বাদ পাইল যে, যে দিন আমরা রওনা হই, সেই দিন আমার কন্যাকে নিমতলা ঘাটে পোড়ান হইয়াছে,—তাহাদের খাতায় আমার নাম,—কন্যার নাম, বয়স সকলই লেখা রহিয়াছে। অবিনাশ বাবু পুড়াইতে গিয়া যে, সই করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত রহিয়াছে।—দেখুন ব্যাপার!"

"ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ সুবন্দবস্তে জাল কন্যা পুড়াইয়া, আসল কন্যা বেল হইতে সরান আর কখনও শোনা যায় নাই।"

"আপনিও হয়তো আমার কথা অবিশ্বাস করিতেছেন?"

"আগে হইলে করিতাম।"

"দিল্লির পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করিল না,—আমাকে ও অবিনাশ বাবুকে বিষম বিপদে ফেলিবার ভয় দেখাইল,—আমি অনেক টাকা ব্যয় করিয়া তবে রক্ষা পাইলাম।"

"আপনার জেল হইবার সম্ভাবনা ছিল।"

"তাহা আমি জানি,—বাঁচিয়া আসিতে আমার অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।"

"হইবারই কথা।"

"এই জন্যই অবিনাশ বাবু পুলিশের নাম শুনিয়া এত ভয় পাইয়াছিলেন।"

"এখন বুঝিয়াছি। নিমতলার খাতায় তাহার নাম ঠিক জাল করিয়াছিল?"

"এমন ঠিক যে, তিনি সই দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, সে তাঁহার সই।"

"কি মুস্কিল!"

"এখন বুঝিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় এ সংসারে আর কেহ কখনও পড়িয়াছে কি না। মেয়ে গেল,—স্ত্রী মৃতপ্রায় হইল,—অথচ আমাকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বাঁচিয়া আসিতে হইল।"

"অনেক অনেক বদমাইশ দেখিয়াছি,এপর্য্যন্ত আর এরূপ দেখি নাই"

"নিজেও তো স্বীকার করিতেছেন—আপনার ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ডিটেক্‌টিভ ইহাদের কিছুই করিতে পারিতেছেন না।"

"তাহা বেশ বুঝিয়াছি অধিকন্তু তাহারা আমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টায় আছে—তাহাদের বুদ্ধির জলন্ত প্রমাণ এই হাবা! এরূপে বুদ্ধির সদ্ব্যবহার হইলে পৃথিবীর কত উপকার হইত! আপনার মনে হয় এ সমস্তই সেই গুণবন্ত মহাত্মা সুলোচন বাবুর কাজ?"

"মনে তাহাই হয়,—নতুবা আর কে করিবে—আমার যতদূর বিশ্বাস জগতে আমার অন্য কোন শত্রু নাই।"

"দাসী কতদিন আপনার বাড়ী ছিল ?"

"কন্যা হওয়া পর্য্যন্ত।"

"তাহার উপর কখন সন্দেহ হইয়াছে ?"

"কখন না।"

"কন্যার সঙ্গে দাসী আর কি লইয়া গিয়াছিল ?"

"আমার ক্যাস বাক্স,—আমার স্ত্রীর গহনার বাক্স—আরও অনেক জিনিষ তখন খুঁজিয়া পায় নাই—এখন সব মনে নাই।"

"মেয়ের গায়ে গহনা ছিল ?"

"অনেক—বোধ হয়, জহরতের গহনা দুই তিন হাজার টাকার ছিল। মেয়ে বাঁচিয়াছে,—বুঝিতে পারেন, আমার স্ত্রী আদর করিয়া তাহাকে সমস্ত গহনা পরাইয়া রাখিয়াছিল।"

"আপনার ক্যাস বাক্সে কত টাকা ছিল ?"

"বাড়ী ফিরিতেছিলাম,—বেশী ছিল না। তিন চারিশ টাকা খুচরা নোটে টাকায় ছিল,—তবে আমার স্ত্রীর প্রায় দশ হাজার টাকার গহনা বাকসে ছিল।"

"আপনার যথেষ্ট লোকসান হইয়াছিল দেখিতেছি।"

"তাহার পর আরও দশ পনেরো হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তবে বাঁচিয়াছি। সেই পর্য্যন্ত আমরা বিপদে পড়িব ভয়ে মনের কষ্ট মনেই সহিতে ছিলাম। একটী মেয়ে একটা খুন সম্বন্ধে পাওয়া গিয়াছে,—আপনি সেই তদন্ত করিতেছেন, আপনার নাম খুব ভালরূপ শোনা ছিল, তাহাই আমার আশা হইল,—ভাবিলাম হয় তো আমার মেয়েটীরই পাওয়া গিয়াছে,—সেই জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিলাম,—

কিন্তু ভাব দেখিয়া আবার বিপদে পড়িব ভাবিয়া ভয়ে পলাইয়াছিলাম।"

"আপনার যে অবস্থা এখন শুনিলাম তাহাতে ভয় পাইবার কথা। এখন সুলোচন বাবু কোথায় আছেন কোন সম্বাদ রাখেন?

"আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি দশ বৎসর হইতে আমি তাহার কোন সন্ধান জানি না।"

"এই দাসীকে তো জানিয়া শুনিয়া রাখিয়াছিলেন?"

"হাঁ—তাহার বাড়ী দিল্লি,—কিন্তু সেও সেই দিন হইতে নিরুদ্দেশ!"

"বটে! তবে গোটা কতক দ্রব্য এখন দেখিতে থাকুন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হারানিধি।

এই বলিয়া রায় বাহাদুর টেবিলের উপরিস্থিত বাক্সটী টানিয়া লইয়া পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া খুলিলেন।

তিনি কোলের নিকট বাক্সটী টানিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার ভিতর কি আছে,—অমরেন্দ্র বাবু দেখিতে পাইলেন না।

রায় বাহাদুর প্রথমে ছোরাখানি বাহির করিলেন,—তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি এ খানা চিনিতে পারেন কি না?"

তখনও ছোরায় রক্তের দাগ কালো হইয়া লাগিয়া আছে। অমরেন্দ্র বাবু ছোরা হাতে করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রায় বাহাদুর বলিলেন, "দেখুন, ভাল করিয়া দেখুন।"

অগত্যা অমরেন্দ্রনাথ ছোরাখানা তুলিয়া লইয়া ভাল করিয়া

দেখিলেন। তৎপরে বলিলেন, "না,—এ কাহার ছোরা বলিতে পারি না।"

রায় বাহাদুর ছোরাখানি তুলিয়া লইয়া, বামদিককার দেরাজে রাখিলেন। তৎপরে উঠিয়া গিয়া, আলমারির পশ্চাৎ হইতে এক ছড়ি আনিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি, এখানা কার ?"

এবার ছড়ি দেখিয়াই অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এ ছড়ি আমার,—ইহার মাথায় আমার নামের প্রথম অক্ষর অঙ্কিত আছে।"

তিনি ছড়িখানি দেখিয়া বলিলেন, "এই দেখুন।" "হইয়াছে" বলিয়া, রায় বাহাদুর ছড়ি পার্শ্বে রাখিলেন।

তৎপরে তিনি বাক্সমধ্য হইতে সাড়ীখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখুন,—এ কার ?"

অমরেন্দ্র ভাল করিয়া কাপড়খানি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। তবে——"

"তবে কি ?"

"দেখিতেছেনতো এ এদেশের সাড়ী নহে। আমি এক সময়ে একজনের পরিধানে এই রকম একখানা সাড়ী দেখিয়াছিলাম।"

"কে সে ?"

"দিল্লির একজন বড়লোকের বাড়ী নাচ দেখিতে গিয়া, একজন বাঈজীর পরিধানে ঠিক এই রকম একখানা কাপড় দেখিয়াছিলাম,—কাপড়খানা সুন্দর,—আর কখনও এরূপ কাপড় দেখি নাই বলিয়াই, এ কাপড়ের কথা বেশ মনে আছে।"

"সে বাঈজীও নিশ্চয়ই দিল্লির?"

"হাঁ,—তাহার নামটা এখন মনে পড়িতেছে না,—আবশ্যক হইলে, জানিয়া বলিয়া দিতে পারি।"

"বিশেষ আবশ্যক।"

"আজ চিঠি লিখিব।"

বাক্স হইতে রায় বাহাদুর সার্ট বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখুন,—এটা কার?"

অমরেন্দ্রনাথ জামাটী হাতে লইয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ সার্ট আমার,—ইহাতেও আমার নামের প্রথম অক্ষর লিখিত আছে। ছড়ি ও জামা রেলে আমার সঙ্গে ছিল। এখন মনে পড়িতেছে,—দাসীর সঙ্গে সঙ্গে এ দুইটাও পাই নাই।"

"আচ্ছা,—এইবার।"

এই বলিয়া, রায় বাহাদুর সহসা সূক্ষ্ম হাতখানা অমরেন্দ্র বাবুর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিলেন।

"এ কি?"

এই বলিয়া, তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ক্রোড় হইতে হাত ভূমে পতিত হইল। ভীত ও স্তম্ভিতভাবে অমরেন্দ্র বাবু সেই ভয়াবহ হাতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুলিয়া লউন,—ভাল করিয়া দেখিয়া বলুন,—এ হাত আপনার দাসীর না সেই বাঈজীর?"

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ শুষ্ক

হইয়াছিল,—তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। বিস্ফারিত-নয়নে রায় বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "অমন করিয়া আছেন কেন? দেখুন, হাত বাঈজীর না আপনার দাসীর?"

তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "কি ভয়ানক,—তাহারা এই রকমে খুন করিয়াছে!"

"তুলিয়া লইয়া দেখুন!"

"কি ভয়ানক,—বলেন কি? আমি কখনও এ হাত ছুঁইতে পারিব না,—হাতটা সুখাইয়া রাখিয়াছিল।"

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "কেবল তাহাই নহে,—আমাকে উপহার পাঠাইয়া দিয়াছে। ডাকে!—ডাক পার্শেলে!"

"কি ভয়ানক!"

"যাহারা জাল মেয়ে পুড়াইয়া,—আসল মেয়ে চুরি করিতে পারে,—তাহাদের কাছে কিছুই ভয়ানক নহে।"

এই বলিয়া, রায় বাহাদুর উঠিয়া গিয়া, হাতটা তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, "বসুন,—এ হাত চিনিবার উপায় আছে,—এই দেখুন,—এই হাতে উল্কির দাগ রহিয়াছে,—আপনার দাসীর হাতে এরূপ দাগ কখনও দেখিয়াছেন কি?"

"হাঁ,—তাহার হাতে উল্কির দাগ ছিল। দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে দিয়া, মেয়ে চুরি করিয়া, তাহাকে খুন করিয়াছে! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!"

এই বলিয়া, অমরেন্দ্রনাথ বসিয়া পড়িলেন। রায় বাহাদুর শীষ দিতে লাগিলেন। এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী একটী দ্বার

খুলিয়া গেল,—দাই খুকিকে কোলে করিয়া, সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথ লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন, "আমার—আমারই মেয়ে,—আমার বরদা——"

বালিকা প্রথমে বিস্মিতভাবে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। রায় বাহাদুর অতি তীক্ষ্মদৃষ্টিতে খুকির দিকে চাহিয়াছিলেন। খুকি অমরেন্দ্রকে চিনিতে পারে কি না, তাহাই দেখা তাঁহার উদ্দেশ্য।

অমরেন্দ্রনাথ আবার উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন, "আয় মা! আমার হারাধন কোলে আয়,—তোকে যে দেখতে পাব, কখনও মনে হয় নাই,—তোর মা কেঁদে কেঁদে আধমরা হ'য়েছে,—সেও পর্য্যন্ত উঠে না,—খায় না।"

এই বলিয়া, তিনি তাহাকে কোলে করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইলেন। খুকি তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, তাহার পর মৃদুহাস্য করিল,—তাহার পর হাত বাড়াইয়া দায়ের কোল হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "হইয়াছে,—দেও ওঁর কোলে———"

অমরেন্দ্র দায়ের কোল হইতে কন্যাকে লইয়া,—তাহাকে শত সহস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। সে তাহার ক্ষুদ্র হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। অমরেন্দ্রনাথের দুই চক্ষু হইতে দরবিগলিতধারে আনন্দাশ্রু বহিল। রায় বাহাদুর অন্য-দিকে মুখ ফিরাইলেন,—এ দৃশ্যে তাঁহার চক্ষেও জল আসিল।

অমরেন্দ্রনাথ কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া, রায় বাহাদুরের নিকটস্থ হইয়া, গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার কল্যাণে আমার হারানিধি আবার পাইলাম,—আমার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা হইল,—আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনার।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হাবার খালাস।

অমরেন্দ্র বাবু কথঞ্চিত স্থির হইলে, রায় বাহাদুর বলিলেন, "আপনার মেয়ে পাইলেন বটে,—কিন্তু আমার কাজের কোনই মীমাংসা হইল না। আমি যেখানে ছিলাম, সেই-খানেই রহিলাম।"

অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কোন বিষয় বলুন,—টাকা?"

"দিল্লি পুলিশের মত আমি নহি,—সরকার আমাকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়া থাকেন।"

অমরেন্দ্রনাথ নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি সেভাবে বলি নাই,—ক্ষমা করিবেন।"

"আমি বলিতেছিলাম,—আপনার মেয়ে মিলিল,—আমার মোকদ্দমার তাহাতে কি কিনারা হইল? আমার কাজ,—খুনি জানিয়া, বদমাইশকে ধরিয়া সাজা দেওয়া। এখন এই পর্য্যন্ত হইল যে, আপনি আপনার মেয়ে পাইলেন,—আমি বুঝিলাম, একদল বদমাইশে আপনার মেয়ে চুরি করিয়াছিল,—আপনার গহনা টাকা চুরি করিয়াছিল,—জাল মেয়ে নিমতলায় পুড়াইয়াছিল,—তাহার পর স্পষ্টতই খুন পর্য্যন্ত করিয়াছে,—অন্ততঃ আমাকে খুন করিতে চাহিতেছে,—

কিন্তু তাহারা কে,—কোথায় আছে,—তাহার সন্ধান কি হইল? লাভের মধ্যে একটা হাবা কালা হাতে পড়িল,—তাহাতে যন্ত্রণা ও ভোগাদি বাড়িল মাত্র।”

অমরেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক,—আমার দ্বারা যাহা কিছু বলুন,—করিতে রাজি আছি।”

“উপস্থিত আপনার স্ত্রীকে লইয়া আসুন,—মেয়েটীকে এইখানে এ বিষয়ের একটা কিছু যতদিন না হইতেছে,—ততদিন এখানে রাখিতে হইবে।”

“নিশ্চয়ই রাখিব। আমি আজই তাহার বন্দোবস্ত করিতেছি। মেয়ে ছাড়িয়াও আমি যাইতে পারিতেছি না,—মেয়ে লইয়াইবা যাই কিরূপে—পদে পদে শত্রু,—মহা শত্রু,—সর্ব্বদাই ভয় হয়।”

“আপনি এইখানে বাড়ী ঠিক করুন,—যাহাতে আপনার শত্রুরা,—আপনার বলি কেন,—আমার শত্রুরা,—আপনার কোন অনিষ্ট না করিতে পারে,—তাহার বন্দোবস্ত আমি করিব। আপনি আপনার স্ত্রীকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করুন——”

“যদি পথে তাহার কোন বিপদ ঘটায়?”

“তাহা যাহাতে না করিতে পারে,—তাহার জন্য বড় সাহেবকে দিয়া, দিল্লির পুলিশ সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিয়া দিতেছে। পুলিশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে,—কোন ভয় নাই।”

“তাহা হইলে, আমি এখনই সে বন্দোবস্তের জন্য যাই, মেয়ে এখানেই থাকুক।”

"মেয়ে পুলিশসাহেবের বাড়ীতে আছে,—আপনার আর কোন চিন্তা নাই।"

অমরেন্দ্র বাবু প্রস্থান করিলে,—রায় বাহাদুর বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন। শেষে রঙ্গমলকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাচ্চা কখন আসিবে বলিয়া গিয়াছে?"

"এই তাহার আসিবার সময় হইয়াছে।"

"সে আসিলেই আমার ঘরে তাহাকে পাঠাইয়া দিও।"

রায় বাহাদুর আবার বহুক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন,—তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে গিয়া, কতকগুলি সাজসজ্জা নাড়া চাড়া করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—বাচ্চা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি মৃদুস্বরে তাহাকে কি বলিলেন,—তৎপরে তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে পাঠাইয়া দিয়া,—নিজে হাবা কালা যে ঘরে ছিল,—তাহার দিকে চলিলেন।

রঙ্গমলকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন,—দ্বার খোলা হইলে দেখিলেন,—হাবা নীরবে প্রাচীরে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপুহে! ভাবিয়া দেখিলাম, তোমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া ফল কি? তাহাই চাকরকে হুকুম দিলাম, আধঘণ্টা পরে তোমার হাতের হাতকৌড়ি ও পায়ের বেড়ী খুলিয়া, তোমাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবে,—তাহার পর, তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।"

তাহার পর, রঙ্গমলকে কি বলিয়া, নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠিক অর্দ্ধঘণ্টা পরে, রঙ্গমল হাবার হাতকৌড়ি ও বেড়ী

খুলিয়া দিল,—তাহাকে ধাক্কা দিতে দিতে, বাহিরের দিকে লইয়া চলিল,—দরজার নিকট দেখিল, অমরেন্দ্র বাবু।

তিনি হাবাকে ছাড়িয়া দিতে দেখিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "একি—ইহাকে ছাড়িয়া দিতেছ?"

রঙ্গমল বলিল, "বাবু হুকুম দিয়াছেন।"

"বাবু হুকুম দিয়াছেন,—সে কি?"

"হাঁ,—এই রকম হুকুম দিয়া গিয়াছেন।"

"এত কষ্টে ইহাকে ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া? তোমার শুনিতে ভুল হইয়াছে,—তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

"তাহা কিরূপে বলিব?"

"তোমার শুনিতে ভুল হইয়াছে।"

"না,—কখন সে ভুল হয় না।"

এই বলিয়া, রঙ্গমল সবলে ধাক্কা মারিয়া, হাবাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিল।

অমরেন্দ্র এ ব্যাপারে একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া, তথায় কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার পর রঙ্গমল দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী ও চেলা।

হাবা কিয়ৎক্ষণ রাস্তায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহার পর, ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল,—বোধ হইল, যেন সে রাস্তা ঠিক করিতে পারিতেছে না,—কোথায় রহিয়াছে,—তাহাই স্থির করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সে চারিদিকে চাহিতে লাগিল,—তৎপরে ধীরে ধীরে বামদিকে চলিল।

কিয়দ্দূর গিয়া সে আবার দাঁড়াইল,—আবার চারিদিকে চাহিতে লাগিল,—অবশেষে ফিরিয়া, আবার রায় বাহাদুরের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া, দরজার ধাক্কা দিতে লাগিল।

ভিতর হইতে রঙ্গমল দ্বার খুলিয়া,—তাহাকে দেখিয়া বলিল, "ওরে বেটা শয়তান! আবার বজ্জাতি,—এখনও বজ্জাতি,—যেন আমরা কিছু বুঝি না,—দূর হ,—বেটা বদমাইশ।"

এই বলিয়া, সে সবলে তাহাকে ধাক্কা দিল,—হাবা ড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেল। রঙ্গমল ক্রোধে সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

হাবা এবার ধীরে ধীরে ডানদিকে চলিল। তাহার পশ্চাতেই একজন জটাজুট লম্বা শ্মশ্রু ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ও একটী সন্ন্যাসীর চেলা ছোট সন্ন্যাসী তাহার কমণ্ডলু ও চিমটা লইয়া চলিতেছিল। সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন; "দেলায় দে রাম।" বালক তৎপরেই সরু গলায় বলিতেছিল, "দেলায় দে রাম।"

সন্ন্যাসী ও চেলা অতি ধীর পদক্ষেপে প্রত্যেক বাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে যাইতেছিলেন,—কাজেই তাঁহারা হাবার পশ্চাতে চলিতেছিলেন, হাবা ঠিক তাঁহাদের আগে আগে যাইতেছিল।

এইরূপে বরাবর গঙ্গাতীরে আসিল,—সে বিষণ্ণভাবে গঙ্গাতরীরে বসিল,—অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার নিকটেই সন্ন্যাসী ও তাহার চেলা বসিয়া, থলি হইতে খাদ্যাদি বাহির করিয়া আহার করিতে লাগিলেন।

হাবা এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিল। সে একবার উঠিয়া গঙ্গার দিকে চাহিল,—তৎপরে আবার বসিল। তাহাকে দেখিলেই স্পষ্টতঃ বোধ হয়, সে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এই সময়ে নানা মুখ ভঙ্গি করিতে করিতে একটী পাগলী তথায় উপস্থিত হইল। তাহার চুল উষ্ক খুষ্ক,—তাহার পরিধানে শতছিন্ন বসন—হাতে পায় ছিন্ন কানি বাঁধা,—সে নাচিতেছিল,—কত অঙ্গভঙ্গি করিতেছিল,—হাত নাড়িয়া কতই বিড় বিড় করিতেছিল।

সম্মুখে যাহাকে পাইতেছিল,—তাহার সন্মুখে গিয়া হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিতেছিল.—সকলেই—হাসিয়া উঠিতেছিল।

সন্ন্যাসী ও চেলা আহার করিতেছিলেন,—তাহাদের সম্মুখে গিয়াও সে হস্ত মুখভঙ্গি করিল, সন্ন্যাসী ক্রোধচক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া, "যাও" বলিলে, সে হাসিয়া মুখ ভেঙ্গচাইয়া, হাবার প্রায় গায় গিয়া পড়িল, তৎপরে তাহার মুখের উপর কতরূপ হাত নাড়িতে লাগিল,—সন্ন্যাসী অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহা দেখিতে লাগিলেন।

পাগলী সেইরূপ ভাবে অন্য দিকে চলিয়া গেল। তখন সন্ন্যাসী চেলার কাণে মৃদুস্বরে কি বলিলেন, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পাগলী যে দিকে গিয়াছিল,—সেই দিকে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে হাবা উঠিল,—আবার ফিরিয়া সহরের দিকে চলিল,—গঙ্গার তীরে তীরে বড়বাজারের রাস্তায় পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীও উঠিয়াছিলেন। তিনি হাবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

একস্থানে একটী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া চুরুট খাইতেছিলেন ও রাস্তার লোক দেখিতেছিলেন। সন্ন্যাসী প্রায় তাহার গা ঠেলিয়া গমন করিলে, সেই ভদ্রলোক বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "বাপু,—লোক দেখিতে পাও না।"

সন্ন্যাসী বিনীতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাপ কি জিয়ে।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "ও—আচ্ছা!"

তাহার পর তিনি দ্রুতপদে রাস্তা দিয়া চলিলেন, "হাবা ও ও সন্ন্যাসী উভয়কেই অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন।"

হাবা পোল দিয়া হাবড়ার দিকে চলিল,—পোল পার হইয়া গিয়া, আবার কলিকাতার দিকে ফিরিল,—সে পোলের নিকট আসিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী—লাইন হইতে বাহির হইয়া তাহার গা ঘেসিয়া দাঁড়াইল,—সে তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে গাড়ীতে উঠিল, গাড়ীতে কেহ ছিল না।

গাড়ী দুইপদ যাইতে না যাইতে, দুইজন পাহারাওয়ালা গাড়ার মুখ ধরিল, দুইজন লম্ফ দিয়া কোচবাক্সে উঠিল, দুইজন পেছনে চড়িল

একজন ভদ্রলোক ও দুইজন পাহারাওয়ালা ভিতরে প্রবেশ করিল। একজন কোচম্যানের হাত হইতে লাগাম কাড়িয়া লইয়া গাড়ী হাকাইল—আর একজন কোচম্যানকে ধরিল।

রাস্তার লোকে কি হইয়াছে জানিবার পূর্ব্বেই গাড়ী তীরবেগে ছুটিল। হাবা নড়িবার পূর্ব্বেই আবার তাহাব হাতে হাত কৌড়ী, পায় বেড়ী পড়িয়াছিল। সে নড়িবারও সুযোগ পায় নাই।

কোচম্যান একবাব পালাইবাব উদ্যম কবিয়াছিল, কিন্তু পৃষ্ঠে কল পড়ায়, আবার নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাগলীর অনুসরণ।

হাবা ধৃত হইয়া পুলিশ আফিসে নীত হইল। রায় বাহাদুব চিন্তিতমনে গৃহে ফিবিলেন।

এদিকে বালক সন্ন্যাসী বেশী বাচ্চা পাগলরী সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রায় বাহাদুবেব তাহাকে ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল না।—তিনি হাবাকে ধরিয়া কোনই কিছু করিতে পাবেন নাই,—ববং লাঞ্ছিত ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন।

তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, বদমাইশদিগকে তিনি ধৃত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, হাবা ও পাগলী তাহাদেরই লোক। তিনি ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, হাবার সন্ধানেই—পাগলী তাহার বাড়ীর সম্মুখে ঘুরিতেছিল।—গঙ্গারতীরে সে যে, হাত নাড়িয়া, হাবাকে কি কবিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে,—তাহা যে সে তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, তাহাতেও তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না।

তিনি এক্ষণে বুঝিলেন, এই বদমাইশগণ হাতের সঙ্কেতে হাবার সহিত বেশ অনায়াসে কথা কহিতে পারে,—খুব সম্ভব, এ সঙ্কেত তাহারা ব্যতীত আর কেহ জানে না। সুতরাং তাহার নিকট কিছু অবগত হওয়া সহজ নহে।

তবে প্রয়োজন মত তাহাকে ধৃত করিবার জন্যই তিনি গঙ্গাতীরস্থ দণ্ডায়মান ডিটেকটিভকে পাহারাওয়ালা সংগ্রহ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, হাবা গাড়ী করিয়া পালায় দেখিয়া, তিনি তখন হাবাকে ধরিবার জন্য সঙ্কেত করেন। নতুবা হাবা পলাইত,—সহজে তাহার গাড়ীর অনুসরণ করা সম্ভব হইত না।

হাবাকে ধরিয়াও কোন লাভ না হওয়ায়, তিনি বাচ্চাকে কেবল পাগলীর অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাহাকে ধরিয়া আনিলেও, কেবল হাবার অবস্থা করিবে,—সে কেবলই পাগলামী করিবে, কোন মতেই কোন কথা প্রকাশ করিবে না। এই সকল লোক যে, বড়ই কঠিন ব্যাপারের,—তাহা তাঁহার বুঝিতে আর বাকি ছিল না।

এই জন্য তিনি বাচ্চাকে বলিয়াছিলেন, "কোনমতে এই পাগলীকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে দিস না,—দেখ সে কোথায় যায়। ঘুরিয়া নিশ্চয়ই শেষে কোন বাড়ীতে যাইবে,—সেই বাড়ীটায় আর কাহাকে পাহারায় রাখিয়া,—আমাকে সম্বাদ দিস।"

বাচ্চা তাহাই করিতেছিল। পাগলী কখনও ছুটে,—কখনও অতি আস্তে আস্তে যায়,—কখনও বা একস্থানে দাঁড়াইয়া,

নানা মুখভঙ্গী করিতে থাকে,—কখনও বা এক স্থানে অনেক-ক্ষণ বসিয়া থাকে। এইরূপে সে প্রায় সমস্ত দিন কাটাইল। তাহার সহিত থাকিয়া থাকিয়া, বাচ্চা হায়রাণ হইয়া পড়িল। তাহার আহার করিবার সময় পর্য্যন্ত হইল না,—সে সুবিধামত যাহা এক আধ পয়সার খাদ্যাদি কিনিয়া লইল। পাগলীর অনুসরণ করিতে করিতে তাহাই খাইতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় সন্ধ্যা হইল। তখন প্রায় সমস্ত সহর ঘুরিয়া,—আবাব গঙ্গাতীরে আসিল। বাচ্চা কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না,—কিন্তু ছিনা জোঁকের ন্যায় পাগলার সঙ্গ ছাড়িল না।

পাগলী গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়া পড়িল,—অনেকক্ষণ তথায় নীরবে বসিয়া রহিল,—ক্রমে রাত্রি হইল,—একে একে গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা সে উঠিয়া, গঙ্গার দিকে ছুটিল,—একেবারে গঙ্গার জলে নাবিল,—অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিল,—বাচ্চা অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল,—তবে তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল,—কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। সে বুঝিল, পাগলী তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া, পলাইবার চেষ্টায় আছে। সে তখন অগত্যা নিজেও জলে নাবিল।

পাগলী ক্রমে জলের ভিতর দিয়া, একঘাট উত্তীর্ণ হইয়া, অন্য ঘাটে যাইতেছিল,—অন্ধকারে প্রায় দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। সমস্তদিন এত কষ্ট দিয়া পলাইবে? বাচ্চাও সহজ ছেলে নহে। সে সন্তরণে অদ্বিতীয় ছিল,—সেও সাঁতার ধরিল,—সাঁতার দিয়া পাগলীর অনুসরণ করিতে লাগিল।

সহসা পাগলী ডুব দিল,—সে কোথায় গেল, দেখিবার জন্য দাঁড়াইল,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কে জলের ভিতর পা ধরিল,—সে চীৎকার করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই,—কে তাহাকে টানিয়া জলের ভিতর লইয়া গেল।

কে তাহাকে জলের ভিতর ডুবাইয়া লইয়া যাইতেছে,—সে দেখিবার চেষ্টা পাইল,—কিন্তু এইমাত্র বুঝিল, একটা লোক তাহার পা ধরিয়া, জলের ভিতর টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আন্দাজে বুঝিল, নিশ্চয়ই সে পাগলী,—তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে।

অন্য কেহ হইলে, এতক্ষণ দম বন্ধ হইয়া ডুবিয়া মরিত, কিন্তু সে অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পারিত,—তাহাই এ যাত্রা রক্ষা পাইল। তবে তাহার রক্ত যেন মাথায় উঠিতে লাগিল। সে চারিদিকে এক অত্যাশ্চর্য্য আলোক দেখিতে লাগিল।

সে কতক্ষণ জলের ভিতর ডুবিয়া ছিল, তাহা সে জানে না। সহসা সে তাহার পা ছাড়িয়া দিল। সে পরমুহূর্ত্তেই জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কিছুই দেখিতে পাইল না।

যখন তাহার চক্ষু পরিষ্কার হইল,—তখন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। বুঝিল, সে গভীর জলে প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। অন্ধকারে কাহাকেও কোনদিকে দেখিতে পাইল না। দূরে তীরে গ্যাসের আলোকগুলি মিটি মিটি জ্বলিতেছে, তাহাই দেখিল। তখন সে অতি কষ্টে সাঁতার দিয়া, তীরের দিকে চলিল।

সে তীরে উঠিয়া সে যে, আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার জন্য দুঃখিত হইল না। পাগলী পলাইল, সমস্ত দিন এত কষ্ট দিয়া, শেষ এইরূপে পলাইল,—সে এই ভাবিয়াই প্রাণে নিতান্ত কষ্ট পাইল। রায় বাহাদুর কি বলিবেন? তিনি কি ভাবিবেন? হয়তো তিনি তাহার কথা বিশ্বাস করিবেন না।

প্রথমে তাহার তাঁহার সহিত দেখা করিতে ভয় হইতে লাগিল। অবশেষে সে স্পন্দিতহৃদয়ে তাঁহার বাড়ী চলিল। তাঁহার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া ভয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিল না। দ্বারের নিকট ঘুরিতে লাগিল। সহসা তাহার স্কন্ধে কে হস্ত দিয়া বলিলেন, "কি বাচ্চা,—খবর কি?"

বাচ্চা কাঁদিয়া ফেলিল। রায় বাহাদুর বিস্মিত হইলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একি খুন বা অখুন?

রায় বাহাদুর বাচ্চাকে জলে আপ্লুত দেখিয়া, রঙ্গমলকে ডাকিলেন। তাহাকে কাপড় ছাড়াইয়া, আহার দিতে বলিলেন।

রঙ্গমল স্তম্ভিত প্রায় বাচ্চাকে লইয়া প্রস্থান করিলে,—রায় বাহাদুর নিজেও বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া, নিজ গৃহে শুইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীবেশ ত্যাগ করিয়া, পুলিশ আফিসে গিয়াছিলেন।

সেখানেও কোন কাজ হয় নাই। লাভের মধ্যে বড় সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "রায় বাহাদুর! এইবার তোমার রায় বাহাদুরত্ব যায় বোধ হয়।"

তিনি হাবাকে একপাশে আনিয়া, অনেক হাত মুখ নাড়িয়া, অনেক সঙ্কেত করিয়াছিলেন,—কিন্তু কোনই কাজ হয় নাই। সে কিছুই শুনিতে পায় না,—কিছুই বুঝিতে পারে না,—কিছুই বলে না। বুঝিলেও হয়তো কোন উত্তর দেয় না।

এই হাবাকে কলিকাতায় পূর্ব্বে আর কেহ কখনও দেখিয়াছে কিনা, তিনি থানায় থানায় সে জন্য লিখিলেন। তৎপরে এক ইস্তাহার ও চেহার দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। যদি কেহ আসিয়া, তাহাকে চিনিতে পারে,—এই আশায় তিনি সকলকে পুলিশ আফিসে ইহাকে দেখিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

হাবার বিষয় এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, তিনি গাড়োয়ানকে ধরিলেন। সে বলিল, "একটী বাবু আমাকে একটী টাকা দিয়া বলিলেন যে, আমার একটী আত্মীয় আসিবেন,—তাঁহার এই রকম পোষাক পরা,—তিনি হাবা ও কালা,—এই জন্য তোমাকে আগেই ভাড়া দিয়া যাইতেছি। তিনি তো কথা কহিতে পারিবেন না। তাঁহার সঙ্গে কথা আছে এই খানে তাঁহার জন্য গাড়ী থাকিবে,—তিনি আসিয়া গাড়ী খুঁজিলে, তুমি তাঁহার কাছে গাড়ী লইয়া গেলেই, তিনি বুঝিতে পারিবেন, গাড়ীতে উঠিয়া বসিবেন,—তখন তাঁহাকে লইয়া সেয়ালদা পৌঁছাইয়া দিও। তোমায় কতক্ষণ তাঁহার জন্য দেরি করিতে

হইবে ঠিক নাই,—তাহাই একটাকা দিয়া গেলাম। যদি নিতান্ত বেশী দেরি হয়, ভাড়া বিবেচনা করিয়া দিব। হুজুর, আর আমি কিছু জানি না,—দোহাই আপনার। সেখানে আরও গাড়োয়ান ছিল, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন,—তাহারা সকলেই এ কথা শুনিয়াছিল,—আমি আর কিছু জানি না। হাবা কোথায় থাকে,—সে লোক কোথায় থাকে, আমি তাহার কিছুই জানি না।"

অনুসন্ধানে রায় বাহাদুর জানিলেন যে, লোক ও টাকাসম্বন্ধে এ যাহা বলিতেছে—তাহা সত্য,—তবে ইহার নাম ধাম, ইহার মনিব-কে জানা গিয়াছে,—সুতরাং ইহার উপর নজর রাখিলে, এ যদি তাহাদের দলের লোক হয়,—তাহা হইলে তাহাদের ধরা বা তাহাদের আড্ডা জানা বড় কঠিন হইবে না।

তিনি এ বন্দোবস্তও করিলেন। এই সকল স্থির করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। একটু ব্যস্ত না হইয়া, কোন গতিকে গাড়ীখানার অনুসরণ করিলে, নিশ্চয়ই সেয়ালদহ ষ্টেশনে তিনি ইহাদের দলপতিকে ধৃত করিতে পারিতেন। সুবিধা হাতে আসিয়াও কাজ হইল না দেখিয়া, তিনি মনে মনে দুঃখিতও হইলেন। কিন্তু যাহা হইয়াগিয়াছে, তাহার জন্য অনুতাপ করা বৃথা। যাহাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে।

তবে খুব সম্ভব বাচ্চা পাগলীকে ছাড়ে নাই। এপর্য্যন্ত তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া কেহ পলাইতে পারে নাই। রায় বাহাদুর জানিতেন, এবারও পারিবে না।

তবে তাহার অবস্থা দেখিয়া, তিনি তখনই বুঝিলেন যে,

বাচ্চাও এবার হারিয়াছে? পাগলী তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া পালাইয়াছে। তিনি হতাশভাবে শুইয়া পড়িলেন। জীবনে তিনি অনেকানেক অনুসন্ধান করিয়াছেন,—কিন্তু কোন বিষয়েই এরূপ হতাশ হন নাই।

রঙ্গমল বাচ্চাকে আহারাদি করাইয়া তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইল। সে বাত্যাতাড়িত বংশপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিল! সে ভাবিয়াছিল এবার রায় বাহাদুর তাহার অস্থি মজ্জা একস্থানে রাখিবেন না।

কিন্তু রায় বাহাদুর প্রথম তাহার সহিত কথা কহিলেন না। রঙ্গমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমরেন্দ্র বাবু আসিয়াছিলেন?"

"হাঁ—যখন হাবাকে বাহির করিয়া দি,—সেই সময়ে তিনি আসিয়াছিলেন।"

"সকালে?"

"হাঁ—সকালে।"

"আর কখন আসিবেন, কিছু বলিয়া গিয়াছেন?"

"না—কিছুই নয়।"

"তিনি দর্জ্জিপাড়ায় অবিনাশ বাবুর বাড়ী আছেন—তাহাকে এখনই ডাকিয়া আন,—অবিনাশ বাবুকেও সঙ্গে আসিতে বলিবে,—বিশেষ দরকার বলিবে—এই রাত্রেই আসা চাই।"

"এখনই চলিলাম।"

এই বলিয়া রঙ্গমল চলিয়া গেল। রায় বাহাদুর কথা কহিতে-ছিলেন রঙ্গমলের সহিত,—কিন্তু বরাবর বঙ্কিম নেত্রে বাচ্চার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

রঙ্গমল প্রস্থান করিলে তিনি বাচ্চাকে সস্নেহে বলিলেন,

"বসো বাচ্চা,—শুনি তোমার কি হইল? ভাবে বুঝিয়াছি পাগলী পলাইয়াছে।"

বাচ্চা ক্রন্দনস্বরে বলিল, "হাঁ,—আমার কোন দোষ নাই।"

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "তোমার যে অবস্থা—আমারও প্রায় সেই অবস্থা! তোমার উপর রাগ করিবার আমার অধিকার নাই। পলাইল,—কিরূপে?

যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বাচ্চা সমস্তই রায় বাহাদুরকে বলিল, শেষ বলিল, "আর একটু হইলে আমার দম বন্ধ হইত।"

রায় বাহাদুর মনে মনে শিহরিলেন, তিনি বুঝিলেন বদমাইশগণ তাহাকে হত্যা করিতেই ইচ্ছা করিয়াছিল,—বাচ্চা না হইয়া অন্য কেহ হইলে, সে নিশ্চয়ই দম বন্ধ হইয়া মরিত! এই সকল ভয়ানক দুর্ব্বৃত্তগণকে শীঘ্র ধরিতে না পারিলে, তাঁহারও যে প্রাণের বিশেষ আশঙ্কা আছে, তাহা মনে মনে বুঝিলেন।

তিনি বালককে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "বাচ্ছু বদমাইশের দশদিন,—সাধের একদিন। আজ আমরা হারিলাম, কাল হারিব না। এই নে আর একটাকা,—আজ খুব জীলাপী পেড়া টেরা খেয়ে আয়,—দু তিন ঘণ্টার মধ্যে ফেরা চাই, কাজ আছে।"

টাকা হাতে পড়িলে বাচ্চার চক্ষের জল ছাপাইয়া মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল, "আমি এখনই হাজির হইব। এবার সে মাগীকে দেখিতে পাইলে তাহার পা কামড়াইয়া থাকিব—এবার দেখি সে কেমন করিয়া পলায়?

বাচ্চা যে দংশনবিদ্যায় মহা পারদর্শী ছিল, তাহা রায় বাহাদুর বিশেষ জানিতেন,—হাসিয়া বলিলেন, "তাহা আমি জানি,—খুব জানি।"

বাচ্চা চলিয়া গেলে,—রায় বাহাদুর মনে মনে বলিলেন, "একেবারে এ বিষয়ে যে কিছু হয় নাই,—তাহা বলিতে পারি না। প্রথমে আমরা বিডন গার্ডেনে এক বেওয়ারিশ পাল্কি পাই,—পাল্কির ভিতর এক অজ্ঞান শিশু,—দ্বিতীয় রক্তাক্ত বিছানা,—তৃতীয় রেশমী সাড়ী,—চতুর্থ ঐ সার্ট,—পঞ্চম সুন্দর ছোরা,—ষষ্ঠ ছড়ি,—তাহার পর সপ্তম ডাক-যোগে এক ছিন্ন শুষ্ক হাত।"

"বেশ,—প্রথমে আমরা এ সকল বিষয়ের কিছুই জানিতাম না। কাহার শিশু,—কাহার ছড়ি,—কাহার কি কিছুই জানিতাম না। এখন আর এ কথা বলিতে পারি না।"

"কারণ,—প্রথম নম্বর শিশুর পিতাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি। মেয়েটী যে অমরেন্দ্র বাবুর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"বেশ ভাল,—সার্ট ও ছড়ি অমরেন্দ্র বাবু নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—সাড়ীখানি দিল্লির একজন বাঈজীর পরিধানে তিনি দেখিয়াছিলেন,—হাতখানা তাঁহার দাসীর বলিয়া, সনাক্ত করিতেছেন।"

"এখন পাল্কি, রক্তমাখা বিছানা ও ছোরা,—ইহাতে ও ছিন্নহস্তে বোধ হয় যে, একটা খুন হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, খুন হইয়াছে কে?"

স্পষ্টতঃ মনে হয় দাসী। সেই মেয়েটী লইয়া, গাড়ী হইতে সার্ট, ছড়ি, গহনা প্রভৃতি লইয়া, নামিয়া পলায়,—ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, অন্য লোকের সাহায্যে এ কাজ করিয়াছিল। তাহারা যে সিঁড়ি দিয়া গাছে উঠিয়া ফল পাড়িয়াছিল,—সে সিঁড়ি যে নষ্ট করিয়া ফেলিবে,—তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইজন্য বলি সেই বদমাইশগণ তাহাদের কার্য্যোদ্ধার হইলে, দাসীকে পাল্কি মধ্যে হত্যা করিয়াছে,—অথবা অন্যত্র তাহাকে হত্যা করিয়া, তাহার রক্তাক্ত শয্যা পাল্কিতে রাখিয়া পালাইয়াছে। ইহাই অধিক সম্ভব!"

"তাহার পর কথা হইতেছে তাহাই যদি হয়, তবে তাহারা শিশুটাকে পাল্কিতে রাখিয়া গেল কেন? সম্ভব তাহারা ভাবিয়াছিল শিশু মরিয়াছে,—সুতরাং তাহারা এইরূপ ভাবে শিশুর দেহ নিজ স্কন্ধ হইতে সরাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহারা দাসীর বড় দেহটা বেমালুম গুম করিল,—তাহারা শিশুর দেহটাও তাহার সঙ্গী করিতে অনায়াসে পারিত। ইহাতে একটা গুরুতর কথা উঠিতেছে—যথার্থই কেহ খুন হইয়াছে—না আদৌ খুনের ব্যাপার নহে। একি খুন বা অখুন?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আলোচনা।

বহুক্ষণ নীরবে চক্ষু মুদিত করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। তৎপরে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া বলিলেন, "এ ব্যাপারের যখন এতদূর আলোচনা করা গেল, তখন আরও একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।"

"এই সকল কাজ একজনে করিয়াছে সম্ভব নহে, সুতরাং একটা দল আছে ধরিয়া লইতে হইবে। ইহারা মেয়েটীকে যে লইবে, তাহার পূর্ব্ব হইতে বন্দবস্ত করিয়াছিল,—যথা প্রমাণ নিমতলা ঘাটে চুরির পূর্ব্ব রাত্রে ঐ নামে জাল মেয়ে দাহ করা।"

"সুতরাং তাহাদের উদ্দেশ্য মেয়ে চুরি,—সঙ্গে সঙ্গে যথা সম্ভব গহনা টাকা প্রভৃতি লওয়া,—মেয়ে চুরিটীই প্রধান।"

"মেয়ে চুরি করিয়া যে, তাহা হইতে অর্থ লাভ করা এ উদ্দেশ্য ইহাদের নহে। যদি তাহা হইত,—তাহা হইলে ইহারা মেয়েটাকে মৃত অবস্থায় পাল্কিতে ফেলিয়া যাইত না। বরং মেয়েকে লুকাইয়া রাখিত,—যাহাতে তাহার উপলক্ষে যে কোন উপায়ে যথেষ্ট অর্থলাভ করিতে পারে,—তাহারই চেষ্টা পাইত। যখন ইহার কিছুই তাহারা করে নাই,—তখন বুঝিতে হইবে মেয়ে চুরি করিয়া মেয়ের বাপ মাকে জব্দ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থলাভ এই কাণ্ডের মূল ভিত্তি নহে,—মূল ভিত্তি, রাগ, বিষ,—বিদ্বেষ—হিংসা। কাজেই আমরা বুঝিলাম সুলোচন বাবুর এই কাজ। অর্থলোভে

সেই মহাত্মা আর অনেকের সর্ব্বনাশ সম্ভবমত করিয়াছেন—এখনও করিতেছেন বা চেষ্টা পাইতেছেন,—তবে এ ব্যাপারের মুল উদ্দেশ্য অর্থলোভ নয়।”

“থাক,—এখন এই পর্য্যন্ত পাকা স্থির হইয়াছে। আরও জানা যাইতেছে যে ইহার সঙ্গে একটী বাঈজী গুণবতী আছেন, সেই দাসীটী যদি খুন না হইয়া থাকে,—তবে সেও আছে। আমি স্বচক্ষে সেই মহাত্মা সুলোচন বাবুকে দুইবার দেখিয়াছি। একবার এই ঘরে,—আর একবার বাইসাইকেলে,—তাহার পর স্ত্রীলোকও আমরা তিনটী দেখিয়াছি। একটী বৃদ্ধা সাজিয়া, আমার অতি মুর্খ ভৃত্য রঙ্গমলের চক্ষে ধূলি দিয়া, রাত্রে এই বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিল,—দ্বিতীয় এক রঙ্গিণীকে আমি বাইসিকেল হইতে দেখিতে পাই,—তৃতীয় অদ্য এই আর এক পাগলীকে দেখিয়াছি। সেই বাঈজী যদি এত সাজ ধরিতে পারে, তাহা হইলে সে আমার মুখে চূণ কালী দিয়াছে,—আমি শতবার তাহার পায়ের ধূলা লই।”

“এতদ্ব্যতীত ইহার দলে আরও লোক আছে—তাহাদের একজন আমাদের হস্তগত হইয়াছে—যথা হাবা। এখন কর্ত্তাকে, গিন্নিকে, এবং অনুচর অনুচরীগণকে ধরিতে হইবে! শীঘ্র না ধরিলে আমার প্রাণও সঙ্কটাপন্ন,—আমার বাচ্চাকে আজ সারিয়াছিল আর কি?”

এই জন্য বলিতেছিলাম যে রূপ অন্ধকার হইতে খুঁজ আরম্ভ করিয়াছিলাম,—তাহাপেক্ষা অনেক জানিয়াছি। এখন জানা প্রয়োজন দাসী যথার্থ খুন হইয়াছে কিনা,—এ ব্যাপারটা যথার্থ খুন বা অখুন।

হাত ও রক্তমাখা বিছানা দেখিলে, খুন বলিয়াই বোধ হয়,—কিন্তু খুনই যে নিশ্চয়, তাহা বলা যায় না। ইহাও হইতে পারে, গাড়ী হইতে পলাইবার সময় পড়িয়া গিয়া,—দাসীর হাতখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—ইহারা কোন ডাক্তারকে দিয়া, দাসীর হাতখানা কুনুই পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। সুতরাং দাসী এখন হস্তকাটা হইয়া আছে।

রায় বাহাদুর হো হো করিয়া আপনা আপনি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এ মোকদ্দমা যখন আদালতে উঠিবে, তখন বাহবা দৃশ্য হইবে,—আসামী হাতকাটা,—হাবা,—পাগলী আর আমার ঘরে যে রকম পায়ের দাগ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে একজন এক পেয়েও আছে বলিয়া বোধ হয়——"

"আমরা চার রকমের চার বিরহিনী।"

এই বলিয়া, রায় বাহাদুর গান ধরিলেন। তাঁহার গানে চারিদিক আলোড়িত হইয়া উঠিল। রঙ্গমল উঁকি মারিয়া দেখিল,—সে জানিত,—তাহার বাবু বিনা উদ্দেশ্যে কিছুই করেন না।

এই সময়ে অমরেন্দ্র বাবু তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আপনাকে বিরক্ত করিলাম না তো?"

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে অবিনাশ বাবু প্রবেশ করিলেন।

রায় বাহাদুর সঙ্গীত বন্ধ করিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "বিরক্ত! বলেন কি? আপনাদের আমিই ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তবে একাকী থাকায় একটু সঙ্গীতস্পৃহা মনে উদিত হইয়াছিল,—তাহাও আপনার মোকদ্দমাসম্বন্ধে।"

এই বলিয়া, রায় বাহাদুর আবার ধরিলেন :—

"আমরা চার রকমের চার বিরহিনী।"

অমরেন্দ্র বাবু ও অবিনাশ বাবু উভয়েই হাসিতে লাগিলেন। অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এ মোকদ্দমাসম্বন্ধে এ গানের সম্বন্ধ কি?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আপনার মোকদ্দমায় আমরা চার আসামীর সন্ধান পাইয়াছি। এক হাবা—"

"তাইতো দেখিলাম।"

"দ্বিতীয় হাতকাটা।"

"সে কি?"

"মনে করুন আপনার দাসী।"

"হাতকাটা?"

"হাঁ,—অনুমান করিতেছি।"

এই বলিয়া, দাসীর হাতকাটা সম্বন্ধে তিনি যাহা স্থির করিয়াছিলেন,—তাহা বলিলেন। শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ইহাও সম্ভব।"

রায় বাহাদুর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "নম্বর তিন পাগলী।"

"সে কে?"

পাগলী সম্বন্ধেও তিনি সকল কথা বলিলেন। বলিয়া বলিলেন, "নম্বর চার,—এক পেয়ে।"

"সে আবার কে?"

"অনুমান।"

এই বলিয়া, তিনি আবার গান ধরিলেন :—

"চার রকমের চার বিরহিনী।"

সহসা তিনি অমরেন্দ্র বাবুকে সবলে ধাক্কা মারিলেন,—তৎপরে বাপ বলিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলেন। তৎপর মুহূর্ত্তেই এক পিস্তল: আওয়াজে চারিদিক আলোড়িত হইয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে একটা লোকের তর্জ্জন গর্জ্জন ও ক্রোধব্যঞ্জক শব্দ,—তাহার সঙ্গে এক বালকের আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইল।

রায় বাহাদুর লম্ফ দিয়া উঠিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাহাকে রায় বাহাদুর এইরূপ ভাবে ধাক্কা মারায় তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন, না হাসিবেন, স্থির করিবার পূর্ব্বেই, রায় বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, "ঐ পিস্তল লউন,—আমার বাচ্চাকে মারিয়া ফেলিল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এক পেয়ে।

যে যাহা সম্মুখে পাইলেন, তাহাই লইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে বাহিরের দিকে ছুটিলেন। বৃহৎ ডাণ্ডা লইয়া, রঙ্গমলও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখন রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়াছে,—পথে জনমানব নাই।

তাহারা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একটা কি দুইটা লোক কুণ্ডলী পাকাইয়া গড়াইতেছে। তাহাদের স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না,—তাহারা মানুষ কি তাহাও তাঁহারা [illegible] বুঝিতে পারিলেন না। সেই গোলাকার কুণ্ডলীর ভিতর হইতে একটা অব্যক্ত ভয়াবহ শব্দ নির্গত হইতেছে।

নিমিষ মধ্যে রায় বাহাদুর নিকটে গিয়া হস্তস্থ পিস্তলের বাঁট দিয়া সবলে কাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন,—তখন এক ব্যক্তি উঠিয়া তাঁহাকে এক কাষ্ঠ যষ্টিতে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহার যষ্টি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার পূর্ব্বেই রায় বাহাদুর তাহাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন,—তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী বালকও দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

এই সময়ে রঙ্গমল আসিয়া লোকটার গলা টিপিয়া ধরিল,—অমরেন্দ্র ও অবিনাশ বাবু তাহার দুইহাত সবলে চাপিয়া ধরিলেন। রায় বাহাদুর তাহার হাত হইতে যষ্টি কাড়িয়া লইলেন।

তখন তাঁহারা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, একটী বালক সেই ব্যক্তির এক পা মর্ম্মান্তিক কামড়াইয়া আছে। তাহার মস্তক মুখ হইতে অজস্র রক্ত নির্গত হইতেছে,—স্পষ্টতই লোকটা তাহার যষ্টি দিয়া বালককে ক্রমান্বয়ে প্রহার করিয়াছে,—আর একটু হইলে তাহার প্রাণ নাশ করিত।

সকলে দেখিলেন সে বাচ্চা। রায় বাহাদুর অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত বাচ্চাকে অতি কষ্টে তাহার বিষম কামড়ান ছাড়াইলেন,—তাহাকে এক পাশে প্রাচীরে ঠেস দিয়া বসাইয়া,—তিনি লোকটার দিকে ফিরিলেন।

তাহার আর নড়িবার চড়িবার সাধ্য ছিল না। রঙ্গমল তাহার গলা মর্ম্মান্তিক ধরিয়াছে—তাহাতে তাহার প্রায় দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। অমরেন্দ্র ও অবিনাশ বাবু তাহাকে সবলে চাপিয়া আছেন।

তখন সকলে দেখিলেন তাহার এক পা নাই। তাহার

এক পা কাটা,—একটা কাঠের পা তাহাতে সংলগ্ন ছিল,—লোকটা সেই পা খুলিয়া লইয়া সেই কাঠে বালককে প্রহার করিতেছিল,—কিন্তু বাচ্চা তাহাতেও তাহার মর্ম্মান্তিক কামড়ান ছাড়ে নাই। রক্তারক্তি, অর্দ্ধমৃত হওয়া সত্বেও ছাড়ে নাই।

সকলেই হাঁপাইয়াছিলেন, কাহারই কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রথমে রায় বাহাদুর কথা কহিলেন, বলিলেন, "এই যে আমার এক পেয়ে বন্ধুকে এত দিনে পাওয়া গিয়াছে! বন্ধুকে রাজপথে রাখা আর ভাল হয় না,—সকলে ধরাধরি করিয়া ইহাকে বাড়ী লইয়া চল। আমি আমার বাচ্চাকে লইতেছি।"

এই বলিয়া তিনি বাচ্চার দিকে ফিরিলেন,—কিন্তু তৎপরে বলিলেন, "বন্ধুর আমার পিস্তলটী কোথায়?"

তিনি তখন চারি দিকে পিস্তলটী খুঁজিতে লাগিলেন। নিকটেই ফুটপাতের নীচে একটা পিস্তল পড়িয়াছিল,—রায় বাহাদুর সেটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "হইয়াছে,—এখন এক পেয়ে বন্ধুকে ভিতরে লইয়া যাওয়া যাউক।"

রঙ্গমল, অমরেন্দ্র ও অবিনাশ বাবু লোকটাকে ভিতরে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কার্য্য সহজ হইল না। লোকটার এক পা ছিল না বটে, কিন্তু তাহার গায় অসীম বল। সে প্রাণপণে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। দুই তিনবার তাহাদের ভূমিসাৎ করিল,—অগত্যা রায় বাহাদুর বাচ্চাকে সেই খানেই রাখিয়া তাহাদের সাহায্যে আসিলেন।

তখন তাঁহারা চারি জনে তাহাকে অনেক কষ্টে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তাহার হাতে হাতকোড়ি লাগাইলেন। কোমরে

এক বৃহৎ সুদৃঢ় রজ্জু বাঁধিয়া গরাদের সহিত বদ্ধ করিলেন। তখন লোকটা নিরুপায় দেখিয়া নিরস্ত হইল। বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

রায় বাহাদুর বাহিরে গিয়া ক্রোড়ে করিয়া বাচ্চাকে আনিলেন। রঙ্গমলকে দিয়া জল আনাইয়া তাহার ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া বাঁধিয়া দিলেন,—তৎপরে তাহাকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইলেন। বাচ্চা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল।

রায় বাহাদুর তখন বলিলেন, "দেখিতেছি আমার গোয়েন্দার রত্ন বাচ্চা নিজের প্রাণ প্রায় দিয়া আমাদের আজ রক্ষা করিয়াছে। না হইলে এক পেয়ে বন্ধু আজ আমাদের জীব-লীলার অবসান করিত। আজ বাচ্চা দুই দুইবার বাঁচিয়া গেল,—তবে জানি বাচ্চা আমার অমর।"

বাচ্চা কষ্টে বলিল, "ছেলে বেলা হতে কেবলই যার তার কাছে মার খাইতেছি। হাড় বেমালুম শক্ত হইয়া গিয়াছে, না হলে বেটার হাতে রক্ষা পেতাম না।"

তাহার কথায় কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "বাচ্চা আমার রত্ন।"

তাহার পর তিনি এক পেয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাজ কতক আগাইয়াছে,—অন্ততঃ দুইজন আসামী ধরা পড়িয়াছে,—দুই বেটা বদমাইশ ধৃত হইয়াছে। বাপু হে, তুমি তো হাবাও নও,—কালাও নও,—একবারটী মুখ দিয়া নিজের নাম ধামটী—বল দেখি।"

সে কথা কহিল না। বিকট ভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল।

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "রায় বাহাদুর ওরূপ পরম সুন্দর চাহনি অনেক দেখিয়াছে। যখন মহাশয়ের বাক্‌শক্তি আছে, তখন মহাশয়কে কথা কহান কঠিন হইবে না।"

তাহার পর তিনি অমরেন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি, এই মহাত্মাকে চিনিতে পারেন কি না?"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহাই ইহাকে দেখা পর্য্যন্ত ভাবিতেছি,—যেন ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি,—ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না।"

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "শক্ত,—দেখিতেছেন না,—আমাদের বন্ধু মুখের কি মনোহর ভঙ্গিমা করিতেছেন! স্বাভাবিক মুখ ইহার যে কি, তাহা স্থির করা সহজ নয়। ইনি যদি কয়েদ খালাসী না হন,—তবে আমার একটির গোয়েন্দাগিরি করা বৃথা হইয়াছে। কালই ইহার সুবৃহৎ ইতিহাস অবগত হইতে পারিব।"

অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। বলিলেন, "কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না। তবে ইহাকে যে কোথায় দেখিয়াছি, তাহা ঠিক।"

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "তাড়াতাড়ি নাই। ক্রমে মনে হইবে। এখন বাচ্চা আমাদের প্রাণ কিরূপে আর্জ রক্ষা করিয়াছে,—তাহাই শোনা যাক।"

তিনি বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাচ্চা! তুমি কিরূপে আমাদের বন্ধুর পা কামড়াইয়া ধরিয়াছিলে,—তাহাই শুনি।"

[illegible] পরিচ্ছেদ।

বাচ্চার কথা।

[illegible] বলিল। বলিল, "আমাকে যত শীঘ্র হয়, ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন,—আমিও প্রায় দুঘণ্টা আগে ফিরিয়াছিলাম। কিন্তু দূর হইতে দেখিলাম, একটা লোক আপনার জানালায় উঁকি মারিতেছে,—সন্দেহ হওয়ায়, আমি বাড়ী না আসিয়া, দূরে অন্ধকারে লুকাইয়া, লোকটা কি করে দেখিতে লাগিলাম।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "রত্ন আমার।"

বাচ্চা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া,—বলিল, "দেখি লোকটা জানালা হইতে সরিয়া গেল,—আমিও অন্ধকারে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তখন রাস্তায় অনেক লোক চলা ফেরা করিতেছিল,—সে আমাকে লোকের ভিড়ে দেখিতে পাইল না,—আর আমিও দেওয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া দেখিলাম, লোকটার কাঠের পা।"

"আহার পুত্র! বাচ্চার সঙ্গে টেরিয়ার কুকুরও পারে না। একবার গন্ধ পাইলে, শিকার আর কোথায় যায়?"

"এই রকমে লোকটা প্রায় দুঘণ্টা আপনার বাড়ীর সম্মুখে ঘুরিল। যেন অন্য কাহারও জন্য দাঁড়াইয়া আছে,—লোকে তাহাকে বড় দেখিল না। এই সময়ে [illegible] একবার জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলেন,—লোকটাকে [illegible]

সাবধানে অন্ধকারে অন্ধকারে জানালার কাছে আসিব,—এই সময়ে আপনি জানালা হইতে সরিয়া গেলেন।”

“না হইলে, অদ্য ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল।”

অমরেন্দ্রনাথ বাবু বলিয়া উঠিলেন, “কি ভয়ানক! আপনি সেই সময়ে জানালা হইতে না সরিলে, লোকটা নিশ্চয়ই আপনাকে গুলি করিত।”

বাচ্চা বলিয়া উঠিল, “পারিত না,—আমি ছিলাম কি জন্য?”

রায় বাহাদুর বলিলেন, “নিশ্চয়,—নিশ্চয়। অমরেন্দ্র, বদমাইশ ধরিবার জন্য সরকার,—আমাদের রাখিয়াছেন,—সুতরাং সর্ব্বদাই প্রাণ হাতে করিয়া কাজ করিতে হয়। ও সব গা সওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহার পর বাচ্চা তুমি কি হইল?”

“আপনি ভিতরে গিয়া পান করিতে লাগিলেন,—লোকটাও অন্ধকারে সরিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে রাস্তায় আর লোক চলাচল রহিল না।”

“কেবল তুমি আর আমার এই বন্ধু।”

“হাঁ,—ও আমাকে মোটেই দেখিতে পায় নাই,—আমি ছোট কিনা।”

“ঐ জেইতো কথা।”

“আমি ওর একেবারে কাছে অন্ধকারে লুকাইয়াছিলাম,—কিছু জানিতে পারে নাই। আমার পায়ের শব্দ হয় না,—তাতো জানেন।”

“খুব জানি।”

"এই সময়ে এই দুই বাবু আপনার 'বাড়ী এলেন। তখন এক পেয়ে খোঁড়া জানালার কাছে আরও আসিল,--রাস্তায় কেহ ছিল না,—সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কোন দিকে কেহ নাই,—আমি যে অন্ধকারে তাহার—প্রায় পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়াছিলাম,—তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই।"

"বহুত আচ্ছা।"

"সে অনেকক্ষণ জানালার দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার পর একটা পিস্তল বাহির করিল,—তখন আমি বেটার বদমতলব বুঝিলাম।"

"তাহার পর ?"

"সে পিস্তল জানালার দিকে তাগিল,—অমনি আমি উঠিয়া লাফ দিয়া তাহার হাতে এক চুঁ মারিলাম। জানেন তো আমার চুঁ কি রকম ?"

"বহুত আচ্ছা—বাচ্চা আমার।"

"পিস্তলটা আওয়াজ হইয়া গেল,—তবে আমি যে রকম তাহার হাতে চুঁ মারিয়াছিলাম, তাহাতে নিশ্চিত জানিতাম সে গুলি আকাশের দিকে গিয়াছে——"

"অন্ততঃ আমাদের অঙ্গে বিদ্ধ হয় নাই।"

"সেই চুঁতে-পিস্তলটাও তাহার হাত থেকে দূরে গিয়া পড়িল। সে হঠাৎ নীচের দিক হইতে চুঁ খাইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। মুখ নীচে করিল,—কিন্তু আমি তখনই তাহার কাঠের পায়ে একল্যাং মারিলাম,—সে ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল।"

"জেলারে মোর বাপ্।"

"তাহার পরই আমি তাহার পা কামড়াইয়া ধরিলাম। জানেন তো আমার কেমন কামড় ?"

"অন্ততঃ এখন দেখিয়াছি।"

"তাহার পর সে আমায় গলা ধরিতে চেষ্টা পাইল,—কিন্তু আমি পেছন থেকে তাহাকে কামড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। আমাকে ধরিতে পারিল না। সে যত ফিরে ঘুরে, ততই আমার দাঁতে দাঁত বসিতেছিল,—আমিও তাহার সঙ্গে ঘুরিতেছিলাম। বেটা জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ও গজরাইতে লাগিল।"

রায় বাহাদুর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এক পেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া বিকট শব্দ করিয়া উঠিল।

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "বাপু হে,—তোমাকে স্বীকাব করিতে হইবে যে, তোমার মত বদমাইশের রাজাকে আমার ধনুর্দ্ধর বাচ্চা পরাজয় করিয়াছে—এখন রাগ করিলে কি হইবে।"

বাচ্চা বলিল, "তখন বেটা পায়ের কাঠখানা খুলিয়া লইয়া পেছন দিকে আমাকে মারিতে আরম্ভ করিল। আপনারা না গিয়া পড়িলে, হয়তো মারিয়া ফেলিত। কিন্তু কামড়ান আমি ছাড়ি নাই।"

"বহুত আচ্ছা বাবা,—তুই সময়ে গোয়েন্দার রাজা হবি।"

এই বলিয়া তিনি বাচ্চার পৃষ্ঠে সাদরে সস্নেহে চপেটাঘাত করিয়া প্রকৃতই তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পথিমধ্যে।

বালকের কথা শেষ হইলে রায় বাহাদুর বলিলেন, "আজ রাত্রের মত আমাদের এক পেয়ে বন্ধুকে আমার গুদামঘরে রাখা যাক—সেখান হইতে তাঁহারা আমার হাজার চেষ্টা--পাইলেও সরিতে পারিবেন না। পরে কাল যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

তিনি রঙ্গমলকে ডাকিলেন,—তখন সকলে পড়িয়া অনেক ঠেলাঠেলির পর এক পেয়েকে গুদামঘরে বন্ধ করিলেন। দারোগা পূর্ব্বরূপ দ্বারে পাহারায় রহিল।

তখন তিনি, অমরেন্দ্রনাথ ও অবিনাশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যাহার জন্য আপনাদের ডাকিয়াছিলাম, তাহা আর এত রাত্রে বলা অসম্ভব,—কাল সে সব কথা হইবে, এ গোলযোগ ঘটিবে মনে করি নাই। এ বদমাইশের সবগুলাকে ধরিতে না পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। কাল সকালের গাড়ীতেই আপনার স্ত্রী এখানে আসিবেন?"

"হাঁ—পাঞ্জাব মেলে।"

"ভাল—বাড়ী ঠিক করিয়াছেন তো,—জনকতক বেশী লোকজন বাড়ীতে রাখিবেন,—দেখিতেছেন তো।"

"আমার দিল্লির বারজন বিশ্বস্ত দরোয়ান পালোয়ান আমার স্ত্রীর সঙ্গে আসিতেছে।"

"যথেষ্ট। একবার তাঁহাকে বড় সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। নিয়ম কানুন গুলা রক্ষা করা প্রয়োজন।"

"নিশ্চয়ই।"

"এখানে পৌঁছাইলেই কাল সকালে তাহাকে লইয়া যাইবেন। আপনি সেইখানে উপস্থিত থাকিবেন। উপস্থিত হইলেই, মেয়েটী পাইবেন।"

"তাহা হইলে, কাল সকালে তাহাই করিব।"

"সেই সময়ে অন্যান্য কথা হইবে।"

"তাহা হইলে, এখন আমরা যাইতে পারি।"

"দাঁড়ান,—সঙ্গে পিস্তল আছে?"

"কেন? না,——"

"আপনার যেরূপ শত্রু,—তাহাতে আপনার সতর্ক থাকা উচিত। সাবধানের মার নাই।"

"আপনি কি মনে করেন?"

"উপস্থিত মনে করি এই,—এক মেয়ে একলা এখানে আসে নাই,—নিকটে ইহার সঙ্গে কেহ না কেহ ছিল,—আমরা গিয়া না পড়িলে,—ইহাকে উদ্ধারের জন্য আসিত——"

"তাহারা এখনও কি কেহ আছে?"

"সম্ভব,—না থাকিতে পারে,—ভয়ে পলাইয়াছে,—তবে সাবধানের মার নাই। দুইজনে আমার দুইটা পিস্তল লইয়া যাউন,—রঙ্গমলকেও সঙ্গে দিতেছি।"

"এখানে আপনি একলা থাকিবেন?"

"কোন ভয় নাই। এ জীবনে হাজার হাজার বদ-মাইশকে জেলে দিয়াছি,—একলাই অনেক সময় থাকিতে হয়, ভয় করিলে, চলে কই?"

"তাহা বলিতেছি না। যদি ইহারা এই লোকটাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে?"

"তাহা করিবে না। বদমাইশরা চালাক হইলেও, মূর্খ হয়,—নতুবা তাহাদের একটাকেও আমরা ধরিতে পারিতাম না। ভাবিবেন না,—আমি ইহার পাহারার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছি। সে বিষয়ে কোন ভয় নাই,—আমি দরজা জানালা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতেছি। যতক্ষণ রঙ্গমল না ফিরে, ততক্ষণ জাগ্রত থাকিব,—তাহার পর, বাচ্চা আছে,—দেখিতেছেনতো সে একলাই একশো।"

"নিশ্চয়ই,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"তাহা হইলে, আর বৃথা রাত করা।"

রায় বাহাদুর দরজা বন্ধ করিলেন। অমরেন্দ্র বাবু ও অবিনাশ বাবু রঙ্গমলের সঙ্গে নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তখন দুই প্রহর রাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে। পথে জনমানব নাই বলিলেই হয়। কোথায় দুই একটী লোক দ্রুতপদে চলিতেছে,—দুই একখানি পানের দোকান ব্যতীত আর সমস্তই বন্ধ হইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে দুই একস্থানে দুই একজন পাহারাওয়ালা বসিয়া ঝিমাইতেছে,—তাঁহাদের পদশব্দে চমকিত হইয়া, দুই একজন তাহাদের লণ্ঠন, তাঁহাদের উপর নিক্ষিপ্ত করিল এইমাত্র,—আবার পূর্ব্বরূপ ঝিমাইতে আরম্ভ করিল। তাঁহারা দর্জ্জি-পাড়ার দিকে দ্রুতপদে চলিতেছিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে রঙ্গমল বলিল, "দাঁড়ান।" উভয়েই

চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহাদের পূর্ব্বেই রঙ্গমল দাঁড়াইয়াছিল।

অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে,—দাঁড়াইলে কেন?"

রঙ্গমল বলিল, কে আমাদের পেছু লইয়াছে।"

"কিসে জানিলে?"

অমরেন্দ্র ও অবিনাশ বাবু চারিদিকে চাহিলেন,—কিন্তু বহুদূর পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যতদূর দৃষ্টি চলে,—সম্মুখে বা পশ্চাতে কেহ কোথাও নাই।

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কই,—কাহাকেও তো কোথায় দেখিতেছি না।"

রঙ্গমল বলিল, "আমি নিশ্চিতই কাহার পায়ের শব্দ কাছে শুনিয়াছি,—পাশের গলিতে কোনখানে লুকাইয়াছে।"

তাঁহারা তিনজনে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, কিন্তু কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তখন অমরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "চল,—আমাদের সঙ্গে পিস্তল আছে।"

"চলুন,—তবে একটু দুইদিকে নজর রাখিয়া চলিবেন।"

এই বলিয়া, রঙ্গমল অগ্রসর হইল। তিনজনে আবার দ্রুতপদে চলিলেন।

প্রায় বিডন গার্ডেনের নিকট আসিয়া, রঙ্গমল বলিয়া উঠিল, "ঐ শুনুন,—আমাকে দেখিতে হইল,—আপনারা এইখানে একটু দাঁড়ান,—আমি এই গলিটা দেখিয়া আসি।"

রঙ্গমলের স্কন্ধে এক বৃহৎ লগুড় ছিল,—সে তাহা লইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গলির ভিতর অন্তর্দ্ধান হইল।

অমরেন্দ্রনাথ ও অবিনাশ বাবু প্রায় পাঁচ মিনিট তথায় নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে অবিনাশ বাবু বলিলেন, "কোথায় গেল?"

"তাইতো।"

"চল,—বাড়ী চল,—এত রাত্রে এখানে এরূপ দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নহে,—পদে পদে শত্রু।"

"ইহাকে ফেলিয়া যাওয়া কি ভাল?"

"সে রায় বাহাদুরের চাকর,—তাহার কোন ভয় নাই।"

"আর একটু দেখি,—এখনই ফিরিবে।"

তাঁহারা উভয়ে আবার নীরবে প্রায় দশমিনিট অপেক্ষা করিলেন,—কিন্তু রঙ্গমল ফিরিল না। তখন অমরেন্দ্র বাবু যথার্থই ভীত হইলেন। বলিলেন, "এস দেখি!"

অবিনাশ বাবু ভীতভাবে বলিলেন, "না,—ও গলিতে যাওয়া নিরাপদ নয়,—চল বাড়ী চল,—তাহার জন্য ভাবনা নাই,—সে রায় বাহাদুরের চাকর।"

"তাহা হইলেও দেখা উচিত,—সে জানে, আমরা তাহার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়াইয়া আছি,—নিশ্চয়ই বেশীদূর যায় নাই, এই গলির ভিতর আছে।"

"এস,—বাড়ী চল,—কাল সন্ধান লইলেই হইবে।"

"না,—সে ভাল দেখায় না।"

অমরেন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতে, একজন ইন্সেপেক্টর ও চারিজন পাহারাওয়ালা তাঁহাদের আক্রমণ করিল। তাঁহারা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, তাহারা

তাঁহাদের দুইজনের হাতে হাতকৌড়ী দিল;—অমনি একখানি গাড়ী সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারা বলে তাঁহাদের দুইজনকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, সবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুর শালা রঙ্গমল।

এই সকল কার্য্য এত শীঘ্র সংঘটিত হইল যে, অমরেন্দ্রনাথ বা অবিনাশ বাবু ভীত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া, একটী শব্দ পর্য্যন্ত উথিত করিতে পারিলেন না।

যখন গাড়ী ছুটিল,—ঠিক সেই সময়ে রঙ্গমল ছুটিয়া তথায় আসিল,—সে অমরেন্দ্র বা অবিনাশ বাবুকে দেখিতে পাইল না,—কেবল দেখিল, একখানা গাড়ী ঠিক সেইস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছে,—গাড়ীর ছাদে কোচবাক্সে অনেক-গুলি পাহারাওয়ালা। তবে সে আরও এক ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল,—দেখিল, একটা ক্ষুদ্র বালক বা বালিকা গাড়ীর পশ্চাতে ঝুলিতে ঝুলিতে যাইতেছে।

সে অমরেন্দ্র বা অবিনাশ বাবুকে না দেখিয়া বিস্মিত হইল,—চারিদিকে চাহিয়া, কোনদিকেই তাঁহাদের দেখিতে পাইল না। তবে কি তাঁহারা তাহার ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায়, বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন।

দূরে একজন পাহারওয়ালা হাঁকিল, "জুড়িদার হো!"

তাহার উত্তরে কে বলিল, "দো শালা ডাকু পাকড় গিয়া হো———"

রঙ্গমল কিছু করিবার পূর্ব্বেই, গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। সে তখন অগত্যা গৃহাভিমুখে ফিরিল।

সে পার্শ্বস্থ গলিতে পদশব্দ শুনিয়া সন্দিহান হইয়াছিল,—তাহার সন্দেহের আরও কারণ ছিল। সে দুই তিনবার যাইতে যাইতে পার্শ্ববর্ত্তী গলিতে একটী লোকের আবছাওয়া দেখিয়াছিল। এই লোকটীকে সে অমরেন্দ্র নামে তাহাব মনিবের নিকট পরিচয় দিতে দেখিয়াছিল।

সেই জন্যই তাহার আরও সন্দেহ হওয়ায়, সে তাহারই সন্ধানে গলির ভিতর গিয়াছিল। গলিতে ভাল আলো ছিল না,—তাহার উপর জনমানব নাই,—অথচ কে তাহার সম্মুখে অন্ধকারে হইতে বলিল, "দূব শালা, রঙ্গমল।"

সেঁ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া,—সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া, আরও অগ্রসর হইল,—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না, সে ফিরিতেছিল,—অমনই কে তাহার অগ্রে অন্ধকার হইতে আবার বলিল, "দূর শালা, রঙ্গমল।"

সে ক্রোধে শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল,—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। এইরূপে সে গলির ভিতর অনেক-দূর আসিয়াও, কাহাকে দেখিতে না পাইয়া দাঁড়াইল! ভাবিল, "আর একাকী অধিকদূর যাওয়া উচিত নহে। নিশ্চয়ই বদমাইশ তাহাকে ভুলাইয়া, দূরে আনিয়া, অন্ধকার গলির ভিতর অনেকে তাহার উপর পড়িয়া, তাহাকে হত্যা করিবার মতলব করিয়াছে। সে ফিরিল,—দ্রুতপদে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল,—কিন্তু দেখিল, রাস্তায় অমরেন্দ্র ও অবিনাশ বাবু নাই।

বাড়ীর দরজায় ঘা মারিলে,—স্বয়ং রায় বাহাদুর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। রঙ্গমলকে দেখিয়া বলিলেন, "তাঁহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া আসিলি?"

রঙ্গমল কি উত্তর দিবে,—ঠিক করিতে পারিল না,—নিশ্চয়ই তাহার কথা শুনিয়া, রায় বাহাদুর রাগত হইবেন,—উপায় নাই। গোপন করা আরও দোষ,—বিশেষতঃ সে কখনও কিছু প্রভুর নিকট গোপন করিত না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্তই রায় বাহাদুরকে বলিল। শুনিয়া তিনি বিশেষ গম্ভীর হইলেন।

বলিলেন, "সেখানে আর কাহাকেও দেখিয়াছিলে? নিশ্চয়ই তাঁহারা তোমায় ফেলিয়া যান নাই। যখন তোমায় ভুলাইয়া, গলির ভিতর লইয়াছিল,—তখন বোঝাই যাইতেছে, তাঁহাদেরও একটা কিছু করিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া কিছু দেখিয়াছিলে?"

পাহারা শুদ্ধ গাড়ীর কথা রঙ্গমল বলিল, পাহারা-ওয়ালা "জুড়িদার" ডাকিলে,—সে দূরে কি উত্তর শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল।

শুনিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, "বদমাইশরা পুলিশ সাজিয়া,—ইহাদের দুইজনকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে দেখিতেছি। ঢের ঢের বজ্জাত বদমাইশ দেখা গিয়াছে,—এ রকম দেখা যায় নাই। বেশী বাড় হইলেই, পড়িতেই হয়,—আর বেশী বিলম্ব নাই। বাচ্চাকে কোনখানে দেখিতে পাইলে?"

"বাচ্চাকে!" বলিয়া, রঙ্গমল রায় বাহাদুরের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া, রায় বাহাদুর বলিলেন, "অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন? কি হইয়াছে?"

"বাচ্চা! বাচ্চা বাড়ীতেই ছিল।"

"না,—তোমরা চলিয়া গেলে,—আমি তোমাদের পেছনে তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম। আমার মন গোড়া হইতেই বলিতেছিল যে, বেটারা অমরেন্দ্র বাবুর আজ রাত্রে অনিষ্টের চেষ্টা করিবে। তোমরা তিনজনে কোন বিপদে পড়িলে, সে আসিয়া আমাকে খবর দিতে পারিবে,—এই জন্য আমি তাহাকে তোমাদের পেছনে পাঠাইয়াছিলাম,—বলিয়া দিয়াছিলাম, যেন সে লুকাইয়া যায়——"

"বাবু——"

"বাবু কি?"

"তাহা হইলে, ঠিক হইয়াছে!"

"কি ঠিক হইয়াছে? আমি জানি রঙ্গমল, তোমার এতদিনেও কোন বুদ্ধি হইল না।"

"সে,—সেই গাড়ীর সঙ্গে গিয়াছে।"

"আমি তোমার ঐ আঁকা বাঁকা কথা শুনিতে চাহি না। কি হইয়াছে, স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে সাদা কথায় বল।"

তখন রঙ্গমল গাড়ীর পশ্চাতে যাহাকে ঝুলিতে দেখিয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া, রায় বাহাদুর হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দেখিলে, বাচ্চা তোমার অপেক্ষা কত বুদ্ধি ধরে! সে না থাকিলে, আমি এই বদমাইশদের কিছুই করিতে পারিতাম না,—এই জন্যই আমি তাহাকে রত্ন বলি। হইয়াছে,—তাহার কল্যাণে কাজ অনেক সুবিধা হইল।

আসিবে,—এখন আর রাত্রে গোলযোগে কাজ নাই। এক পেয়ের দরজায় পাহারায় থাক,—পিস্তল যেন কাছে থাকে, ঘুমাইতে দেখিব।”

রায় বাহাদুর তাহার মূর্খতায় বিরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া, রঙ্গমল ভয়ে ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল,—তাহার এমন কতই ঘুম হইত না,—বলা অধিকন্তু।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হাওড়া ষ্টেশনে।

রায় বাহাদুরের নানা কারণে রাত্রে ঘুম ভাল হইল না। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া, প্রথমে বাচ্চার খবর লইলেন,—শুনিলেন, সে রাত্রে ফেরে নাই।

মনে মনে বলিলেন, “এই অনাথ বালককে আমি রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইয়া মানুষ করিতেছি,—আমার কি ইহাকে এই রকমে সর্ব্বদাই বিপদে পাঠানও উচিত? কাল দুইবার মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে,—কি জানি আজ হয়তো তাহারা যথার্থই ইহাকে খুন করিয়াছে।”

তিনি রঙ্গমলকে বলিলেন, “বাচ্চা আসিলে আর যেন কোথাও না যায়,—আমার জন্য এইখানে অপেক্ষা করে,—আমি দশটা নাগাইত ফিরিব। ইতিমধ্যে পুলিশ হইতে লোক আসিলে, এক পেয়েকে হাজতে পাঠাইয়া দিবে। সাবধান! যেন চেনা লোক না হইলে, ছাড়িও না,—ইহারা পুলিশ সাজিয়া, কাল রাত্রে কি করিয়াছে,—তাহা বোধ হয় জান?”

রঙ্গমলকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়া,—রায় বাহাদুর প্রথমে বড় সাহেবের সহিত,—দেখা করিতে চলিলেন। তখনও একটু একটু রাত আছে,—পাঞ্জাব মেল পৌঁছিব'র পূর্ব্বেই, তাঁহার হাওড়া ষ্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছা।

তাঁহার ন্যায় লোকের বুঝিতে ক্লেশ হয় নাই, কি উদ্দেশ্যে কাল রাত্রে সুলোচনের দল অমরেন্দ্র ও অবিনাশ, দুইজনকেই আটক করিয়াছে। তাহারা ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে না পারিলে, সে বা তাহার লোক গিয়া বলিবে যে, তাঁহারা কোন কারণে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহাই লোকজন তাঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে পাঠাইয়াছেন। সুলোচন অমরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সকল কথাই জানে,—সুতরাং অমরেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর বিশ্বাস হয়,—এমন কথা বানাইয়া বলিতে তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

তাহাদের ধৃত করিবার এই প্রধান উপায় ও উপযুক্ত সময়,—এমন সুবিধা আর হইবে না। রায় বাহাদুর যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা যে নিশ্চয়ই ঘটিবে,—তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

তাহা হইলে, প্রথম অমরেন্দ্রের স্ত্রীকে বদমাইশদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে,—দ্বিতীয়তঃ তাঁহার স্বামীর জন্য তিনি ব্যাকুলা হইবেন,—তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে তিনি পাঞ্জাব মেল হাওড়া উপস্থিত হইবার একঘণ্টা পূর্ব্বে,—বড় সাহেবের সহিত দেখা করিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। সুপারিণ্টেণ্ড, ইনেস্পেক্টর,—বহু কনেষ্টবল

সহ এক পেগকে রায় বাহাদুরের বাড়ী হইতে আনিবার জন্য রওনা হইলেন।

অন্যদিকে তিন চারিজন বিচক্ষণ ইনেস্পেক্টর বহুসংখ্যক কনেষ্টবল লইয়া, হাওড়া ষ্টেশনে চলিলেন। বিনা পোষাকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টেরও অনেক সুদক্ষ কর্ম্মচারী হাওড়া ষ্টেশনে প্রেরিত হইলেন। সকলকেই বিশেষ করিয়া, সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। স্বয়ং রায় বাহাদুরও হাওড়া ষ্টেশনে চলিলেন।

অমরেন্দ্র বাবু স্বয়ং ষ্টেশনে থাকিবেন বলিয়া, স্ত্রীকে গৃহে আনিবার জন্য কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। তাঁহার কোন লোকই ষ্টেশনে ছিল না।

রায় বাহাদুর ও তাঁহার পুলিশ এত গোপনে ছিলেন যে, তাঁহাদের উপস্থিতি কেহ জানিতে পারিল না।

যথাসময়ে পাঞ্জাব মেল আসিয়া উপস্থিত হইল। একখানা সেকেণ্ডক্লাস রিজার্ভ গাড়িতে দুইজন দাসী সহ অমরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ছিলেন। একদিকে পার্শ্বে একখানা গাড়ীতে ইনেস্পেক্টর ও কনেষ্টবলগণ, অপরদিকের গাড়ীতে অমরেন্দ্র বাবুর পালোয়ান, দরোয়ান, লোকজনগণ। যতদূর সাবধানে আসা উচিত,—তিনি সেইরূপেই আসিয়াছিলেন।

ইনেস্পেক্টর অমরেন্দ্র বাবুকে চিনিতেন, প্লাটফর্ম্মে নামিয়া, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন,—তাঁহাকে বা তাঁহার কোন লোক না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই সময়ে একজন ইনেস্পেক্টর আসিয়া বলিলেন, "আপনার জন্য অপেক্ষায় আমি আছি। অমরেন্দ্র বাবু হঠাৎ কাল রাত্রে জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়ায়, আসিতে পারেন নাই,—গাড়ী

ও একজন দাসী আসিয়াছে। তাঁহার স্ত্রীকে গাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া যাক,—পরে লোকজন, মালপত্র, সব বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইতেছি।"

ইনেস্পেক্টর বলিলেন, "বেশ,—ভাল কথা।" কলিকাতার ইনেস্পেক্টর বলিলেন, "এই যে দাসী,—যাও,—গাড়ী হইতে মা ঠাকুরণকে নাবাইয়া লইয়া বাহিরে গাড়ীতে তোল,—ইহাদের সব আমি বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইতেছি।"

দাসী গাড়ীর ভিতর হইতে অমরেন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে নামাইয়া লইয়া, বাহিরের এক ঘরের গাড়ীতে তুলিল,—দাসী তুইজনও উঠিল,—কলিকাতার দাসীও গাড়ীর ভিতর গেল। কয়জন দরোয়ান পালোয়ান গাড়ীর উপর উঠিতে চেষ্টা পাইলে, কোচমান আপত্তি করিল। বলিল, "এত লোক এ গাড়ীতে চড়িলে, ঘোড়া মরিয়া যাইবে,—বাবুকে জবাব দিহি করিবে কে?"

কিন্তু তাহাদের হুকুম তাহারা নিমিষের জন্যও মাকে ছাড়িবে না,—সুতরাং তাহারা কিছুতেই কোচমানের কথা শুনিল না। একটা গোল বাধিল,—এই গোলে রায় বাহাদুরের সমস্ত মতলব উল্টাইয়া গেল। সহসা দূরে কে একটা শীষ দিল,—কোচমান তীরবেগে গাড়ী হইতে নামিয়া, গোলযোগে মিশাইয়া গেলে,—সহিস পেছন হইতে সরিল। ভিতর হইতে দাসীও নামিয়া পড়িতেছিল,—কিন্তু তুইদিক হইতে তুইজন লোক গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া বলিল, "বাছা,—ভিতরে থাক।"

কিন্তু গাড়ীর ভিতর একটা গোল উঠিল,—ভিতরে সকলে চীৎকার ও আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "এ পাগল,—কামড়াইতেছে।"

তখন দরজা খুলিয়া, কয়জন লোকে তাহাকে টানিয়া

বাহিরে আনিল,—সে তাহাদের হাত হইতে পলাইবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইল, -কত পাগলামি করিল,—কত হাসিল, কত কাঁদিল,—কিন্তু তাহাকে যমে ধরিয়াছে,—রায় বাহাদুরের লোক তাহাকে ছাড়িল না। তাহার হাত মুখ বাঁধিয়া, তাহাকে এক গাড়ীতে তুলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পুলিশ।

দুই দলের অভীষ্টই সিদ্ধ হইল না। রায় বাহাদুর ষ্টেশনে কাহাকেই ধৃত করিবেন না মনস্থ করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে হয়তো দুই একটা ধৃত হইবে, তাহার পর তাহারা মুখবন্ধ করিয়া রহিবে,—অন্য কাহারও নাম বা আড্ডা কিছুতেই বলিবে না।

ষ্টেশনে কোন গোল না করিলে, তাহারা অমরেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া নিজ আড্ডায় তুলিবে,—সেই গাড়ীর সঙ্গ লইয়া গেলে, তাহাদের আড্ডা অনায়াসে জানিতে পারা যাইবে,—তখন সেইখানে সদলে তাহাদের ধৃত করা কঠিন হইবে না।

এই জন্যই তিনি ষ্টেশনে কেবল অপর দলের উপর নজর রাখিতে ও তাহাদের অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ষ্টেশনে কাহাকে ধরিবার কথা ছিল না।

কিন্তু পালোয়ানেরা গোল করায় এবং বদমাইশের দলস্থ লোক এই সময়ে আসিয়া, পুলিশ আসিয়াছে,—শীশ দিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়ায়, সমস্ত গোল হইয়া গেল।

তাহাদের যে যেখানে ছিল, সরিয়া পড়িল,—পুলিশের লোক এই গোলমালে দাসী ব্যতীত আর কাহাকেও ধৃত করিতে পারিল না। দাসী সম্মুখ দিয়া পালায় দেখিয়া, তাহারা রায় বাহাদুরের বিনা অনুমতিতেই তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

তখন রায় বাহাদুর ভিতরে প্লাটফর্ম্মে ছিলেন। বাহিরে কিসের গোল উঠিয়াছে,—দেখিতে ছুটিলেন,—সেই অবসরে জাল ইনেস্পেক্টরও গোলে কোথায় মিশিয়া গেল,—পুলিশ তাহার আর কোন সন্ধান পাইল না।

রায় বাহাদুর মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। কিন্তু উপায় নাই,—এ ব্যাপারে তাঁহাকে প্রতি পদে পদে এইরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে! যাহা হউক, পাগলীটা ধরা পড়িয়াছে,—কতক সন্তোষ!

হঠাৎ গোলযোগ হওয়ায়, তাঁহার লোকজনেরা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিল,—তাহাদের কাহাকে ধৃত করিবার আজ্ঞা ছিল না—তাহাতেই গোলযোগে পাগলী ব্যতীত আর কাহাকে ধরিতে পারিল না।

ওদিকে অপর পক্ষেও স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহাদের ধরিবার বা অনুসরণ করিবার জন্য পুলিশ সদলে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত রহিবে।

তাহারা রাত্রি প্রায় একটার সময় অমরেন্দ্রনাথকে হঠাৎ সরাইয়াছিল,—যে ভাবে সরাইয়াছিল, তাহাতে কাহারই এ বিষয় জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। ভোর রাত্রে পাঞ্জাব মেলে তাঁহার স্ত্রী পৌছিবেন,—সুতরাং তাহারা জানিত যে

তাহারা নির্ব্বিবাদে তাঁহাকে তাহাদের আড্ডায় আনিয়া ফেলিতে পারিবে,—কেহ কোনই সন্দেহ করিবে না।

তাহারা রায় বাহাদুরের বিচক্ষণতা চিনিত না,—তবুও তাহারা সাবধান ছিল,—অধিক লোক পাঠায় নাই,—নিতান্ত একজন ইনেস্পেক্টর দরকার, তাহাই একজন ইনেস্পেক্টর হইয়া গিয়াছিল,—দাসীও দরকার,—তাহাই দাসীও ছিল,—তাহার পর গাড়ী,—এতদ্ব্যতীত একজন লোককে ছদ্মবেশে পুলিশের উপর নজর রাখিতে পাঠাইয়াছিল,—যদি কোনরূপে সে পুলিশের উপস্থিতি জানিতে পারে, তাহা হইলে সে শীশ দিয়া, তাহাদের সাবধান করিয়া দিবে,—তখন তাহারা—যে যেরূপে পারে সরিয়া পড়িবে।

তাহাই হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে আজ তাহাদেরই জীত আছে।

গোলযোগে—গাড়ীর মধ্যে পাগল দেখিয়া,—অমরেন্দ্রকে না দেখিতে পাইয়া,—অমরেন্দ্রের স্ত্রী সুধাংশুবালা মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়াছিলেন। স্বামী না আসিলে, তিনি আর কোথায়ও যাইতে প্রস্তুত হইলেন না।

দিল্লির ইনেস্পেক্টরও মহা বিপদে পড়িলেন,—কে সত্য,—কে জাল,—তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তবে ষ্টেশনের কর্ম্মচারীগণ রায় বাহাদুরকে চিনিতেন,—তাঁহারা সকলে তাঁহার পরিচয় দেওয়ায়, তিনি এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন যে, তিনি অমরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও তাঁহার লোকজনকে পুলিশ কমিশনার সাহেবের নিকট পৌছাইয়া দিবেন।

সেইরূপ বন্দোবস্তই হইল। তখন সকলে লালাবাজারের দিকে রওনা হইলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলে সকল শুনিল। অমরেন্দ্র বাবু যে গত রাত্রে বদমাইশের হস্তে পড়িয়াছেন, তাহাও সুধাংশুবালা শুনিলেন। এই সকল বিপদের কথা শুনিয়া তিনি নিতান্তই ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন।

সাহেব স্বয়ং খুকি ক্রোড়ে করিয়া,—তিনি যে গৃহে ছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন, "দেখুন দেখি এ কাহার মেয়ে?"

সুধাংশুবালা উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তৎপরে একেবারে লজ্জা সরম ভুলিয়া গেলেন,—সাহেবের সম্মুখে আসিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহার ক্রোড় হইতে খুকিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মস্তকে গণ্ডে ওষ্ঠে শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন।

খুকি কিয়ৎক্ষন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, হাসিয়া "মা" বলিয়া, তাঁহার বুকে মুখ লুকাইল।

সাহেব বলিলেন, "এখন আমি লোকজন দিয়া আপনাকে পাঠাইয়া দিতেছি। আপনার স্বামী কালই আসিবেন, কোন ভয় নাই। এ বদমাইশও সব ধরা পড়িবে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পিস্তল হস্তে সুলোচনা।

অমরেন্দ্র ও অবিনাশ বাবু এত রাত্রে কেন পুলিশ কর্ত্তৃক সহসা রাজপথে ধৃত হইলেন,—তাহা তাঁহারা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সহসা এই বিপদ ঘটায় সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাদের দুইজনকে গাড়ীতে তুলিয়াই তাঁহারা ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাদের মুখ ও চোক বাঁধিয়া ফেলিল। তাঁহাদের শব্দ করিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা রহিল না,—চক্ষু বাঁধা ছিল,—সুতরাং তাহারা তাঁহাদের কোথায় লইয়া যাইতেছে,—তাহাও তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নড়িবার চড়িবারও ক্ষমতা ছিল না,—উভয় পার্শ্বে বলবান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল।

পুলিশ এরূপ করিয়া আসামী গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায় না। তখন বুঝিলেন যে, তাঁহারা সুলোচনের দলের হাতে পড়িয়াছেন, সে ব্যতীত তাঁহার শত্রুতাচরণ করিবে আর কে? পুলিশ সাজিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহাদের এইরূপ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

তাহাদের উদ্দেশ্য কি? নিশ্চয় কোন কুমতলবে তাঁহাদের লইয়া যাইতেছে,—হয়তো প্রাণেও মারিবে। ইহারা পারে না, এমন কাজ কিছুই সংসারে নাই!

অমরেন্দ্র বাবু নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন নির্গত হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্ত প্রায় হইলেন।

ভোর রাত্রের গাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিবার জন্য তিনি কোনই বন্দোবস্ত করেন নাই,—নিজে তাহার অপেক্ষায় ষ্টেশনে থাকিবেন, তাহাই স্থির করিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাঁহাকে না দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রী নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া পড়িবেন,—উপায় কি?

হয়তো এই দুর্ব্বৃত্তগণ কোন ছল করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া নিজেদের করকবলিত করিবে! আর তিনি এইরূপ অসহায় অবস্থায় এ সকল নীরবে দেখিবেন!

তিনি উন্মত্ত প্রায় হইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু তাঁহার পার্শ্বস্থদ্বয় এমনি সবলে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল যে, তাঁহার বোধ হইল যেন, তাঁহার অস্থিমজ্জা চূর্ণ হইয়া গেল।

তিনি চীৎকার করিবার চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু পারিলেন না। দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহার মুখ এমনই ভাবে বাঁধিয়াছে যে, শব্দ করিবার উপায় নাই। তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। গাড়ীস্থ লোকে শ্লেষপূর্ণ হাসি হাসিয়া উঠিল।

একমাত্র ভরসা রায় বাহাদুর। তিনি তাঁহাদের কি হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারিবেন না। তাঁহাদের যে ইহারা ধরিয়া লইয়া যাইতেছে,—তাহা তিনি কিরূপে জানিবেন? পথে জনমানব ছিল না,—কেহ তাঁহাদের অবস্থা দেখে নাই।

অস্থির হইলে; কোন কাজই হইবে না,—এখন মস্তিষ্ক স্থির রাখিতে হইবে,—যাহাতে এই দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

অমরেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে আত্মসংযমের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

ইহারা তাঁহাদের কোথায় কোনদিকে লইয়া যাইতেছে,—তিনি কোনমতেই তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

গাড়ী প্রায় একঘণ্টা চলিল,—যতদূর সম্ভব বেগে গাড়ী চলিতেছিল,—তাহাই তিনি বুঝিলেন যে, তাহারা নিশ্চয়ই অনেক দূরে আসিয়াছেন।

সহসা গাড়ী থামিল। তাঁহার বোধ হইল, যেন কে একটা বাগানের বড় গেট টানিয়া খুলিল,—শব্দে তিনি অনুমান করিলেন মাত্র, কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

গাড়ী আবার চলিল,—আস্তে আস্তে চলিল,—তাহার পর আবার দাঁড়াইল। তখন অতি ধীরভাবে কয়জন লোক তাঁহাকে টানিয়া গাড়ী হইতে নাবাইল,—তিনি বুঝিলেন, অবিনাশকেও সেইভাবে নামাইল।

তাহারা তখন তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল,—তিনি বুঝিলেন, তিনি কয়েকটা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, একটা ঘরে আসিলেন।

তাহার পর তাহারা তাঁহাকে অনেক দূর লইয়া গেল,—আবার তিনি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন। কত সিঁড়ি উঠিলেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না,—তবে এই মাত্র বুঝিলেন যে,অন্ততঃ তিনি তিনতলার উপর উঠিয়াছেন,তাহারা বোধ হয় একটা বারান্দা দিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল,—একটা ঘরের দরজা খুলিল,—তাহার পর ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে সেই ঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করিল. তিনি পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন।

তিনি হাত ছাড়া পাইবামাত্র মুখের ও চক্ষের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন,—দেখিলেন তিনি একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে রহিয়াছেন,—গৃহে কোনই আসবাব নাই,—গৃহে একটী মাত্র দ্বার ও দুইটী জানালা আছে,—তাহা এত উচ্চে যে সেখান হইতে কিছু দেখিবার উপায় নাই। এই জানালা দিয়া গৃহে আলো আইসে এই মাত্র।

অমরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে, তিনি যেখানে বন্দী হইয়াছেন, সেখান হইতে পালাইবার কোনই উপায় নাই। ঘর অন্ধকার, ভাল কিছুই দেখা যায় না,—বাহিরে একটু একটু জ্যোৎস্না হইয়াছিল,—তাহাতেই জানালা দুইটী দেখা যাইতেছিল।

তিনি দেখিলেন যে গৃহে অবিনাশ নাই। নিশ্চয়ই তাহারা তাঁহাকে অন্য ঘরে আটক করিয়া রাখিয়াছে।

তিনি দরজা ঠেলিয়া দেখিলেন যে, দরজা বাহির হইতে বন্ধ,—উপায়? হয়তো খুব চীৎকার করিলে বাহিরের কোন লোক তাঁহার আর্ত্তনাদ ধ্বনি শুনিতে পাইবে। এই ভাবিয়া তিনি যথাসাধ্য উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহার উত্তরে তিনি বাহিরে কেবল শ্লেষপূর্ণ উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনিলেন।

তখন তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল,—তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন,—স্ত্রীর ভাবনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

সহসা দরজা খুলিবার শব্দ হইল,—তিনি সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—গৃহমধ্যে আলোক পড়িল,—তৎপরেই তিনি দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান—পিস্তল হস্তে সুলোচন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অমরেন্দ্র ও সুলোচন।

তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া, তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

সে ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল। সবলে দুইহস্তে তাঁহাকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। তিনি গৃহের প্রাচীরে মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়া ভূপতিত হইল।

কিন্তু জ্ঞান হারাইলেন না,—তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন,সুলোচন তাহার হস্তস্থ পিস্তলে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিল, "একটু নড়িয়াছ, কি তোমার ঐ গোবরপূর্ণ মস্তক গুড়া করিয়া ফেলিব,—তুমি আমায় বেশ চেন।"

অমরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন;—বলিলেন, "তুমি কি চাও,—আমি তোমার কখন কোন অনিষ্ট করি নাই! তুমিই আমার অনিষ্ট করিয়া আসিতেছ,—আমার মেয়ে চুরি করিয়াও কি তুমি সন্তুষ্ট হও নাই? এই জন্য কি তোমাকে বাবা ছেলের মত মানুষ করিয়াছিলেন?"

সুলোচন মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার কথা শেষ হইয়াছে, আর কিছু বলিবার থাকে তো বলিয়া শেষ করিয়া লইতে পার।"

ক্রোধে অমরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল,—তিনি কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন সুলোচন বলিল, "প্রথম তুমি আমার অনিষ্ট কর নাই; এ কথা মিথ্যা। তোমার জন্ম না হইলে সমস্ত সম্পত্তি আমারই হইত

"সে অপরাধ কি আমার?"

"যাহা হউক,—তুমি আমার অনিষ্ঠ করিয়াছ—এ কথা ঠিক,—সুতরাং যে সম্পত্তি আমার প্রাপ্য—তাহা আমি লইব,—তবে আমি অন্যায় করিতে চাহি না,—আমি ঝগড়া বিবাদ করিতেও নারাজ,—আমি ঝগড়া বিবাদের লোক নহি,—তাহা তুমি জান?"

"খুব জানি।"

"রাগ ঠাট্টা বিদ্রুপের সময় নহে। কাজের কথা কহিবার জন্য তোমাকে এখানে আনিয়াছি।"

"আগে শুনি কেন তুমি আমার মেয়ে চুরি করিয়াছিলে?"

"সবই বলিতেছি,—আমি লুকাইবার লোক নহি—তাহা তুমি জান?"

"তাহা জানি না——"

"কাজের কথা হউক,—আমি অন্যায় প্রস্তাব করিব না, আমি তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চাহি,—ইহা অন্যায় আব্দার নহে। অর্দ্ধেক লিখিয়া দেও,—তাহার পর নির্ব্বিবাদে থাক, আর কোন ভয় ভাবনা থাকিবে না,—আমি তোমার পরম বন্ধু হইয়া থাকিব।"

অমরেন্দ্রের ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল,—তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন, "এই জন্য তুমি আমার মেয়ে চুরি করিয়াছিলে?"

"হাঁ,—গোপন করিব কেন? আমার এক পেয়েই গাধাখি করে, সে কাজ আমার পণ্ড করিয়া দিয়াছিল। তোমার জানা উচিত যে, তোমার দাসীর সঙ্গে আমার চাকরের গলায় গলায়

ভাব ছিল,—আমার চাকরই জোগাড় করিয়া তাহাকে দিয়া তোমার মেয়ে চুরি করিয়াছিল, কিন্তু মাগীটা পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলে,—আমার চাকরেরও পা ভাঙ্গিয়া যায়, এক জনের হাত,—এক জনের পা দুই কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল——"

"তাহা হইলে পাল্কিতে খুন হয় নাই?"

"খুন কি জন্য হইবে,—আমি মূর্খ নই যে ফাঁশির বন্দোবস্ত করিব। ও,—দেখিতেছি সেই শয়তানের বাচ্চা রায় বাহাদুরের কাছে তুমি এসব শুনিয়াছ,—হাঁ—হাঁ—হাঁ,—বেটা মনে করে ভারি চালাক!"

"আমার মেয়েকে বিষ খাওয়াইয়াছিলে কেন?"

"বিষ খাওয়াই নাই। বলিতেছিলাম না যে আমার মূর্খ চাকরই সেবার সব কাজ পণ্ড করিয়াছিল। মেয়েটা পাছে কেঁদে গোল করে ভেবে, তাহারা তাহাকে একটু আফিম খাওয়াইয়া দেয়,—তাহাতেই সে মরিয়া গিয়াছিল,—পুলিশের চোকে ধূলা দিবার জন্যই, যে বিছানায় ডাক্তার আমার চাকরের পা আর তোমার দাসী তাহার প্রণয়িনীর হাত কাটিয়াছিল,—সেই রক্তমাখা বিছানা সুদ্ধ পাল্কিতে মেয়েটা রাখিয়া বাগানে আমার লোকজন রাখিয়া আসিয়াছিল। হাঁ—হাঁ—হাঁ, পুলিশের কি বিদ্যে? হাঁ—হাঁ—হাঁ—এখন বুড়ীও ঠিক মিলেছে, এক পেয়ের সঙ্গে এক হেতো মিলিয়াছে!"

এই নির্ম্মম হৃদয় দুরাত্মার কথায়—অমরেন্দ্রনাথের হৃদয় ঘৃণা, ক্রোধ,—বীভৎস ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল,—তিনি কোনই কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন সুলোচন বলিল, "মেয়েটা বাঁচিয়া থাকিলে সেই মেয়ে পাইবার জন্য, তোমার স্ত্রীর খাতিরে তুমি সন্তোষের সহিত আমাকে অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি দিতে তাহা জানি,—তাহা হইলে এ গোলযোগ অনেক আগেই মিটিয়া যাইত—হাঁ—হাঁ—হাঁ ?"

অমরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—বলিয়া উঠিলেন, "দুরাত্মা,—রাক্ষস—তোর একটা কাজ অন্ততঃ ব্যর্থ হইয়াছে ?"

সুলোচন ব্যঙ্গ স্বরে বলিল, "কি, আজ্ঞা করুন ?"

"আমার মেয়ে বেঁচে আছে !"

"কি ?"

সুলোচন নিতান্ত বিস্মিত স্বরে বলিল, "কি—কি ?"

"মহাপাপী,—মনে কর সব খবর রাখ,—তাহা নয়,—এ খবরটা পাও নাই !"

সুলোচন দন্ত কিড়মিড় করিয়া বলিল, "শালা—রায় বাহাদুর তোকে যদি জব্দ করিতে না পারি,—তাহা হইলে আমার নাম সুলোচন নয়।"

এবার সুবিধা পাইয়া অমরেন্দ্রও ক্রোধে বলিলেন, "কে কাহাকে জব্দ করে দেখিতে পাইবে !"

সুলোচন গর্জ্জিয়া বলিল, "এখন রাজি হইবি কিনা বল, অৰ্দ্ধেক বিষয়,—এখনও তোকে সহজ কথায় বলিতেছি——"

অমরেন্দ্র বলিলেন, "যদি রাজি না হই ?"

"না হই ! কাল যখন তোর স্ত্রীকে এখানে 'সকালে দেখিতে পাইবি,—তখন রাজি হইবি,—তোর বাবা থাকিলে রাজি হইত।"

এই বলিয়া সে ক্রোধে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়া, বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অমরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ অবস্থায় পড়েন নাই! ক্রোধে তাঁহার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিতেছিল,—এক্ষণে এই মহাপাপী তাঁহার সম্মুখ হইতে দূর হওয়ায় তাঁহার হৃদয় যেন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অবস হইয়া পড়িল। তিনি "হা ভগবান ?" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ছবি।

রায় বাহাদুর গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন,—তাঁহার বাচ্চা তখনও ফেরে নাই। তিনি তাহার জন্য ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—ভাবিলেন, "তবে কি যথার্থই এই দুরাত্মারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে, নতুবা সে কোথায়ও থাকিবার ছেলে নহে! কিন্তু যখন এখনও ফিরিল না,—তখন ভাবিবার বিষয়! তবে বাচ্চা আমার অমর,—তাহাকে খুন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাহাই হউক,—আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করা উচিত নহে,—সকালে ষ্টেশনে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে ইহারা যে আর তিলার্দ্ধ এ সহরে থাকিবে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না,—তবে যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহাতে পালানও দুষ্কর চারিদিকেই লোক আছে। বেটাদের আড্ডাটা এতং চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারিতেছি না। যে তিনটাকে ধরিয়াছি, তাহাদের কোনটার কাছ থেকেই কোন কথা বাহির করা দুষ্কর বটে! এক বেটা হাবা,—তাহার কথাতো ছাড়িয়া দেও,—আর এক

বেটা একপেয়ে বদমাইসের সেরা বদমাইস,—মাগীটা তো পাগল সেজেছে! ইনিই বোধ হয় আমার বাঈজী!”

এই ব্যাপার হাতে লইয়া পর্য্যন্ত রায় বাহাদুরের আহার নিদ্রা গিয়াছে,—তিনি গৃহে ফিরিয়াছিলেন কেবল বাচ্চার সন্ধান লইবার জন্য, নতুবা বোধ হয় বাড়ীতেও ফিরিতেন না,—তিনি জানিতেন আজ রাত্রের মধ্যে তিনি সুলোচনের দলকে ধৃত করিতে না পারিলে,—আর তাহাদের ধরা অসম্ভব হইবে,—তাহারা একবার নিরুদ্দেশ হইলে, আর সহজে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

ইহার উপর আজ সকালে যখন তাহারা বিফল মনোরথ হইয়াছে,—তখন রাগে ও হতাশ্বাসে অমরেন্দ্র ও অবিনাশ উভয়কে হত্যাও করিতে পারে। তাঁহাদের রক্ষা করিতে হইলে, আজ সুলোচনের দলকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে।

কিন্তু এ কথা বলা যত সহজ,—করাতে সহজ নহে। তাহারা কোথায় আছে, তিনি এত চেষ্টায়ও তাহা জানিতে পারেন নাই।

তিনি সত্বর দুইটী আহার করিয়া পুলিশ আফিসে ছুটিলেন। যদি কোন গতিকে হাবা, পাগলী বা এক পেয়ের নিকট হইতে সুলোচনের আড্ডা জানিয়া লইতে পারেন? আশায় মানুষ বাঁচে,—রায় বাহাদুর পদে পদে হতাশ হইয়াও আশা ছাড়েন নাই।

তিনি আফিসে আসিয়া দেখিলেন, বড় সাহেব, স্বয়ংই এ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি হাবার নিকট কিছু জানিতে না পারিয়া, পাগলীকে ধরিয়াছিলেন,—কিন্তু সে এতই পাগলামী

করিতে আরম্ভ করিল,—এতই হাসে এতই কাঁদে—এতই দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল যে তিনি তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন।

রায় বাহাদুর যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সাহেব এক পেয়েকে লইয়া পড়িয়াছেন,—তাঁহার সম্মুখে অনেক কাগজ পত্র, একখানি ছবিও রহিয়াছে। রায় বাহাদুরকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভালই হইয়াছে আপনি আসিয়াছেন,—এই লোকটা সম্বন্ধে সমস্ত কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছে,—ইহার এই ছবি দেখুন।"

রায় বাহাদুর ছবি খানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "ইহার ছবি যে, তাহাতে সন্দেহ নাই—তবে তখন পা ছিল।"

"পা সম্প্রতি কাটা গিয়াছে স্পষ্টই দেখা গিয়াছে। দিল্লিতে একটা দোকানে চুরি করিবার জন্য ছয় মাস জেল হয়,—তাহার পর পকেট মারার জন্য এক বৎসর, তাহার পর আবার চুরি দুই বৎসর,—তাহার পর পর বৎসর,—শেষ দশ বৎসর—পুরাতন পাপী।"

"তাহা মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। কি বলে?"

"কিছুতেই উত্তর দিবে না।"

"দুই এক ঘা দিলে উত্তর দিবে।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমার সম্মুখে নয়, লইয়া যাও,—দেখ তুমি যদি কিছু করিতে পার।"

এই সময়ে বাহিরে একটা গোল উঠিল;—সাহেব বলিলেন, "কে গোল করে?"

একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "হুজুর, একটা

ভিখারী ছোঁড়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে, কিছুতেই কথা শুনিতেছে না।"

"এই খানে লইয়া আইস।"

ছাড়া পাইলে, বানরে যেরূপ লম্ফ দিয়া, গৃহমধ্যে আসিয়া পড়ে, সেইরূপ ভাবে বাচ্চা আসিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে হাঁপাইতেছিল,—তাহার দম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে সহসা কথা কহিতে পারিল না। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল।

তাহার ভাব দেখিয়া, সাহেব বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রায় বাহাদুর অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এ আমার লোক।"

তাহার পর, বাচ্চার পৃষ্ঠে তিনি হস্তস্থাপন করিয়া, বলিলেন, "কি বাচ্চা! খবর কি?"

বাচ্চা এতক্ষণে রায় বাহাদুরকে দেখিল। তাঁহাকে দেখিয়া, তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল, "আপনাকে বাড়ীতে না পাইয়া এখানে আসিয়াছি,—এরা আসিতে দেয় না।"

"ওরা তোমায় চেনে না,—কোন ভয় নাই। তাহার পর খবর কি বল?"

"বরাহনগর কুঠীবাটী,—বাগান বাড়ী, নৌকায় পলাইয়াছে।"

"বস,—স্থির হও,—সকল বল।"

এই বলিয়া, রায় বাহাদুর আদর করিয়া,—তাহাকে পার্শ্বে বসাইয়া, সাহেবকে বলিলেন, "এটী আমার ছোট গোয়েন্দা, ইহার দ্বারা আমার অনেক সময়ে অনেক কাজ হইয়াছে,—কাল রাত্রে ইহাকে অমরেন্দ্র বাবুর অনুসরণ করিতে পাঠাইয়াছিলাম——"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আপনার এই সকল চেলা আছে বলিয়াই, আপনার কার্য্যে এত বাহাদুরি, এ কি সম্বাদ আনিয়াছে ?"

রায় বাহাদুর বাচ্চার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "সাহেবকে ভয় নাই,—সেই পর্য্যন্ত কি কি হইয়াছে,—আমাদের বল।"

বাচ্চা বলিল, "রাত্রে বাবুরা তিনজনে দর্জ্জিপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন,—আমি, আপনি যেমন বলেছিলেন, দূরে থেকে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলাম। এক যায়গায় বাবুরা দাঁড়াইলেন,—তারপরে রঙ্গমল একটা গলির ভিতর গেল,—একটু পরে ইনেস্পেক্টর ও পাহারাওয়ালা এসে বাবুদের ধরে একখানা গাড়ীতে তুলিল। আপনি আমাকে বাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে বলেছিলেন,—গাড়ী যেমন ছুটিল,—আমিও অমনি গাড়ীর পেছনে ঝুলিয়া পড়িলাম——"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "রায় বাহাদুর! এটী একটী তোমার রত্ন।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পুরস্কার।

"তাহার পর গাড়ী কোথায় গেল।"

"গাড়ী তারা খুব হাঁকিয়ে চল্লো,—এই দেখুন,—আমার হাঁটু ছিঁড়ে গেছে,—কিন্তু আমি তবু গাড়ীর পেছন ছাড়্‌লেম না।"

"তাহা আমি জানি।"

সাহেব বলিলেন, "এ বড় হইলে, ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করিবে,—রায় বাহাদুর! তুমি এতদিন বল নাই কেন? আমি ইহাকে চাকরি দিতাম।"

"এইবার দিবেন। তাহার পর বাচ্চা ?"

তাহার পর, গাড়ী বরাহনগরে একটা বড় বাগানবাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল,—আমি অন্ধকারে লুকাইলাম। গাড়ী ভিতরে চলিয়া গেলে, আমিও অন্ধকারে বাগানে ঢুকিয়া পড়িলাম। তাহারা বাবুদের চোক মুখ বেঁধে, এই বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। আমি সাহস করে ভিতরে যেতে পাল্লেম না,—সমস্ত রাত্রি বাহিরে পাহারায় থাকিলাম। রাত্রি তিনটার সময় তিন চারিজন লোক আর একটা মেয়েমানুষ সেই গাড়ী করে, আবার বার হয়ে কোথায় গেল। আমায় বাবুর সঙ্গে থাকতে হুকুম করেছিলেন,—তাই আমি আর তাদের গাড়ীর সঙ্গ নিলাম না,—বাগানের একটা ঝোঁপের ভিতর লুকিয়ে রইলাম।"

"বেশ করিয়াছিলে,—তাহার পর ?"

"আট নয়টার সময় কয়জন লোক একখানা গাড়ী করে ফিরে এলো,—এ সে গাড়ী নয়,—আর একখানা,—ঘোড়া ছুটো ঘেমে ত্রিকণ্ডি,—বোধ হয়, খুব হাঁকিয়ে এসেছে।"

"তাহার পর কি হইল ?"

"তাহারা নেমে বাড়ীর ভিতর গেল,—তাহার একটু পরেই বাবুদের দুইজনকে সেই রকম চোক বেঁধে নিয়ে এসে গাড়ীতে তুল্লে,—তাহার পর মালপত্র অনেক গাড়ীর ছাদে তুলে, গঙ্গার দিকে গেল। দিনের বেলা,—আমি গাড়ীর পেছনে উঠ্‌লে দেখ্‌তে পাবে বলে, আমি একটু দূরে থেকে, গাড়ীর পেছনে ছুটলেম,—আপনি জানেন, আমি ছুট্‌তে পারি ?"

"তাহা জানি,—তাহার পর ?"

"তারপর গাড়ীখানা একটা অঘাটায় লাগলো,—সে দিকে জন মানুষ ছিল না,—তারা বাবুদের ধরাধরি করে একখানা বড় পাল্‌কি নৌকায় তুলিল,—তার বার দাঁড়।"

"তাহার পর?"

"তারপর মাল পত্র তুলে তাবা নৌকা ছেড়ে উত্তর দিকে চলে গেছে,—আমি আব তাদের সঙ্গে কেমন করে যাই,—তাই ছুটে আপনাকে খবর দিতে এসেছি।"

"বেশ করিয়াছ—নৌকা চিনিতে পারিবে?"

"চিনিতে পারিব না?"

সাহেব জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"তাহারা কতক্ষণ?"

"বেশীক্ষণ নয়,—এই ঘণ্টাখানেক!"

"সে কি—তুমি এক ঘণ্টাব মধ্যে ববানগর থেকে আসিলে?"

"দুপুর না হলে আরও আগে আস্‌তে পারতেম।"

"সে কি?"

"দুপুব বেলা গাড়ী কম চলে।"

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "বাচ্চা গাড়ীর পেছন পাইলেই চড়িয়া বসে,—সুতরাং ও যে আরও আগে আসে নাই,—এই আশ্চর্য্য! আমাদের আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে।"

"নিশ্চয় নয়।"

সাহেব উঠিলেন।—উভয়েই বাহিরে গেলেন। সাহেব নিজ পকেট হইতে পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া বাচ্চার হাতে দিয়া বলিলেন, "যাও—মিঠাই খাওগে!"

"এত! সব আমার?"

"হাঁ—সব তোমার,—ইনেস্পেক্টর,—এই ছোকরা যাহা খাইতে চাহে কিনিয়া দেও,—ইহার খাওয়া হইলে, ইহাকে আমাদের কাছে লইয়া আসিবে।"

বাচ্চা তাহার সহিত মহানন্দ চিত্তে প্রস্থান করিল। পাঁচ পাঁচটা টাকা সে আজ হাতে পাইয়া ধরাকে সরা মনে করিতে লাগিল। তাহার গম্ভীর ভাব দেখিয়া পুলিশ আফিসের কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

এদিকে আফিসে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, ইনেস্পেক্টর,—সারজন,—পাহারাওয়ালা সকলেই চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। জনকত অশ্বারোহী বরাহনগরের দিকে বেগে ধাবমান হইল,—দুইজন গঙ্গার দিকে ছুটিল।

কি হইয়াছে,—কি হইবে, কেহই জানিতে পারিল না,—অনেক পুলিশ কর্ম্মচারী সজ্জিত হইল,—সকলেই বুঝিল একটা কি গুরুতর ব্যাপার ঘটিবে।

অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারী লইয়া রায় বাহাদুর সমভিব্যবহারে বড় সাহেব পুলিশ আফিস হইতে বহির্গত হইলেন। সাহেব স্বয়ং বাচ্চার হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন।

এখন আর বাচ্চা সে বাচ্চা নাই। সাহেব তাহাকে নূতন কাপড় পরাইয়াছেন,—নূতন কোট তাহার গায় উঠিয়াছে,—নূতন জুতা সে পায় দিয়াছে—এ সকল তাহার জীবনে এই প্রথম।

সে শতবার নিজের দিকে চাহিতেছে,—জুতায় পা ছিঁড়িয়া যাইতেছে,—তবু একটু মাত্র শব্দ করিতেছে না,—সে অসহনীয়

যন্ত্রণা অবাধে সহ্য করিতেছে! সে আজ আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছে।

সকলেই তাহার ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধন।

রাত্রে আর কেহ অমরেন্দ্রনাথকে বিরক্ত করিল না,—কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অসহনীয় যন্ত্রণা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল,—তাহা নির্ব্বাপিত করে কে?

নিদ্রা? তাঁহার ন্যায় অবস্থায় যে পড়িয়াছে, সেই তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিবে অপরে বুঝিবে কিরূপে?

সুলোচনের কথায় তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, নরাধম তাঁহার স্ত্রীকে ভুলাইয়া নিজ করস্থ করিবারই ষড়যন্ত্র করিয়াছে; প্রাতে তিনি ষ্টেশনে থাকিতে পারিবেন না, রায় বাহাদুর কিছু জানিলেন না, সে আমার নাম করিয়া ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিয়া, সুধাংশুকে নিশ্চয়ই আনিবে!

তিনি পাগলের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চারিদিক নিস্তব্ধ, তিনি সবলে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিল না। তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় সমস্ত রাত্রি সেই গৃহমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

অবিনাশের কি হইল? মধ্যে মধ্যে তাঁহার বন্ধুর কথাও মনে উদিত হইতেছিল, ভাবিতেছিলেন হয়তো দুরাত্মারা তাঁহাকে এতক্ষণ মারিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার সম্পত্তি লিখিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে এতক্ষণ প্রাণে মারে নাই। সুধাংশুর উপর

অত্যাচার করিবে,—তাহার উপর অত্যাচার করিবে, সম্পত্তি রাখিয়া লাভ কি? আমি ইহাদের সম্পত্তি লিখিয়া দিব। কাল বলিলেই স্বীকৃত হইব। সম্পত্তি আমার কি কাজে আসিবে।”

অমরেন্দ্রনাথ শতবার মনে মনে এইরূপ স্থির করিতেছিলেন,—শতবার আবার ভাবিতেছিলেন, কার্য্যোদ্ধার হইলে, নিশ্চয়ই ইহারা ভয়ে আমায় ছাড়িয়া দিবে না,—প্রাণে মারিবে,—সুধাংশু ——”

সহসা দরজা খুলিবার শব্দ হইল,—তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন, ভোর হইয়াছে। জানালা দিয়া, গৃহমধ্যে বেশ আলো আসিয়াছে। তাঁহার এ সকল জ্ঞান কিছুই ছিল না, কিরূপে, কি ভাবে রাত গিয়াছে,—তাহা তিনি কিছুই জানেন না।

দরোজা খুলিয়া, সুলোচন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল,—তাহার হস্তে সেইরূপ পিস্তল।

তাহাকে দেখিবামাত্র, অমরেন্দ্রনাথের মস্তক হইতে অগ্নি ছুটিল,—শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ ছড়াইয়া পড়িল,—কালসর্প দেখিলে, লোক যেরূপ করে,—তিনি সেইরূপ ভাবে তাহার নিকট হইতে দশ হস্ত সরিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার ভাব দেখিয়া, সুলোচন বিকট হাস্য করিল। হাসিয়া বলিল, “আমি বাঘ নই।”

অমরেন্দ্র দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া বলিলেন, “তাহা অপেক্ষাও হিংস্র,—ভয়ানক!”

“না হয় হইলাম। আমি গোপন করিবার লোক নহি। এখন সমস্ত রাত্রিতো ভাবিবার সময় দিলাম,—কি স্থির

করিলে? ভালয় ভালয় সহজে অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি লিখিয়া দিতে সম্মত হইয়াছ,—আমি অন্যায় জেদ করিতেছি না, সম্পত্তি আমারই সব হইত।”

অমরেন্দ্র সবেগে বলিলেন, “প্রাণ থাকিতে নয়।

“তবে সে দোষ আমার নহে। তুমি যদি প্রকাণ্ড [illegible] হও,—তাহা হইলে, আমি কি করিব,—এখন ভালয় [illegible] সহজে সম্মত হইতেছ না,—একটু পরে তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে এখানে দেখিলেই রাজি হইবে। এখনও তোমাকে বলিতেছি———”

“প্রাণ থাকিতে নয———”

“বটে ———”

এই সময়ে নিকটে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল [illegible] ব্যক্তি যেন অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে

তাহার পদশব্দ শুনিবামাত্র, সুলোচন সত্বর [illegible] বহির্গত হইয়া, দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল।

অমরেন্দ্র সত্বরপদে আসিয়া, দ্বারে কাণ দিলেন। শুনিলেন, সুলোচন বলিল, “কি হইয়াছে,—ব্যাপার কি?”

আর এক ব্যক্তি বলিল, “সব গোল হইয়া গিয়াছে, বাঈজী ধরা পড়িয়াছে,—আমরা কষ্টে পলাইয়াছি [illegible] এক মিনিটও এখানে নয়,—পুলিশ নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গ লইয়াছে।”

“চুপ,—এইদিকে।”

অমরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, তাহারা উভয়ে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

তিনি বুঝিলেন, একটা কিছু হইয়াছে,—পুলিশ ইহাদের সন্ধান পাইয়াছে,—তাহাও বুঝিলেন,—তবে প্রকৃত কি হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

তবে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। তাঁহার প্রাণ তাঁহাকে বলিল যে, তাঁহার স্ত্রী এই দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

তিনি অনুমানে বুঝিলেন যে, ইহারাই ষ্টেশনে তাঁহার স্ত্রীকে ভুলাইয়া আনিতে গিয়াছিল। নিশ্চয়ই রায় বাহাদুর ইহাদের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া, সদলে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের একজনও ধরা পড়িয়াছে। তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি মনে মনে ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন।

তাহাই ঠিক। তাঁহার অনুমানই ঠিক,—নতুবা এত বেলা হইয়াছে, বহুক্ষণ গাড়ী আসিয়াছে, তাহারা তাঁহার সুধাংশুকে হস্তগত করিতে পারিলে, অবশ্যই এতক্ষণ তাহাকে এখানে লইয়া আসিত। গোল হইয়াছে,—পুলিশ সঙ্গ লইয়াছে। তাহা হইলে, এই গোলই হইয়াছে,—তাহা হইলে, এখনও আশা আছে, রায় বাহাদুর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না, তিনি নিশ্চয়ই এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন।

সহসা সবলে কে দরজা খুলিয়া ফেলিল। কি হইয়াছে, বুঝিবার পূর্ব্বেই, চারিজন বলবান লোক নিমিষ মধ্যে তাঁহার উপর পতিত হইয়া, সুদৃঢ় রজ্জুতে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নৌকা মধ্যে।

তখন তাহারা তাঁহার মুখ ও চোক বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। তিনি বুঝিলেন তাহারা তাঁহাকে নীচের লইয়া চলিল।

একজন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, "টুণ্ডী পালাইয়াছে - সে লোকটাও নাই!"

সুলোচন বলিয়া উঠিল, "কি? কি?"

"তাহাদের দুইজনকেই দেখিতে পাইতেছি না।"

"আমার ক্যাস বাক্স!

চোক বাঁধা থাকা সত্ত্বেও—অমরেন্দ্র বুঝিলেন যে, সুলোচন পাগলের মত উপরে ছুটিল।

অন্যান্য লোকেরা তাঁহাকে লইয়া একখানা গাড়ীতে উঠিল।

এই সময়ে সুলোচন তথায় গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আসিয়া উপস্থিত হইল,—বলিল, "নিমকহারামী,—শয়তানী আমার ক্যাস-বাক্স লইয়া পলাইয়াছে। সময় পাইতো কিরূপে গলা মোচড়াইতে হয় দেখিয়া লইব।"

"সেই লোকটাকে সেই ছাড়িয়া দিয়াছে!"

"নিশ্চয়,—না হইলে সে কখনও পালাইতে পারে? আমি গাধা,—কেবল অমরের ঘরের উপর নজর রাখিয়াছিলাম,—তাহার ঘরটা তত দেখি নাই—আর এক মিনিটও সময় নাই—শীঘ্র—শীঘ্র—মাগী পুলিশে গিয়াছে——"

"পুলিশে গিয়াছে!"

"হাঁ—ভাবিয়াছে—আমাদের হইয়া গিয়াছে—আর কেন, এখন পুলিশকে খবর দিয়া পুলিশের সাক্ষী হইয়া বাঁচিয়া যাইবে। শয়তানি—সুলোচন এখনও মরে নাই,—দেখিবি কি করিব।"

অমরেন্দ্রনাথ তাহার ভয়াবহ দন্ত কিড়ি মিড়ি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

তৎপরে গাড়ী চলিল,—প্রায় পনের মিনিট গাড়ী চলিয়া সহসা থামিল। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিল। তিনি বুঝিলেন, তাহারা গঙ্গায় নাবিতেছে,—তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ক্রমে তাহারা আনিয়া, একখানা নৌকার ভিতর রাখিল। তিনি অনুমানে বুঝিলেন, নৌকায় অনেক দ্রব্যাদি উঠাইল,—দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইতে না হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকার ভিতর বোধ হয় দুই তিনটা ঘর ছিল,—তাঁহাকে একটা ঘরের মধ্যে রাখিয়া তাহারা চাবি দিল।

তাহারা তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে,—তাঁহাকে তাহারা কি করিবে? অমরেন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তবে ভাবিলেন যখন এখনও প্রাণে মারে নাই,—যখন তাহারা সুধাংশুকে আনিতে পারে নাই,—তখন হতাশ হইবার কারণ নাই। বিশেষ এখন অবিনাশ পালাইতে পারিয়াছে,—সে তিলার্দ্ধ দেরি না করিয়া, রায় বাহাদুরকে সংবাদ দিবে—খুব সম্ভব সে এতক্ষণ খবর দিয়াছে,—নিশ্চয়ই রায় বাহাদুর পুলিশ লইয়া তাঁহার উদ্ধারে রওনা হইয়াছেন।

সেই জন্যই ইহারা তাঁহাকে লইয়া নৌকা করিয়া এত তাড়াতাড়ি পালাইতেছে! অবিনাশ ইহা জানে না,—সে রায় বাহাদুরকে এ সংবাদ দিতে পারিবে না। সুতরাং তাহারা বাড়ীটায় আসিয়া দেখিবে কেহ নাই! তাঁহারা কি এই নৌকার সন্ধান পাইয়া নৌকার অনুসরণ করিতে পারিবেন?

নৌকায় পড়িয়া অমরেন্দ্র এইরূপ নানা চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন। ইহারা যেরূপ ভাবে তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে,—তাহাতে তাঁহার পালাইবার কোন আশা নাই। পুলিস আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে তাঁহার উদ্ধারের আশা নাই।

এদিকে তাঁহারই উদ্ধারের জন্য অবিনাশ বাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে কলিকাতার দিকে ছুটিয়াছেন।

তাঁহাকেও সুলোচনের লোকগণ একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নানা চিন্তা ও আশঙ্কায় তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, কাহারও নিদ্রা হইবার সম্ভবনা ছিল না। তিনি প্রাচীরে ঠেস দিয়া বসিয়া নিজ দুঃখের ভাবনায় বিহ্বল হইয়া বসিয়া ছিলেন।

চারিদিক নিস্তব্ধ, বোধ হয় রাত্রি তিনটা, এই সময়ে কে নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল,—অবিনাশ বাবু সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সে বলিল, "চুপ।"

অবিনাশ বাবু কথা কহিলেন না,—সে সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা আলো জ্বালিল, সেই আলোয় অবিনাশ বাবু দেখিলেন, একটী হাত কাটা টুণ্ড হিন্দুস্থানি স্ত্রীলোক।

সে অতি মৃদু স্বরে বলিল,—"আমি তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারি——"

অবিনাশ বাবু ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "দেও—দেও—তুমি যা চাও দিব।"

"আমি অমরেন্দ্র বাবুকেই বলিতাম, তবে তাঁহার ঘরের সামনে স্থলোচন শুইয়া আছে, তাহার পর আমি অমর বাবুর দাসী ছিলাম, হয়তো রাগে আমার কোন কথা শুনিতেন না।"

"তুমি কি বলিতে চাহ?"

"স্বীকার কর আমাকে রক্ষা করিবে,—আমাকে পুলিশের সাক্ষী করিয়া দিবে! তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি,—তোমার সঙ্গে পুলিশে গিয়া ইহাদের সকল কথা বলিয়া ইহাদের ধরাইয়া দিতেছি——"

"স্বীকার করিলাম——এস ——আর দেরি কর না—তবে অমর——"

"এখনই পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে।"

"ঠিক বলেছ—এস—আর দেরি নয়।"

"তাহা হইলে স্বীকার করিলে?"

"স্বীকার করিলাম!"

"এস।"

দাসী অবিনাশ বাবুকে নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। বলিল "এখন একটু লুকাইয়া থাকিতে হইবে, ইহারা একটু পরেই ষ্টেশনে যাইবার জন্য, আমাকে খুঁজিবে, দেখিতে না পাইলে চারিদিকে সন্ধান করিতে থাকিবে—চল এই পথে।"

অতি সাবধানে সন্তর্পণে উভয়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। অবিনাশ বাবু সত্বর একখানা গাড়ী সংগ্রহ করিয়া, দাসীকে সেই গাড়ীতে তুলিলেন।

বিশেষ বকশিশ দিবেন বলায়, কোচমান তীরবেগে গাড়ী হাঁকাইল,—আধ ঘণ্টার মধ্যেই রায় বাহাদুরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কোথায় গিয়াছেন,—রঙ্গমল তাহা জানে না।

এ সম্বাদে অবিনাশ বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল,—তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এরূপে দাঁড়াইয়া ভাবিলে কি হইবে, তিনি সেই গাড়ীতেই রায় বাহাদুরের সন্ধানে চলিলেন। কোথাও তাঁহাকে পাইলেন না,—তখন দাসী বলিল, "পুলিশে চল।"

অবিনাশ বাবু তাহাই করিলেন। পুলিশে আসিয়া শুনিলেন, রায় বাহাদুর বড় সাহেবের সহিত গিয়াছেন,—কোথায় গিয়াছেন তাহা কেহ জানে না

অবিনাশ বাবু উন্মাদও প্রায় হইলেন, একজন ইনেস্পেক্টর তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রায় বাহাদুরের সন্ধান করিতেছেন কেন?"

তিনি বলিলেন, "আমাকে ও অমরেন্দ্র বাবুকে একদল বদমাইশে আটক করিয়া রাখিয়াছিল,—আমি ইহার সাহায্যে—"

"হইয়াছে—আসুন।"

বলিয়া ইনেস্পেক্টর সত্বর তাঁহাদের লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়োয়ানকে তীরবেগে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন,—গাড়ী গঙ্গার দিকে ছুটিল।

গঙ্গার তীরে আসিয়া ইনেস্পেক্টর বলিলেন, "তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন,—উপায় নাই—চলুন আমি বরানগরে আপনাদের সঙ্গে যাইতেছি। সেখানে আমাদের লোক আগেই গিয়াছে।"

তখন গাড়ী ফিরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বরানগরের দিকে ধাবিত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তার।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অমরেন্দ্রনাথ নৌকার যে ঘরে আটক ছিলেন,—সেই গৃহমধ্যে সুলোচন প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মুখ চোখ খুলিয়া দিল,—তৎপরে তাঁহাকে তুলিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, "তোমার বাঁচিবার ইচ্ছা আছে কি?"

অমরেন্দ্রনাথ অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি আত্মসংযম করিবেন,—সহসা দুর্ব্বৃত্তের কথায় বিচলিত হইবেন না,—এখন এই ধূর্ত্তের সহিত একটু ধূর্ত্ততা করিয়া, সময় লওয়াই আবশ্যক। নিশ্চয়ই অবিনাশ বহুক্ষণ পুলিশে সম্বাদ দিয়াছে।

তিনি মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন বলিয়া বলিলেন, "কাহার না বাঁচিবার ইচ্ছা আছে?"

"তবে অর্দ্ধেক সম্পত্তি লিখিয়া দেও।"

"তাহা দিলে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিবে,—আর আমার কোন অনিষ্ট করিবে না?"

"হাঁ,—তবে তোমাকে লিখিয়া দিতে হইবে যে, তুমিও

আমার কোন অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইবে না,—তুমি পুলিশে খবর দিবে না।"

"ইহাতে স্বীকৃত হইলে, তুমি আমাকে এখনই ছাড়িয়া দিবে?"

"হাঁ,—লিখিয়া দিলেই ছাড়িয়া দিব।"

"আমি সম্মত হইলাম।"

"তোমার যে এ হিতবুদ্ধি হইয়াছে,—ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম।"

"নিয়ে এস কাগজ কলম।"

"ষ্ট্যাম্প কাগজ কিনিয়া রাখিয়াছি,—ভাল উকিলকে দিয়া মুসুবিধা করাই আছে,—সন্ধ্যা হইয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হউক; আলো জ্বালিতে বলিয়াছি,—আলো জ্বালা হইলেই কাগজ কলম দিতেছি। তবে সময় মত আমি দিল্লিতে তোমার সঙ্গে, দেখা করিলে, তোমাকে এই দলিল রেজিষ্টারী করিয়া দিতে হইবে।"

"তাহা দিব। যখন লিখিয়া দিতে সম্মত হইয়াছি,—তখন রেজিষ্টারী করিয়া দিব না কেন?"

"দেখিতেছি তোমার সুবুদ্ধি হইয়াছে।"

"তাহা হইলে, আমার হাত পা খুলিয়া দাও।"

"হাত এখনই খুলিয়া দিতেছি। লেখা শেষ হইলে, যখন তোমায় তীরে নামাইয়া দিব, সেই সময়ে পা খুলিয়া দিব।"

"তোমার যাহা অভিরুচি,—তোমার হাতে পড়িয়াছি, কথা নাই।"

"লেখাপড়া শেষ হইলেই, আমি তোমার পরম বন্ধু।"

এই সময়ে এক ব্যক্তি আলো আনিল,—তখন ঘরে গিয়া,

সুলোচন কাগজ, কলম, দলিলের মুসুবিধা সমস্ত আনিয়া, অমরেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। তাঁহার হাত খুলিয়া দিয়া বলিল, "শালা রায় বাহাদুরের বাবার সাধ্য নাই যে, আমাকে ধরে,—সে আশা নাই, এখন লেখ।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আশা নাই বলিয়াই স্বীকার করিয়াছি।"

সুলোচন বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "বুদ্ধিমানের কথা।"

অমরেন্দ্র স্বহস্তে দলিল লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সুলোচন নীরবে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিল।

এত বিপদ আপদ ঝঞ্ঝাটের পর তাহার জয় হইল,—এতদিনে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাহার হৃদয় আজ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অর্দ্ধেক দলিল লেখা হইয়াছে, এই সময়ে নৌকার বাহিরে একটা গোল উঠিল। সুলোচন ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "বেটারা গোল করিসনা,—লেখাপড়া হইতেছে।"

বাহির হইতে একজন বলিল, "দুইখানা ষ্টীমার দুইপাশ হইতে আমাদের নৌকার উপর আসিয়া পড়িতেছে।"

সুলোচন বলিল, "আমাদের নৌকা দেখিতে পায় নাই, আলো দেখা, চীৎকার করিয়া দূর দিয়া যাইতে বল।"

তাহারা তাহাই করিল,—কিন্তু তত্রাচ ষ্টীমার দুইখানা ক্রমে সবেগে নৌকার দুইপার্শ্বে আসিয়া পড়িল। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "নৌকা মারা যায়, মারা যায়,—কি বিপদ,—কাণা নাকি?"

তখন ষ্টীমার হইতে একজন বলিল, "ভয় নাই,—তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া সুলোচন উন্মত্তের ন্যায় বাহিরের দিকে ছুটিল,—বাহিরে অন্যান্য সকলে সভয়ে বলিয়া উঠিল, "পুলিশ—পুলিশ।"

সুলোচন একবার উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে চাহিল,—তৎপরে এক বৃহৎ কুঠার সবলে মারিয়া নৌকা খাণচাল করিয়া দিল,—হু হু শব্দে জল নৌকায় উঠিল,—কিন্তু নৌকা ডুবিল না।

রায় বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "সুলোচন বাবু,—আপনি এ ব্যবস্থা করিবেন, তাহা অধীন পূর্ব্ব হইতেই জানিত,—তাহাই ইহার ব্যবস্থাও পূর্ব্ব হইতে করিয়াছে,—দুই ষ্টীমার হইতে বহু দড়ি আপনার নৌকার নিম্নে আছে,—সুতরাং নৌকা ডুবিবে না—এখন —"

সুলোচন পিস্তল ছুড়িল,—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দুই ষ্টীমার হইতে বহু পুলিশ নৌকায় লম্ফ দিয়া পড়িয়া সকলকে বাঁধিয়া ফেলিল।

এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে, নৌকাস্থ লোকে এতই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বে ধৃত হইল।

অমরেন্দ্রনাথও বাহিরে আসিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরকে দেখিয়া, তিনি লম্ফ দিয়া, তাঁহার ষ্টীমারে গিয়া পড়িয়াছিলেন।

সুলোচন গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে রায় বাহাদুরকে অতি কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিল।

স্যার বাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "বাপু হে! চিরকালই কি চলে,—এখন সংসার দিনকত ঠাণ্ডা হউক।"

সাহেব বাচ্চাকে সকলের সম্মুখে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বলিলেন, "আমি আজ হইতে ইহাকে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌-স্পেক্টার করিলাম।"

বাচ্চা সেলাম দিয়া বলিল, "হুজুর! সেলাম।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। সুলোচনের দল গ্রেপ্তার করিয়া, আজ সকলের আনন্দের পরিসীমা নাই।

উপসংহার।

তাহার পর যাহা হইল,—তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

মহা সমারোহে পুলিশ সুলোচন সহ তাহার দলকে কলিকাতায় আনিলেন। সেই রাত্রে সকলে জেলে আবদ্ধ হইল।

যথাসময়ে দায়রায় তাহাদের বিচার হইল। হাতকাটা দাসী সরকারী সাক্ষী হইল। প্রমাণের অভাব ছিল না,—একটা অপরাধ নহে। সুলোচন সদলে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইল।

* * * * *

এতদিনে অমরেন্দ্রনাথ স্ত্রী পরিবার লইয়া, সুখী

হইলেন। তিনি পুলিশকে সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিয়া, এক ভোজ দিলেন।

* * * * *

দাসী মোকদ্দমার পর, নিরুদ্দেশ হইল। সুলোচনের ক্যাসবাক্স হস্তগত করিয়াছিল,—মোকদ্দমায় সে কথা উঠিল না,—কাজেই তাহার নিশ্চয়ই কখনও অর্থের অভাব ঘটে নাই।

* * * * *

বাচ্চা আর এখন বাচ্চা নাই। বাচ্চা এখন বড় ডিটেক্‌টিভ ইনেস্পেক্টর,—নাম করিব না,—নাম করিলে অনেকেই চিনিতে পারিবেন।

নূতন লোমহর্ষণ ডিটেকটিভ উপন্যাস।

মহারাজা ও শয়তানী।

(বিলাতী বাঁধাই ও সোনার জলে নাম লেখা।)

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

এরূপ বিচিত্র ঘটনাময় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস আর একখানি আছে কিনা সন্দেহ। যাঁহারা "সুন্দরী-সংযোগ" ও "খুন বা অখুন" পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন,—এই সুলেখকের লিখিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস কিরূপ হৃদয় উত্তেজক,—চিত্তাকর্ষক,—রোমাঞ্চক,—কৌতুহলোদ্দীপক। এই উপন্যাসের প্রতি লাইনে লাইনে রহস্য,—রহস্যের উপর রহস্য। কেহ এক লাইন ছাড়িয়া পড়িতে অক্ষম হইবেন। শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলে,—কাহারও সাধ্য নাই যে, রহস্য ভেদ করেন। লেখা সুন্দর,—ছাপা সুন্দর,—ছবি সুন্দর।

স্ত্রীলোক ভালবাসার দ্রব্য পাইবার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হয়,—তাহার ফলে কি ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার সংসারে সংঘটিত হইতেছে,—তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। উপন্যাসের বর্ণনা বিজ্ঞাপনে হয় না,—ভাল মন্দ পড়ার উপর নির্ভর করিতেছে।